www.facebook.com/alipur.barta.5

ইন্টারনেট সংস্করণ: http://www.alipurbarta.org

মানব সভ্যতা ও গো-রক্ষা

চারের পাতায়

আলিপুর বার্তা

১৯৬৬–২০১৫

ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

এবার শীতে ডুয়ার্সে

ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ২৭ কার্তিক – ৩ অগ্রহায়ণ, ১৪২২ ঃ ১৪ নভেম্বর – ২০ নভেম্বর, ২০১৫ Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 3, 14 November - 20 November, 2015 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর ...

সাত দিন, সাত সকাল, সাত রং। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা রঙ ছড়িয়ে রেখে গেল। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে আমাদের এই নতুন বিভাগ দিনগুলি মোর। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : শোরগোল তুলে অবশেষে ইন্দোনেশিয়া থেকে দিল্লি এসে পৌঁছালো ছোটা রাজন। বিমানবন্দরে মানুষের উপস্থিতি বুঝিয়ে দিল দাউদের ক্ষত এখনও গভীর ভারতবাসীর মনে। তবে প্রেস সহ সকলকে বোকা বানিয়ে কনভয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সিবিআই দফতরে।

রবিবার : ফল বেরোলো বিহার বিধানসভার। লালু–নীতিশ–সোনিয়ার মহাজোটের কাছে পরাজিত বিজেপি। উন্নয়নের নানা প্রতিশ্রুতি দিয়েও বিহারের মানুষের মন ভেজাতে পারেননি মোদি। তবে বিশ্লেষণে দেখা গিয়েছে ভোট না কমলেও যৌথ ভোটের কাছে পরাজিত হয়েছে বিজেপি। যা ধরতেই পারেনি মোদি–অমিত–জেটলি কেউই।

সোমবার : শহরে ক্রমশই বাড়ছে আগুনের প্রকোপ। স্কুল থেকে কারখানা, গুদাম থেকে হাসপাতাল। কোনওকিছুই বাদ যাচ্ছে না। প্রায় সর্বক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে কেউই মানছে নিয়মবিধি। কোনও জায়গায় অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থাই নেই। আবার কোনও জায়গায় তা অকেজো। বহু ভয়াবহ অগ্নিকান্ডের পরেও পরিস্থিতি বদলায়নি। টনক নড়েনি পুরসভা বা দমকল বিভাগের। অথচ সব ছাড়পত্র নিয়েই তৈরি হচ্ছে নির্মাণ। দেওয়া হচ্ছে ট্রেড লাইসেন্স।

মঙ্গলবার : এ রোগ বহু পুরোনো। অনেকদিন বাদে এই রোগ এবার আবার চাগাড় দিয়ে উঠেছে। সমন্বয় কমিটিগুলো যতই প্রতিশ্রুতি দিক পুলিশ এবার চাঁদার জুলুমের কাছে ঠুঁটো জগন্নাথ। রাস্তা ঘাটে, রাজপথে এবার গাড়ি আটকে চাঁদা তোলা হয়েছে অবাধে। তারই ফল চাঁদার দাবিতে বিচারক নিগ্রহ।

বুধবার : ফের প্রমাণ হল পুলিশ আসলে অসহায় শ্রেণি। কোচবিহার থানার ইন্সপেক্টর রঞ্জিত পাল জুয়াড়িদের হাতে প্রাণ দিলেন। প্রমাণ হয়ে গেল যেভাবে সন্ত্রাসের আধুনিকীকরণ হচ্ছে পুলিশ সেভাবে এগোচ্ছে না।

বৃহস্পতিবার : কেলেঙ্কারির দাগ কিছুতেই মুছতে পারছে না আইপিএল। এবার কাঠগড়ায় কেকেআর–এর মালিক শাহরুখ খান। শেয়ার বিক্রিতে কালো টাকার লেনদেনের অভিযোগে ইডির প্রশ্নের মুখে শাহরুখ।

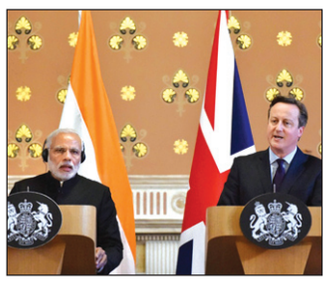

শুক্রবার : বিহার নির্বাচনের ভরাডুবির পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ক্ষতে প্রলেপ লাগালো ব্রিটিশ সরকার এবং সেখানকার এমপিদের প্রশংসা। এই প্রথম কোনও ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বক্তৃতা করলেন।

● সবজান্তা খবরওয়ালা

পঙ্কজ, দিব্যেন্দুদের নাম ভাসছে

মুকুলের হয়ে বাতিলরা নাক কাটতে চান ঘাসফুলের

পার্থসারথি গুহ

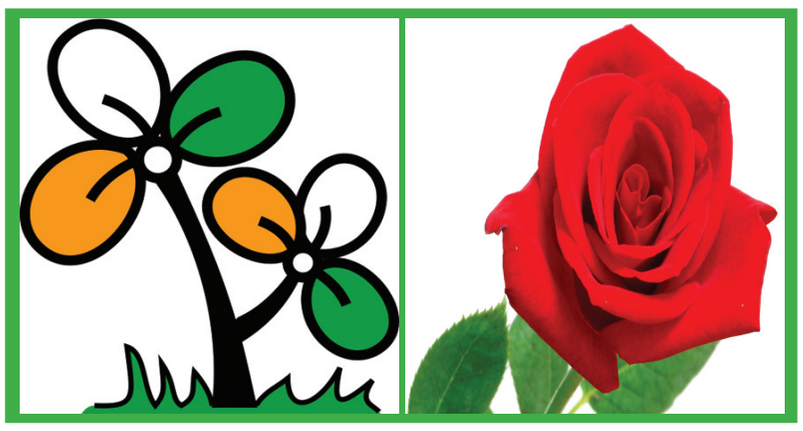

আগেকার দিনে কলকাতার তৃতীয় প্রধান ফুটবল ক্লাব হিসেবে সুপরিচিত মহমেডান স্পোর্টিং তাদের দল গড়ার ক্ষেত্রে অনেকসময়ই অন্য দুই প্রধানকে টেক্কা দিতে তুরূপের তাস করত সেসব দলের বাতিল তারকাদের। বাস্তবে দেখা যেত ইস্টবেঙ্গল বা মোহনবাগান থেকে বিতাড়িত ফুটবলাররা সাদা–কালো জার্সি গায়ে রীতিমতো জ্বলে উঠতেন। বিশেষ করে ইস্ট–মোহনের বিরুদ্ধে ম্যাচ পড়লে এইসব তথাকথিত খরচের খাতায় চলে যাওয়া তারকারা তাদের ভেলকি দেখাতেন। অনেক ম্যাচে গোল করে মোহনবাগান বা ইস্টবেঙ্গল জনতার মুখ চুন করেও দিতেন।

রাজ্যের রাজনৈতিক আকাশে হঠাৎ করেই সেই সাদা–কালো মহমেডানের ঝলক দেখাতে আবির্ভাব ঘটতে পারে এক ঝাঁক শাসক–বাতিল নেতার। যারা আপাতত টিম মুকুল রায়ের হয়ে রাজনীতির সমরে অবতীর্ণ হওয়ার অপেক্ষায়। বলাবাহুল্য ড্রেসিংরুমে বসে শাসক দলের ফাঁকফোকর গলে কিভাবে জয়ধ্বজা ওড়ানো যায় তার ছক কষছেন। অবশ্য নিজেদের জেতার থেকেও পুরনো দল তথা রাজ্যের ক্ষমতাসীন দলের নাক কেটে যাত্রাভঙ্গ করায় মনোনিবেশ করছেন এইসব 'পোড়খাওয়া'রা। এতটুকু পড়ার পর নিশ্চয়ই সেসব 'মেঘনাদ'দের নাম জানার জন্য পাঠকের পেট আগ্রহে ফেটে যাচ্ছে। এই মুহূর্তে যাদের নাম তুলে ধরা সম্ভব তাদের কথাই উল্লেখ করা হচ্ছে। এরমধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নাম একসময় তৃণমূলের অন্যতম প্রধান মুখ পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায়।

এরপর পাঁচের পাতায়

সাবেক পুজোর আঁতুরঘর চন্দননগরের জগদ্ধাত্রী

রিম্পি ঘোষ

সময়টা তখন আনুমানিক ১৬৬৫ খ্রিষ্টাব্দ। ইংরেজরা তখনও ভারতে তাদের আধিপত্য স্থাপন করে ওঠেনি। ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র বিদেশী ঔপনিবেশিক শক্তি যেমন ফরাসী, ডাচ বা ওলন্দাজ অথবা পর্তুগিজরা ভারতের বিভিন্ন অংশে আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাংলার চন্দননগরে তখন ফরাসীদের রাজত্ব। এই ফরাসী সাম্রাজ্যের দেওয়ান জমিদার ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী স্বপ্নাদেশে স্থানীয় মাঝের ঘাটের নিকটে মা জগদ্ধাত্রীর পুজা শুরু করেন। এই পুজার নাম চন্দননগর চাউলপট্টি জগদ্ধাত্রী পুজা। পুজা কমিটির সম্পাদক নীলাঞ্জন ব্যানার্জি জানান চন্দননগরের সবচেয়ে আদি ও সাবেকি বারোয়ারি পুজো এটি। তাই এই পুজো 'আদি মা' নামেও পরিচিত। এই পুজোর আনুমানিক বয়স প্রায় ৩৫০ বছর। প্রতিমার উচ্চতা প্রায় ২২ ফুট। প্রতিমার গায়ের রং বাসন্তী বা হলুদ ও বাহন সিংহের গায়ের রঙ সাদা।

পুজো চলাকালীন ব্রাহ্মণ ভোজন, ভোগ বিতরণ ও কাঙালি ভোজন হয়। এই পুজোর বৈশিষ্ট্য হল পুজোর সব আয়োজন থেকে শুরু করে প্রতিমা বরণ সব কিছু মহিলাদের পরিবর্তে পুরুষরাই করে থাকেন।পুজোচলাকালীন মূল মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। স্থানীয় মাঝের ঘাটে 'আদি মা' র বিসর্জন হয় বলে অন্য কোন জগদ্ধাত্রী প্রতিমার বিসর্জন দেওয়া হয় না। সত্যনারায়ণ পুজোর আগের দিন পুজোর কাঠামো তোলা হয়। বিসর্জনের দিন প্রতিমাসহ পথ পরিক্রমা বাধ্যতামূলক।

পুজোর চারদিন এখানে বিশাল মেলা বসে। ষষ্ঠীর দিন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। এছাড়া, প্রতি পূর্ণিমাতে জগদ্ধাত্রী প্রতিমার ছবি ও কাঠামো সামনে রেখে মন্দিরে পুজো করা হয়। প্রতিবারের মত এইবারও বিসর্জনের দিন শোভাযাত্রায় থাকছে চোখ ধাঁধানো আলোকসজ্জা। আলোকসজ্জার মূল বিষয় হল 'পরিষেবা'। অ্যাম্বুলেন্স, দমকল ইত্যাদি এখানে পরিষেবার অঙ্গ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। চন্দননগর লক্ষীগঞ্জ কাপড়েরপট্টি জগদ্ধাত্রী পুজা এইবছর প্রায় ২৫০ বর্ষে পদার্পণ করল। স্থানীয় মানুষের কাছে এই পুজা 'মেজো মা' নামে সমধিক পরিচিত। পুজো কমিটির সম্পাদক বাদল মুখার্জী জানান, মানকুন্ডুর কাপড়ের ব্যবসায়ী শশধর বন্দ্যোপাধ্যায় চন্দননগর চাউলপট্টি জগদ্ধাত্রী পুজার অনুকরণে এই কাপড়েরপট্টি জগদ্ধাত্রী পুজার প্রবর্তন করেন। যেহেতু 'আদি মা'– র অনুকরণে এই পুজা শুরু হয় তাই চাউলপট্টির জগদ্ধাত্রী প্রতিমার কাঠামো পুজো হলে ও প্রতিমার গায়ে মাটি পড়লে তারপর কাপড়েরপট্টি জগদ্ধাত্রী প্রতিমার কাঠামো পুজা ও প্রতিমার গায়ে মাটি পড়ে। এখানে পুজায় বলি হয় না। নবমীর দিন ভোগ বিতরণ হয়। চাউলপট্টি জগদ্ধাত্রী পুজোর অনুকরণে কাপড়ের পট্টির জগদ্ধাত্রী পুজার সব আয়োজন থেকে শুরু করে প্রতিমা বরণ সব কিছু মহিলাদের পরিবর্তে পুরুষরাই করে থাকেন। প্রতিমার উচ্চতা প্রায় ২৮ ফুট। প্রতিমার গায়ের রং হালকা হলুদ। ২৫০ বছর উপলক্ষে সম্প্রতি একটি সান্ধ্যফেরী বের করা হয়। প্রতিবারের মত এইবারও বিসর্জনের দিন শোভাযাত্রায় থাকছে চোখ ধাঁধানো আলোকসজ্জা। আলোকসজ্জার মূল বিষয় হল 'চন্দনগরের ঐতিহ্যবাহী রথযাত্রা।'। শোভাযাত্রার আলোকসজ্জার বাজেট প্রায় ৮ লাখ টাকা।

এসইউসি নেতাকে পিটিয়ে খুন

নিজস্ব প্রতিনিধি : খালের দখল নিয়ে বিবাদের জেরে সালিশি সভা ডেকে এক এসইউসি নেতাকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত সন্তোষ মণ্ডল (৬২) স্থানীয় কঙ্কনদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য। বৃহস্পতিবার ভোররাতে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে মৃত্যু হয় সন্তোষের। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে রায়দিঘি থানার কড়াইমুড়ি গ্রামে। ঘটনায় মূল অভিযুক্ত স্থানীয় তৃণমূল নেতা হাকিম মোল্লা, হানিফ মোল্লা ও সিরাজ খাঁ সহ আটজনের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে পরিকল্পিত খুনের অভিযোগ দায়ের করেন নিহতের ছেলে প্রশান্ত মণ্ডল। ঘটনায় উত্তেজিত গ্রামবাসীরা অভিযুক্তদের বাড়ি ভাঙচুর চালায় বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার বিকেলে নিহত নেতার বাড়িতে যান সিপিএম নেতা কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি খুনের ঘটনার নিন্দা করে দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেফতারের দাবি জানান। ঘটনার প্রতিবাদে আগামী শনিবার রায়দিঘি এলাকায় ১২ ঘন্টা বনধের ডাক দিয়েছে এসইউসি–র স্থানীয় নেতৃত্ব। স্থানীয় সিপিএম নেতৃত্ব এই বনধকে সমর্থন জানিয়েছে। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। ঘটনার তদন্তে নেমে এদিন রাত পর্যন্ত আটজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এদের মধ্যে সেকেন্দার মোল্লাকে চারদিনের পুলিশ হেফাজত ও অন্য সাতজনকে ১৪ দিনের জেল হেফাজত দিয়েছে ডায়মন্ডহারবার এসিজেএম আদালত। এরা সকলেই তৃণমূল কর্মী বলে অভিযোগ। তবে স্থানীয় তৃণমূল নেতা উদয় মণ্ডল অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, 'স্থানীয় পঞ্চায়েত আমাদের দখলে নেই। ফলে ওই এলাকায় তৃণমূলের অস্তিত্ব কম। অভিযুক্তরা কেউ আমাদের দলের নয়। অবিলম্বে পুলিশ তদন্ত করে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করুক।'

রায়দিঘি

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রের খবর, এক সময় এসইউসি–র দখলে ছিল কঙ্কনদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েত। সেই থেকে স্থানীয় 'গাজীর খাল' নামক একটি খালের দখল ছিল সন্তোষ ও তাঁর অনুগামীদের। পরে পঞ্চায়েত এসইউসি–র হাত ছাড়া হয়। পঞ্চায়েত দখল নেয় সিপিএম। এরপর রাজ্যেও পালাবদল হয়। পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে একদা এসইউসি কর্মী হাকিম মোল্লা সহ অনেকেই তৃণমূলে নাম লেখায়। তখন থেকেই ওই খালের দখল নেওয়ার জন্য হাকিম ও তার অনুগামীরা উঠে পড়ে লাগে। কিন্তু খাল নিজের দখলে রাখতে চায় সন্তোষ। তা নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে সন্তোষ ও তার পরিবারের সঙ্গে বিবাদ চলছিল স্থানীয় তৃণমূল কর্মী হাকিম মোল্লা, হানিফ মোল্লা ও সিরাজ খাঁদের দলবলের। সম্প্রতি এই খালের দখল নিয়ে মাছ ধরার জন্য দু'পক্ষের বচসা চলছিল। বুধবার দুপুরে গন্ডগোল চরম আকার নেয়। সন্ধে নাগাদ স্থানীয় একটি ক্লাবে সন্তোষকে নিয়ে সালিশি সভায় বসে হাকিম মোল্লা ও তার দলবল। সভা ছেড়ে চলে আসতে চাইলে সন্তোষকে জোর করে আটকে রেখে গালিগালাজ শুরু করে হাকিম ও তাঁর দলবল। অভিযোগ, প্রতিবাদ করলে সন্তোষকে হঠাৎ করে বাঁশ ও লাঠি দিয়ে বেধড়ক মারধর করা হয়। মারের চোটে সন্তোষ ঘটনাস্থলে জ্ঞান হারায়। বেগতিক বুঝে অন্ধকারে ফেলে রেখে পালায় হাকিম ও তাঁর সঙ্গপাঙ্গরা। বাড়ি না ফেরায় রাতে সন্তোষের খোঁজ শুরু করেন পরিবারের লোকজনেরা। রাতেই সন্তোষকে গুরুতর জখম অবস্থায় উদ্ধার করে ভর্তি করা হয় রায়দিঘি গ্রামীণ হাসপাতালে।

এরপর পাঁচের পাতায়

ভেসেল বিভ্রাটে বিমুখ পর্যটকরা, মানতে নারাজ প্রশাসন

মেহেবুব গাজি

পুজোর মরশুমে যখন সারা রাজ্যের পর্যটনকেন্দ্রগুলোতে তিল ধারণের জায়গা নেই তখন শুনশান সমুদ্র সৈকত বকখালি। অভিযোগ বকখালি যাওয়ার পথে নামখানায় হাতানিয়া–দোয়ানিয়া নদী পারাপারে ভেসেল বিভ্রাটের জেরে পর্যটকদের কাছে কমছে বকখালির আকর্ষণ। গত ছ'মাসের বেশি সময় ধরে নিয়মিত ভেসেল বিভ্রাটের জেরে পর্যটকদের বকখালি বেড়ানো মাটি হচ্ছে বলে জানালেন স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। যার ফলে এবারের পুজোর ছুটিতে পর্যটকদের আনাগোনাও কমেছে বলে দাবি হোটেল মালিকদের। মরশুমের শুরুতেই হতাশ পর্যটক কেন্দ্রের হোটেল মালিক থেকে ছোট ব্যবসায়ীরা। বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আনা হলেও কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই বলে অভিযোগ ফ্রেজারগঞ্জ–বকখালি হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের কর্মকর্তাদের। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করে সাগরের বিধায়ক তথা সাগর–বকখালি উন্নয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বঙ্কিম হাজরা বলেন, 'এরকম কোনও অভিযোগ পাইনি। তবে খোঁজ খবর নিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি তিনি বলেন, বকখালির উন্নয়নের খাতে এখনো পর্যন্ত ৯ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। নামখানার হাতানিয়া–দোয়ানিয়া নদীর ওপর ব্রিজ তৈরির কাজ চলছে। আশা করছি কয়েক বছরের মধ্যে ব্রিজের কাজ সম্পূর্ণ হবে। তারপর থেকে পর্যটকদের যাতায়াত নিয়ে আর বিন্দু মাত্র সমস্যা হবে না।'

সমুদ্র সৈকত দিঘার পরেই পর্যটকদের পছন্দের তালিকায় বকখালি। বিশাল সমুদ্র তটের পাশে নির্জন ঝাউ বন ও বন দফতরের একটি পার্কের মধ্যে হরিণের আনাগোনা ঘিরে এই সমুদ্র সৈকত মন কাড়ে পর্যটকদের। পর্যটক টানতে সারা রাজ্যের পাশাপাশি সুন্দরবনে পর্যটনের জন্য একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে বকখালি ও গঙ্গাসাগরের উন্নয়নের জন্য ২৪ সদস্যের একটি বোর্ড গঠন করা হয়। বর্তমানে ছোট–বড় মিলিয়ে বকখালিতে ৫৫টি আবাসিক হোটেল সহ বেশ কয়েকটি লজ ও অতিথি নিবাস রয়েছে পর্যটকদের থাকার জন্য। এছাড়াও সমুদ্র তটে রেস্টুরেন্ট সহ বিভিন্ন ধরনের ৫০টির বেশি দোকান রয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে পর্যটকদের সুবিধার জন্য আগেই সমুদ্র তটে বেশ কয়েকটি বৈদ্যুতিক ভেপার ল্যাম্প ও বসার সিটের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এমনি মনোরম পরিবেশের মধ্যে গঙ্গাসাগর–বকখালি উন্নয়ন সমিতি বকখালিকে আরও পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন রাখতে কয়েকমাস আগে জেলা পরিষদের মাধ্যমে পাশের অমরাবতী এলাকায় প্রত্যেক দিনের সাফাই করা নোংরা–আবর্জনা দিয়ে একটি জৈব সার প্রকল্প গড়ে তোলে। ইতিমধ্যে ফ্রেজারগঞ্জ বাস স্ট্যান্ড থেকে সমুদ্র তট পর্যন্ত দীর্ঘ দু'কিমি রাস্তার দু'ধারে প্রায় কয়েক'শ ত্রিফলা বাতি ও ভেপারল্যাম্প লাগানো হয়েছে। এছাড়াও বিস্তীর্ণ সমুদ্র তটে পর্যটকদের বসার জন্য নতুন করে আরও ৫০টির বেশি বসার সিট তৈরি করা হয়েছে। স্থানীয় পুলিশ ক্যাম্প থেকে সমুদ্রতট পর্যন্ত প্রায় এক কিমি চেকার্স বসিয়ে রাস্তা তৈরি হয়েছে।

হোটেল ব্যবসায়ীদের দাবি, পুজোর ছুটি থেকে পর্যটন মরশুম শুরু হলেও হাতে গোনা পর্যটকদের দেখা গিয়েছে বকখালিতে। এই পর্যটন কেন্দ্রে যেতে নামখানায় হাতানিয়া–দোয়ানিয়া নদী পার হতে হয় পর্যটকদের। এই নদীতে পর্যটকদের যানবাহন পারাপারের জন্য দীর্ঘদিন ধরেই ভেসেল সার্ভিস চালু হয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, গত ছ'মাসের বেশি সময় ধরে বিনা নোটিশে প্রায়শই সার্ভিস অনিয়মিত হয়ে যায়। প্রথমে ভূতল পরিবহন নিগম এই ভেসেল সার্ভিস দিত। পরে ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেওয়া হয় এই সার্ভিস। সকাল ৭টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত ভেসেল সার্ভিস চালু থাকার কথা থাকলেও এই নির্দিষ্ট সময় ধরেও সার্ভিস চালু থাকে না বলে অভিযোগ। যানবাহন পারাপারের জন্য দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় পর্যটকদের। ফলে নদী পারাপার হতে নাজেহাল হতে হয় পর্যটকদের। এই পরিস্থিতিতে অনেক পর্যটক নামখানা থেকে ফিরে যাচ্ছেন।

অনেকে আবার বকখালিতে এসে সময় মতো ফিরতে পারছে না। অনেকে হোটেলের রুম বুকিং করেও বাতিল করছেন বলে হোটেল মালিকদের দাবি। অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক স্মৃতিকণ্ঠ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিযোগ, 'ভেসেল সার্ভিসের খামখেয়ালিপনার জন্য পুজোর মরশুমে পর্যটক আসেন বকখালিতে। আমরা প্রশাসনের সমস্ত আধিকারিককে জানিয়েছি। কোনও সুরাহা হয়নি। এভাবে চললে প্রচুর লোকসানের মুখে পড়বে হোটেল মালিক সহ ব্যবসায়ীরা।' অন্যদিকে কাকদ্বীপের মহকুমা শাসক রাহুল নাথ জানান, 'ভেসেল সার্ভিস নিয়ে কোনও অভিযোগ পাইনি। যদি কোনও সমস্যা থেকে থাকে তা দ্রুত সমাধান করা হবে।'

দীপাবলীর মুরুত ট্রেডিংয়ে হতাশার ছায়া

বিহারের ভোট বানচাল করে দিল বাজারের যাবতীয় আবেগ উচ্ছ্বাস

শুদ্ধাশিস গুহ

বিহার নির্বাচন যে এভাবে মোদি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারকে কোনঠাসা করে ফেলবে তা বুঝতে পারেননি কোনও মহারথীই। সে রাজনৈতিক বিশ্লেষক হোক আর অর্থনীতির পণ্ডিত। মোটামুটিভাবে দেশের অধিকাংশ সমীক্ষাই ভোটের অব্যাবহিত পরে নীতীশ–লালু–কংগ্রেসের মহাজোটকে এগিয়ে রেখেছিল। বিজেপির থেকে মহাজোটের এই এগিয়ে থাকা অবশ্য ছিল খুব সামান্য মার্জিনে। অর্থাৎ চূড়ান্ত গণনার দিন যাবতীয় সম্ভাবনা তালগোল পেকে বিজেপির জয়লাভের একটা ক্ষেত্রও প্রস্তুত ছিল। এমনকি রবিবার গণনার প্রথম ঘন্টায় পদ্মফুলের পক্ষে যে লিড দেখা যাচ্ছিল তাতে মনে হচ্ছিল বাজিমাৎ করতে চলেছে মোদি–অমিত শাহ ব্রিগেড। এখান থেকেই মোড় ঘুরে যায়। লালু–নীতীশ কেল্লা ফতে করে বিহার দখল করায় শুধু যে বিজেপি জোটের পরাজয় ঘটেছে তা নয়, পুরো আর্থিক বাজারের ওপর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে। একটা রাজ্যের ভোটে যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর তেমন প্রভাব না, মানে সরকারের পট পরিবর্তন ঘটার কোনও সম্ভাবনাও তৈরি হয় না। তাও বিহারের পরাজয় ভারতীয় শেয়ার বাজারকে বেশ সন্দিহান করে তুলেছে। একে আগামী ডিসেম্বরে আমেরিকায় সুদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা, তার ওপর মোদি সরকারের রাজনৈতিকভাবে এভাবে মুখ থুবড়ে পড়া। সব মিলিয়ে আবহ মোটেই সুবিধের নয়। ফলে বাজার কত নিচে আসবে তা নিয়ে জোরদার তর্কবিতর্ক শুরু হয়েছে। মোটামুটিভাবে সবাই একমত নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার পর যে হনিমুন পিরিয়ড ছিল তা অতিক্রান্ত হয়েছে। তার মানে এই নয় যে মোদি সরকারের ওপর থেকে পুরোপুরি বিশ্বাস চলে গিয়েছে বাজারের। কারণ লগ্নিকারী বিশেষ করে বিদেশিরা মোদির বেশ কিছু পদক্ষেপ বা এই সরকারের কর্মকাণ্ডকে বাজারমুখী বলেই মনে করে এসেছেন তারা। মাঝেমধ্যে ছন্দপতন হয়নি তা নয়। তার জেরে প্রচুর মালপত্র বেচেও দিয়েছেন বিদেশিরা। তার ওপর সামনে ফেডের সুদ বাড়ানোর আশঙ্কা তো রয়েছেই। যার নিট ফল হল এই বছরটা হয়তো এভাবেই কাটাতে হবে। আর এই বছরের মন্দা কাটিয়ে সামনের বছর থেকে ভারতের শেয়ার বাজার সুখবর বয়ে আনবে বলে বিশ্বাস অনেক আর্থিক বিশেষজ্ঞের।

ফ্ল্যাশ ব্যাকে দেখে নেওয়া যাক শেয়ার বাজারের সেই বিপর্যয়ের সময়টি। সারা বিশ্ব জুড়ে তখন মন্দার ঘোর আবহ। আমেরিকার করাল ছায়া ঘনিয়েছে সারা দুনিয়ার আর্থিক বাজারের ওপর। তাও ভারতীয় শেয়ার বাজার তখনও দৌড়ে যাচ্ছিল মসৃণ গতিতে। কিছু ভারতীয় শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ঘটা করে গণমাধ্যমে বলাও শুরু করেছিল বিশ্বের যে সমস্যা তা আদৌ ভীতিকর নয় ভারতীয় বাজারের প্রেক্ষিতে। যদিও এই আহাম্মকদের উক্তিকে অন্তঃসারশূন্য প্রমাণ করে তার কিছুদিন পর থেকেই পতন ত্বরান্বিত হয়েছিল ভারতীয় শেয়ার বাজারে। উঠতে যতটা সময় লেগেছিল তার থেকে অনেক কম সময় ধাবিত হয়েছিল নিচের দিকে। বলাইবাহুল্য ভারতীয় নিফটি এবং সেনসেক্সের হাড়–পাঁজরা বেরিয়ে পড়েছিল। ২১ হাজারের ঘর থেকে সেনসেক্স এসে দাঁড়ায় ৭৮০০ তে। আর নিফটি। ৬৩০০ এর পর্বতশৃঙ্গ থেকে তা এসে ঠেকে ২২০০ এর ঘরে। এত বড় পতন অবশ্য ভারতীয় শেয়ার বাজারে খুব কমই হয়েছে।

উত্থানের জমানায় মশগুল হয়ে থাকা আনকোরা লগ্নিকারীদের কিছুটা সতর্ক করতেই এটা বলা হল।খারাপ পরিস্থিতির আগেই যাতে তারা নিজেদের পুঁজি সুরক্ষিত করতে পারেন সেই ভেবেই একথা বলা। এই আট হাজারির নিফটি কালে তাঁরা যেন অবশ্যই লাভে থাকা হাতের মাল বেচে দেন। কারণ পরে আবারও সুযোগ আসবে সস্তায় যা কিনে নেওয়ার। এটা শুধু এই বাজারের বলে নয়। ব্যবসার সার্বিক নিয়ম হিসেবেই ধরা হয়। তাও দেখা যায় অনেক মানুষ অত্যধিক লোভের বশবর্তী হয়ে প্রচুর লাভ পাওয়া সত্ত্বেও হাতের মাল বিক্রি করতে চান না। অভিজ্ঞতা বলে এটা একধরণের হারাকিরি। কারণ এর ফলে সুবর্ণ সুযোগ হারাতে হতে পারে। তাই শেয়ার বাজারের প্রাথমিক শর্ত মেনে অবশ্যই মাঝেমধ্যে লাভের ফসল ঘরে তোলা উচিত।

অর্থনীতি

নতুবা পস্তাতে হতে পারে। ভারতীয় নিফটি যখন ৬ হাজারের ঘরে ছিল তখন অনেকেই হাতের মাল বিক্রি না করে ভুল করেছেন। সেই একই ভুল যাতে আর না হয় তা সাধারণ লগ্নিকারীদের মনে করিয়ে দিতেই এই লেখার মাধ্যমে একটা ক্ষুদ্র প্রয়াস চালানো হল। তবে এই ভরপুর বাজারে ক্রেতাদের হতোদ্যম করা এই লেখার লক্ষ্য নয়। বরং আর পাঁচজন শেয়ার মার্কেটে অভিজ্ঞর মতো এই প্রতিবেদকেরও ধারণা গাড়ি যখন চলমান থাকে তখন তাতে সওয়ার হওয়া উচিৎ। থেমে থাকা গাড়িতে ওঠা বা স্থিমিত থাকা স্টকে অর্থ বিনিয়োগ করা ঠিক কাজ নয়। পাশাপাশি আবার অতিরিক্ত লাভের আশা থেকে দূরে থেকে প্রয়োজনমতো হাতের পণ্য বিক্রি করা সঠিক পদক্ষেপ হয়ে দাঁড়ায়। শেয়ার বাজারে নিয়ম বলছে বাজারে এই যে প্রবল উত্থান তা হয়তো বজায় থাকবে ঠিকই তবে এর মধ্যে একবার কারেকশন বা সংশোধনী আসা বাধ্যতামূলক। না হলে অনেক শেয়ারের দাম কিন্তু ওভারভ্যালু হয়ে উঠবে। তাই বাজারে ছোটখাটো পতন যখন তখন সংগঠিত হতে পারে। এই পরিস্থিতিকে আবার অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন শেয়ার কেনার সুযোগ হিসেবে। কারণ অকস্মাৎ বাজারে একটা অস্থিরতা এলে অনেক ভালো শেয়ারের দামে কিছু ঘাটতি আসতে পারে। তাছাড়া এই প্রেক্ষিতে ভারতীয় বাজারে লগ্নির পরিমাণ প্রচুর পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছেন এফ–২ বা বিদেশি ফান্ডগুলি। এক সময় এরাই ব্রাজিলের বাজারকে তুঙ্গে পৌঁছে দিয়েছিল। সুতরাং বাজারের উত্থানে যেমন এদের হাত আছে তেমন পতনকে গতি দিতেও পারেন এরা। তাই সন্তর্পণে পা ফেলা বেশি জরুরি। না হলে কিন্তু শেয়ার বাজারকে ঘিরে বর্তমান আনন্দ–উৎসব সহজেই নিরানন্দে পর্যবসিত হতে পারে।

যেসব বিষয় সরাসরি বাজারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত বা প্রভাবিত করে থাকে তার মধ্যে প্রথমেই নজরে আসবে ২০০৯ সালের লোকসভা নির্বাচন পর্ব। উল্লেখ সেবার দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় আসে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ, যাকে ইউপিএ–২ বলেই চিনে থাকেন ভারতবাসী। কেন্দ্রে যে স্থায়ীভাবে কোনও সরকার আসতে চলেছে তা বোঝা যাচ্ছিল ভোট গণনার এক–দুদিন আগে থেকেই। নিফটি এবং সেনসেক্স উভয়ই উর্দ্ধমুখ ধারণ করেছিল। তাও গণনার ঠিক প্রাক মুহূর্তে নিফটি দাঁড়িয়েছিল ৩৬০০–র কাছাকাছি। কেউ ভাবতেই পারেনি যে এখান থেকে বাজার পরেরদিন অর্থাৎ সোমবার বিশাল একটা উচ্চতায় গিয়ে পৌঁছাবে। সেই অবাস্তব ঘটনাই স্বপ্নের মতো বাজারে উত্তোলিত হয়। শনিবার গণনা শেষে দেখা যায় যাবতীয় অনিশ্চয়তা কাটিয়ে ফের মনমোহন সিং গঠন করতে চলেছেন দ্বিতীয় ইউপিএ সরকার। তফাতের মধ্যে যাতে সামিল হতে চলেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস। আগেরবারের জোটসঙ্গী সিপিএম তথা বামপন্থীরা পরমাণু ইস্যুকে (খায় না মাথায় মাখে কেউ জানে না) সামনে রেখে চলে যায় ইউপিএ–২–এর বৃত্তের বাইরে। যদিও বামেদের এই বেরিয়ে যাওয়া শেয়ার বাজারকে খুশি করেছিল (তখনও বোঝা যায়নি বামেদের বদলে সমর্থক হিসেবে আবির্ভূত তৃণমূল বামেদের থেকেও গোড়া বা কট্টর বাম)। যাক মনমোহন সিংয়ের এই ফিরে আসার নেপথ্যে বাজার রীতিমতো চাঙ্গা হয়ে ওঠে।

ভারতীয় আর্থিক বাজারকে প্রভাবিত করার নানা উপাদানের গল্প তো হলই। বারবার এই তথ্যগুলি তুলে ধরে ধরার অর্থ হল এদেশের আবেগের কথা পরিস্ফুট করা। যা ভারতের বাজারকে নানাভাবে বিঘ্নিত করেছে। সেখানে ফান্ডামেন্টাল ভালো হওয়া সত্ত্বেও অনেক সংস্থার শেয়ার থমকে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কোনও বৃদ্ধি ছাড়াই। আবার খারাপ মানের কোম্পানিও শুধুমাত্র বাধভাঙা আবেগের ওপর ভিত্তি করে হু হু করে লম্ফমান হয়েছে। এখানেই বোধহয় চোখে আঙুল দিয়ে প্রমাণ করা হয় যে এটা আর্থিক বাজার। যুক্তির চেয়েও আবেগের প্রাবল্য যেখানে মারাত্মক আকার ধারণ করে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৪ নভেম্বর – ২০ নভেম্বর, ২০১৫

মেষ : মাথা উঁচু করে এগিয়ে চলুন, আপনার নির্ভিক অভিব্যক্তি অন্যকে আকর্ষণ করবে। আপনি উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পারবেন। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। গৃহে মঙ্গলানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাধা এলেও আপনি সাফল্য পাবেন। শিক্ষায় শুভ।

বৃষ : শরীর বিশেষ ভাল যাবে না। বাত বা বাত জাতীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। আপনার পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজগুলি সুন্দরভাবে সুসম্পন্ন করতে পারবেন। ভ্রাতৃস্থানীয় ব্যক্তির সাহায্য লাভ করবেন। পড়াশুনায় মন বসতে চাইবে না। ভাগ্যোন্নতির পথে সময়টি আপনার অনুকূলে।

মিথুন : গৃহে শান্তি বজায় থাকবে না। স্নেহ–প্রীতির বিষয়ে শুভফল পাওয়া যাবে। আর্থিক বিষয়ে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসায় উন্নতর যোগ রয়েছে। অর্শ ও আমাশয়ে অনেক কষ্ট পাবেন। বুঝে খরচ না করলে ক্ষতি হয়ে যাবে। কর্মস্থলে শত্রুরা তৎপর হয়ে থাকবে ক্ষতি করার জন্য।

কর্কট : প্রোমোটারদের পক্ষে সময়টি শুভ। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে, পিতার পক্ষে ভাল সময়। লেখাপড়ায় মনের মত ফল পাবেন না। সন্তানের শরীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত থাকবেন। বিবাহ যোগ্য যোগ্যাদের বিবাহের যোগ রয়েছে। পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট।

সিংহ : শিল্পী বা সাহিত্যিকদের ক্ষেত্রে শুভ সময়। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু না কিছু গোলযোগ থাকবে। বন্ধুদের থেকে সাবধান থাকা দরকার। মায়ের শরীর নিয়ে উদ্বেগের মধ্যে থাকবেন। ভাগ্যের সুপ্রসন্নতা লাভ করবেন। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ রয়েছে।

কন্যা : বিবিধ চিন্তায় মন ভারাক্রান্ত হয়ে থাকবে। পতি পত্নীর মধ্যে মতান্তর ঘটবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। আয় ভালই হবে। সঞ্চয়ে বাধা। পড়াশুনায় ফল ভাল হবে। কর্মস্থলে সুনাম, যশ বজায় থাকবে। ঘাড়ের ব্যথায় কষ্ট পাবেন।

তুলা : আপনার সুন্দর চিন্তাধারা কার্যে পরিরত করতে সক্ষম হবেন। লেখ্য পরীক্ষাদি বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাধা আসতে পারে। একটু চেষ্টা করলে সাফল্য পাওয়া যাবে। ব্যবসায় ও গৃহ ভূমি এবং জমি জমা সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফল পাবেন। কর্মে পদোন্নতির যোগ বিদ্যমান।

বৃশ্চিক : বুদ্ধির বিভ্রম ঘটতে পারে। অতিরিক্ত রোগ তেজ দমন করার চেষ্টা করুন। ভাই–বোনের সাহায্য লাভ করবেন। গৃহ ভূমি সম্পর্কে অগ্রসর হবেন না। শিক্ষায় মনের মত ফল পাবেন না। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। পতি–পত্নীর মধ্যে মনোমালিন্য ঘটবে।

ধনু : আর্থিক বিষয়ে বিবিধ সমস্যা দেখা দিলেও আপনি অর্থ পাবেন। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন। মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাবে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফল পাবেন। ব্যবসায় লাভ যোগ রয়েছে।

মকর : মনের উদ্যম নিয়ে এগিয়ে চলুন সফলতা আসবে। ব্যবসায় লাভযোগ লক্ষিত হয়। যাঁরা জমিজমা কাজে লিপ্ত তাা ভাল ফল পাবেন অর্থাৎ লাভবান হবেন। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। শিরঃপীড়ায় বা চোখের পীড়ায় কষ্ট পাবেন।

কুম্ভ : সুন্দর বুদ্ধির জোরে জীবনে সাফল্য আসবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে মোটামুটি শুভ ফল পাবেন। যকৃৎ সম্বন্ধীয় পীড়ায় কষ্ট পাবেন। কর্মক্ষেত্রে শুভফলের যোগ রয়েছে। স্নেহ প্রীতির মাধ্যমে বিবাহ যোগ লক্ষিত হয়। বাতের রোগে কষ্ট পাবেন।

মীন : গৃহ ভূমি ও জমি জমা সম্পর্কিত বিষয়ে শুভফল পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে পূর্বের তুলনায় কিছুটা শুভফল পাবেন। মানসিক শক্তির বিকাশ ঘটবে। কর্মস্থলে সুনাম ও যশ বৃদ্ধি পাবে। লেখাপড়ায় ভাল ফল পাবেন।

সিআরপিএফে ৫৭০ খেলোয়াড় নিয়োগ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিভিন্ন ক্রীক্ষা ক্ষেত্র থেকে ৫৭০ জন খেলোয়াড় নেবে সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স। নিয়োগ হবে কনস্টেবল ও হেষ কনস্টেবল পদে

মোট শূন্যপদ : কনস্টেবল (জেনারেল ডিউটি) : ৪৮৮টি। হেড কনস্টেবল (জেনারেল ডিউটি) : ৮২টি। ক্রীড়াক্ষেত্র অনুসারে শূন্যপদের বিন্যাস : অ্যাথলেটিক্স (পুরুষ), কনস্টেবল ২৬টি, হেড কনস্টেবল ১০টি। অ্যাথলেটিক্স (মহিলা) : কনস্টেবল ১৮টি, হেড কনস্টেবল ১টি। আর্চারি (পুরুষ) : কনস্টেবল ৮টি, হেড কনস্টেবল ৩টি (ইন্ডিয়ান কম্পাউন্ড ও রিজার্ভ ডিভিশনের জন্য ১টি করে)। আর্চারি (মহিলা) : কনস্টেবল ১২টি। জুডো (পুরুষ) : কনস্টেবল ১৪টি, হেড কনস্টেবল ৫টি। জুডো (মহিলা) : কনস্টেবল ৯টি, হেড কনস্টেবল ১টি। শুটিং (পুরুষ) : কনস্টেবল ১৩টি, হেড কনস্টেবল ৪টি। শুটিং (মহিলা) : কনস্টেবল ১০টি। সাঁতার (পুরুষ) : কনস্টেবল ৩২টি, হেড কনস্টেবল ৮টি। সাঁতার (মহিলা) : কনস্টেবল ১৫টি, হেড কনস্টেবল ১টি। তায়কোন্ডো (পুরুষ) : কনস্টেবল ১৩টি, হেড কনস্টেবল ৩টি। ওয়াটার স্পোর্টস (পুরুষ) : কনস্টেবল ১৯টি, হেড কনস্টেবল ৬টি (রোয়িং, কায়কিং ও কানোয়িংয়ের জন্য ২টি করে)। ওয়াটার স্পোর্টস (মহিলা) : কনস্টেবল ১২টি। ওয়েটলিফটিং (পুরুষ) : কনস্টেবল ২০টি, হেড কনস্টেবল ৫ টি। ওয়েটলিফটিং (মহিলা) : কনস্টেবল ১০টি। রেসলিং (পুরুষ) : কনস্টেবল ২৪টি, হেড কনস্টেবল ৮টি (ফ্রি স্টাইল ও গ্রেকো রোমানের জন্য ৪টি করে)। রেসলিং (মহিলা) : কনস্টেবল ১২টি। বসিক্সং (পুরুষ) : কনস্টেবল ১৩টি, হেড কনস্টেবল ৪টি। বক্সিং (মহিলা) : কনস্টেবল ১৪টি। ফুটবল (পুরুষ) : কনস্টেবল ১৭টি, হেড কনস্টেবল ৩টি। ফুটবল (মহিলা) : কনস্টেবল ১৯টি। হকি (পুরুষ) : কনস্টেবল ১৭টি, হেড কনস্টেবল ৩টি। হকি (মহিলা) : কনস্টেবল ১৯টি। কবাডি (পুরুষ) : কনস্টেবল ১২টি, হেড কনস্টেবল ৩টি। কবাডি (মহিলা) : কনস্টেবল ১৪টি। ভলিবল (পুরুষ) : কনস্টেবল ৮টি, হেড কনস্টেবল ২টি। ভলিবল (মহিলা) : কনস্টেবল ১৪টি। বডিবিল্ডিং : কনস্টেবল ১৩টি, হেড কনস্টেবল ২টি। জিমন্যাস্টিক্স : কনস্টেবল ১৪টি, হেড কনস্টেবল ৪টি। ক্যারাটে : কনস্টেবল ১০টি। বাস্কেটবল : কনস্টেবল ১৬টি, হেড কনস্টেবল ৪টি। হ্যান্ড বল : কনস্টেবল ১৩টি, হেড কনস্টেবল ২টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : কনস্টেবল পদের ক্ষেত্রে মাধ্যমিক এবং হেড কনস্টেবল পদের ক্ষেত্রে উচ্চ মাধ্যমিক। খেলাধুলার যোগ্যতা : কনস্টেবল পদের ক্ষেত্রে সিনিয়র বা জুনিয়র বিভাগে আন্তর্জাতিক বা জাতীয় স্তরের কোনও প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে দেশ বা রাজ্যের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে থাকতে হবে অথবা অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ান ইউনির্ভাসিটির আয়োজিত আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় বিশ্ববিদঞালয়ের হয়ে শেষ তিন বছরে প্রতিনিধিত্ব করে থাকতে হবে। হেড কনস্টেবল পদের ক্ষেত্রে সিনিয়র বা জুনিয়র বিভাগে জাতীয় স্তরের কোনও প্রতিযোগিতায় ব্যক্তিগত বা দলগত ইভেন্টে জয়ী হতে হবে অথবা কোনও আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় দেশের প্রতিনিধিত্ব করে থাকতে হবে।

দৈহিক মাপজোক : উচ্চতা : পুরুষদের ক্ষেত্রে ১৭০ সেমি (গোর্খা ও তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১৬২.৫ সেমি এবং মাওবাদী অধ্যুষিত জেলার তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৬০ সেমি) এবং মহিলাদের ক্ষেত্রে ১৫৭সেমি (গোর্খাদের ক্ষেত্রে ১৫২.৫ তফসিলি উপজাতিদের ক্ষেত্রে ১৫০ সেমি, মাওবাদী অধ্যুষিত জেলার তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ১৪৭.৫ সেমি)। বুকের ছাতি : শুধুমাত্র পুরুষ প্রার্থীদের ক্ষেত্রে না–ফুলিয়ে ও ফুলিয়ে যথাক্রমে ৮০ ও ৮৫ সেমি (গোর্খাদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭৭ ও ৮২ সেমি এবং তফসিলি উপজাতি ও মাওবাদী অধ্যুষিত জেলার তফসিলি উপজাতি প্রার্থীদের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৭৬ ও ৮১ সেমি)। সবক্ষেত্রেই বয়স ও উচ্চতার সঙ্গে মানানসই ওজন হতে হবে। দৃষ্টিশক্তি কাছের ক্ষেত্রে ভালো চোখে এন–৬, খারাপ চোখে এন–৯। দূরের ক্ষেত্রে ভালো চোখে ৬/৬, খারাপ চোখে ৬/৯। চশমা থাকলে আবেদন করা যাবে না। রং চেনার ক্ষড়মতা সিপি–থ্রি মানের হতে হবে।

বয়স : ৩০–১২–২০১৫ তারিখে ১৮ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫ এবং ওবিসিরা ৩ বছরের ছাড় পাবেন।

বেতনক্রম : ৫,২০০–২০,২০০ টাকা। সঙ্গে গ্রেড পে কনস্টেবল পদের ক্ষেত্রে ২০০০ টাকা এবং হেড কনস্টেবল পদের ক্ষেত্রে ২,৪০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই হবে নথিপত্র যাচাই, দৈহিক মাপজোক যাচাই, খেলাধূলার পরীক্ষা এবং মেডিক্যাল এক্সামিনেশনের মাধ্যমে।

দরখাস্ত করতে হবে নির্দিষ্ট বয়ানে। দরখাস্তের বয়ান ডাউনলোড করে নেবেন এই ওয়েবসাইট থেকে : www.crpf.gov.in পূরণ করবেন যথাযথভাবে।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

- দু’কপি পাসপোর্ট মাপের ফটো। ফটো দুটি দরখাস্ত ও অ্যাডমিট কার্ডের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন।
- ফি বাবদ ৫০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট বা ইন্ডিয়ান পোস্টাল অঁর্ডার বা ব্যাঙ্কার্স চেক। এটি ‘DIGP, GC, CRPF, New Delhi’–এর অনুকূলে নয়া দিল্লিতে প্রদেয় হতে হবে। তফসিলি ও মহিলাদের ফি দিতে লাগবে না।
- বয়সের প্রমাণপত্রের প্রত্যায়িত নকল।
- শিক্ষাগত ও খেলাধূলার যোগ্যতার সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল।
- তফসিলি এবং ওবিসিদের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে পূরণ করা যথাক্রমে অ্যানেক্সচার ‘জি’ ও ‘এইচ’।
- দৈহিক প্রতিবন্ধীদের ক্ষেত্রে মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- কর্মরতদের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে পূরণ করা অ্যানেক্সচার ‘সি’।
- নিজের নাম–ঠিকানা লেখা ও প্রতিটিতে ৫ টাকার ডাকটিকিট সাঁটানো ২৩ ×১০ সেমি মাপের দুটি খাম।
- যথাযথভাবে পূরণ করা অ্যানেক্সার অ্যাডমিট কার্ড (অ্যানেক্সচার ‘বি’)।
- যথাযথভাবে পূরণ করা কোয়েশ্চেনিয়ার ফর্ম (অ্যানেক্সচার ‘সি’)।

দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন, ‘APPLICATION FOR THE RECRUITMENT OF SPORTSPERSON CRPF AGAINST SPORTS QUOTO–2015’

৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে দরখাস্ত পৌঁছতে হবে এই ঠিকানায় : The GIG GC–CRPF, Jharoda Kalan, New Delhi – 110072.

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

কাজের খবর

দক্ষিণ ২৪ পরগনায় আশাকর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ৫৮ জন ব্লক আশা (অ্যাক্রিভিটেড সোশ্যাল হেলথ অ্যাক্টিভিস্ট) ফেসিলিটেটর নেমে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতি। নিয়োগ হবে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিভিন্ন সাব–ডিভিশনে। প্রাথমিকভাবে ১ বছরের চুক্তিতে নিয়োগ হলেও ভালো কাজের ভিত্তিতে চুক্তির মেয়াদ বাড়তে পারে। প্রার্থীদের অবশ্যই সংশ্লিষ্ট সাব–ডিভিশনের বাসিন্দা হতে হবে। এই নিয়োগের মেমো ন্বর : CMOH(SPG)./DH & FWS/4439

শূন্যপদের বিন্যাস : মোট শূন্যপদ ৫৮টি।

আলিপুর সাব–ডিভিশন : শূন্যপদ ১০টি (সাধারণ ৩, সাধারণ–ই সি২, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি জাতি–ইসি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি–এ১, ওবিসিবি–১)। নিয়োগ হবে এই সাব–ডিভিশনের অধীনে বিষ্ণুপুর ১ ও ২, বজবজ ১ ও ২, ঠাকুরপুকুর এবং মহেশতলা ব্লকে।

বারুইপুর সাব–ডিভিশন : শূন্যপদ ১৪টি (সাধারণ ৫, সাধারণ–ই সি২, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি জাতি–ই সি ১, তফসিলি জাতি–প্রাক্তন সমরকর্মী ১, তফসিলি উপজাতি ১ , ওবিসি–এ–ই সি১, ওবিসি বি১)। নিয়োগ হবে বারুইপুর, ভাঙড় ১ ও ২, জয়নগর ১ ও ২, কুলতলি এবং সোনারপুর ব্লকে।

ক্যানিং সাব–ডিভিশন : শূন্যপদ ৮টি (সাধারণ ৩, সাধারণ ইসি ১, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি জাতি ইসি১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি–এ ১)। নিয়োগ হবে ক্যানিং ১ ও ২, বাসন্তী এবং গোসাবা ব্লকে।

ডায়মন্ড হারবার সাব–ডিভিশন : শূন্যপদ ১৮টি (সাধারণ ৬, সাধারণ–ই সি ৩, তফসিলি জাতি ৩, তফসিলি জাতি–ই সি ১, তফসিলি জাতি–প্রাক্তন সমরকর্মী ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি–এ ১, ওবিসি–এ ই সি১, ওবিসি–বি১)। নিয়োগ করা হবে ডায়মন্ড হারবার ১ ও ২, মথুরাপুর ১ ও ২, মগরাহাট ১ ও ২, কুলপি, মন্দিরবাজার ও ফলতা ব্লকে।

কাকদ্বীপ সাব–ডিভিশন : শূন্যপদ ৮টি (সাধারণ ৩, সাধারণ–ইসি১, তফসিলি জাতি ১, তফসিলি জাতি–ই সি ১, তফসিলি উপজাতি ১, ওবিসি–১)। নিয়োগ হবে নামখানা, পাথরপ্রতিমা, সাগর ও কাকদ্বীপ ব্লকে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা : সোশ্যাল সায়েন্স, সোশিওলজি, সোশ্যাল অ্যানথ্রোপলজি, সোশ্যাল ওয়ার্ক (এমএসডব্লু) , বিজনেশ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন —যে কোনও বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি। অথবা যে–কোনও বিষয়ে স্নাতক, সঙ্গে স্বাস্থ্যসংক্রান্ত প্রকল্পে ২ বছরের কাজের অভিজ্ঞতা। কোনও আশা প্রোগ্রামে কাজের অভিজ্ঞতা থাকলে অগ্রাধিকার পাওয়া যাবে। কম্পিউটারে এম এস অফিস ও ইন্টারনেটের ব্যবহার জানতে হবে।

বয়স : ১–১–২০১৫ তারিখে ৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। তফসিলিরা ৫ এবং ওবিসিরা ৩ বছরের বয়সের বড় পাবেন।

বেতন : মাসে ৭,৫০০ টাকা। সঙ্গে গাড়িভাড়া বাবদ ১,৫০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই করা হবে শিক্ষাক্ষেত্রে প্রাপ্ত নম্বর ও স্বাস্থ্য প্রকল্পে অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রস্তুত মেধাতালিকা, লিখিত পরীক্ষা ও কম্পিউটার স্কিল টেস্টের মাধ্যমে।

আবেদন করতে হবে এ–ফোর মাপের সাদা কাগজে। দরখাস্তের বয়ান (অ্যানেক্সার–এ) ডাউনলোড করতে হবে এই ওয়েবসাইট থেকে : www.s24pgs.gov.in, www.spghealth.gov.in এবং www.wbhealth.gov.in পূরণ করবেন নিজের হাতে লিখে।

পূরণ করা দরখাস্তের সঙ্গে দেবেন

- এক কপি পাসপোর্ট মাপের ফটো। এটি দরখাস্তের নির্দিষ্ট জায়গায় সেঁটে দেবেন।
- বয়সের প্রমাণপত্র হিসাবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- শিক্ষাগত যোগ্যতার সমস্ত মার্কশিটের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- কম্পিউটার সম্পর্কিত যোগ্যতার স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- ভোটার আইডি বা আধার কার্ডের স্বপ্রত্যায়িত নকল।
- অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- কাস্ট সার্টিফিকেটের স্বপ্রত্যায়িত নকল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- নিজের ঠিকানা লেখা দু’টি (২২×১০) সেমি মাপের খাম।
- ফি বাবদ ১০০ টাকার ডিমান্ড ড্রাফট (তফসিলি এবং ওবিসিদের ক্ষেত্রে ৫০ টাকার)। এটি ‘South 24 Parganas District Health & Family Welfare Samity’র অনুকূলে যে–কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কলকাতা সার্ভিস ব্রাঞ্চে প্রদেয় হতে হবে। ডিমান্ড ড্রাফটির দরখাস্তের সঙ্গে পিন বা সেলাই করে দেবেন না।

যাবতীয় নথিপত্র–সহ দরখাস্ত ভরা খামের ওপর লিখবেন : ‘Application for the post of Block Asha Facilitator’ পূরণ করা দরখাস্ত রেজিস্টার্ড বা স্পিড পোস্টে ২৪ নভেম্বরের মধ্যে (বিকাল ৪টে) পাঠাতে হবে সংশ্লিষ্ট সাব–ডিভিশনাল অফিসে। নীচে সাব–ডিভিশনাল অফিসগুলির ঠিকানা দেওয়া হল :

আলিপুর সাব–ডিভিশন : Office of the Sub–Divisional Officer, Alipur Sadar, New Treasury Building. 3rd Floor, Pin– 700 027

বারুই সাব–ডিভিশন : Office of the Sub–Divisional Officer, Baruipur, Zila Parishad Bhavan, 3rd Floor, Pin–700 144

ক্যানিং সাব–ডিভিশন : Office of the Sub–Divisional Officer, Vill & P.O. Canning, Dist : South 24 Parganas, Pin– 743 329.

ডায়মন্ড হারবার সাব–ডিভিশন : Office of the Sub–Divisional Officer, Diamond Harbour, P.O. & P.S. Diamond Harbour, Pin–743 331, Dist : South 24 Parganas,

কাকদ্বীপ সাব–ডিভিশন : Office of the Sub–Divisional Officer, Kaddwip, Vill : Paschim Berer Chak (School More), P.O. Kak–Kalingar, P.S. Hardwood Point Coastal (Kakdwip), Dist : South 24 Parganas, Pin – 743 347.

খুঁটিনাটি তথ্যের জন্য দেখুন উপরোক্ত ওয়েবসাইট।

বালক ঠাকুরের সেই আশ্রমে

আজাদ বাউল

পড়ন্ত সূর্যের আলোয় সুখচর গঙ্গাতীরে শ্রীশ্রী বালক ব্রহ্মচারী ধাম বা গুরুধামে চলছে নামগান কীর্তন। শ্রদ্ধালু বহু ভক্ত যাঁরা একদা কল্পনাও করতে পারেননি তাঁরা কোনওদিন আর আসতে পারবেন তাঁদের সেই সুখচর আশ্রমে আজ তারা কৃতজ্ঞ বালক ব্রহ্মচারী ট্রাস্ট এর কর্ণধার কমল চক্রবর্তী ও কাজল রায়দের ওপর।

১৯১৩ সালে নীর্বিকল্প সমাধিকে কেন্দ্র করে একশ্রেণীর রাজনৈতিক গোষ্ঠী ও পত্রিকার লাগাতার প্রচারের অর্থাৎ 'অপারেশন সৎচার' এর নামে মধ্যরাতে ওই আশ্রমে নেমে এসেছিল বর্বর অত্যাচার। সে সব দিনের কথা আজ অনেকের স্মৃতিতেই উজ্জ্বল। প্রশাসনিক মদতে সেদিন আশ্রমে লুঠপাট হয়েছিল। ধ্বংস করা হয়েছিল বালক ব্রহ্মচারীর বহু স্মৃতি। সেই সময় ভক্তদের সক্রিয় সহযোগিতায় গড়ে ওঠা আশ্রমটিকে হাসপাতাল, বৃদ্ধাশ্রম থেকে শুরু করে হোটেল তৈরির ভাবনাও ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছিল। অবশেষে বহু আইনি লড়াইয়ে বালক ব্রহ্মচারী ট্রাস্ট অনেকটাই আগের মত জায়গায় ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করেছে। ভক্তদের মাথাঠোকা প্রণাম করার স্থানটুকু করে দিতে পেরে তৃপ্ত। যদিও অসাধু প্রমোটারদের প্ররোচনা আর ঝামেলা তাদের পিছু ছাড়ছে না আজও। গণমাধ্যম থেকে সেদিনের সুখচর আশ্রমের কথা হারিয়ে গেলেও বালক ব্রহ্মচারী মহারাজ সাম্প্রতিক কালের নানা ঘটনার কারণে প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছেন। ষাটের দশকে তিনি যে সন্তান দল গড়ে তুলছিলেন তার মূল লক্ষ্য ছিল বেদভিত্তিক সাম্যবাদ, কোন ভোট সর্বস্ব রাজনৈতিক দল নয়। যে সভাগুলিতে তিনি প্রকাশ্যে বলতেন নেতাজি জীবিত। তাঁর ফিরে আসার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। নেতাজি অবিবাহিত, তাঁর কুৎসিত চরিত্র হনন চলছে। সেই সময় নেতাজি নিয়ে সত্য কথা প্রকাশ্যে বলার 'অপরাধে' তাঁকে নিয়ে মামলায় জড়িয়ে লালবাজারে নেতাজির খবর জানার জন্য নির্যাতন করা হয়েছিল, সেদিনের যে সব গোয়েন্দা নজরদারি ফাইল প্রকাশ্যে এলনা সাম্প্রতিক নেতাজি ফাইল প্রকাশের অনুষ্ঠানে নেতাজি সম্পর্কে সত্য জানতে নেহেরু থেকে রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ??? থেকে ??? বহু সদস্যই তাঁর কাছে এসেছেন। দেশ বিদেশের বহু সাধুসন্ত থেকে ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী একদা তার সংস্পর্শে এসেছিলেন। এবারে তাঁর শততম জন্মতিথি। একই দিনে অর্থাৎ কালীপুজোর রাতে পড়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ভক্তদের মধ্যে উৎসাহ বেশি। বর্তমান রাজ্য সরকার সক্রিয় হোন বালক ব্রহ্মচারীর স্মৃতি সংরক্ষণে এটাই বহু ভক্তের কামনা।

জলসীমায় ঢুকে ২ ট্রলার সহ ধৃত ৫৭ বাংলাদেশি মৎস্যজীবী

নিজস্ব প্রতিবেদন, ডায়মন্ডহারবার, ১০ নভেম্বর : ভারতীয় জল সীমানায় ঢুকে পড়ায় ২টি মৎস্যজীবী ট্রলার–সহ ৫৭ জন বাংলাদেশী মৎস্যজীবীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃত মৎস্যজীবীদের মঙ্গলবার কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিন জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। ট্রলার থেকে উদ্ধার হয়েছে কয়েক'শ কিলো মাছ ও জাল। ধৃত মৎস্যজীবীরা বাংলাদেশের কক্সবাজার, কুতুবদিহির বাসিন্দা। ধৃতদের মধ্যে বেশ কয়েক জন আগেও এ রাজ্যে বেআইনী অনুপ্রবেশের অভিযোগে গ্রেফতার হয়েছিল। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার দুপুরে ভারত–বাংলাদেশ সীমান্তের তালপাটি খালের কাছে মাছ ধরছিল বাংলাদেশী ট্রলার এফবিজেড জামাল ও এফবি সাহিল। সীমানায় পাহারায় ছিল ভারতীয় উপকূল রক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা। এই দুটি ট্রলার ভারতের সীমানায় ঢুকে মাছ ধরছিল বলে অভিযোগ। সেইসময় দুটি ট্রলারকে ধাওয়া করে ধরে উপকূল রক্ষী বাহিনী। রাতে মৎস্যজীবী–সহ দুটি ট্রলার নিয়ে আসা হয় ফ্রেজারগঞ্জ উপকূল থানায়। উপকূল রক্ষী বাহিনী পুলিশের হাতে তুলে দেয় ধৃত মৎস্যজীবীদের। উল্লেখ্য, গত কয়েক মাসে ভারতের জল সীমানায় ঢুকে পড়ার অভিযোগ শতাধিক বাংলাদেশী মৎস্যজীবীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। আটক করা হয়েছে বেশ কিছু ট্রলারও।

বেহালা সংহতি কালীপুজো কমিটির প্রধান কর্ণধার পার্থ সরকারের হাতে দৃষ্টি দীপাবলী সম্মান তুলে দিচ্ছেন ডক্টর হীরাশঙ্কর ভৌমিক। – ছবি: সোম তাপস

'' আমার শৌচাগার'' প্রকল্প নিয়ে জেলাশাসকের তৎপরতা

কুনাল মালিক : দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জেলাশাসক পিবি সেলিম অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠেছেন এই জেলাকে নির্মল জেলা হিসাবে স্বীকৃতি দেবার জন্য। তিনি প্রতিটি মহকুমা ধরে ধরে ''আমার শৌচাগার'' প্রকল্প রূপায়নের জন্য বিধায়ক, বিডিও, সভাপতি, অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী, স্বাস্থ্য কর্মী, যুব সংগঠন ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রধানদের নিয়ে সভা করছেন। সম্প্রতি আলিপুর সদর, ডায়মন্ডহারবার মহকুমা নিয়ে সভা করলেন। জেলাশাসক এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, আমার শৌচাগার' প্রকল্পের প্রথম ও প্রধান অভিমুখ হল দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাকে উন্মুক্ত শৌচমুক্ত করা। প্রতিটি শৌচাগার বিহীন পরিবারকে শৌচাগারের সুব্যবস্থা করে দেওয়া। উপভোক্তাকে দিতে হবে ৯০০টাকা, বাকিটা সরকার অনুদান হিসাবে দেবে। উন্মুক্ত স্থানে শৌচত্যাগের ফলস্বরূপ আমাদের দেশের শিশুমৃত্যু, মাতৃমৃত্যু, অপুষ্টি ইত্যাদিতে কুপ্রভাব অন্য দেশের তুলনায় অনেক বেশি। গত ২৪ জুলাই 'আমার শৌচাগার'' প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়েছে এই জেলায়।

জেলাশাসক এই প্রকল্পের রূপায়নের জন্য সামগ্রিকভাবে করণীয় সম্পর্কে জানিয়েছেন, নিজ এলাকায় উন্মুক্ত শৌচের বিরুদ্ধে অভিযান গড়ে তুলুন। যেসব পরিবার এখনো শৌচাগারের অভাবে বাইরে যাচ্ছে তাদের চিহ্নিত করে পঞ্চায়েতকে জানান। এলাকার যে সব অঞ্চল উন্মুক্ত শৌচের অবাধ এলাকা বলে পরিচিত সেখানে নজরদারি ব্যবস্থা গড়ে তুলুন। এলাকার সামগ্রিক পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে সহযোগিতা করুন এবং নিজে ও পরিবারকে পরিচ্ছন্ন রাখুন। শিশুদের মধ্যে শৌচাগার ব্যবহার ও হাত ধোয়ার অভ্যাসকে জনপ্রিয় করে তুলুন। প্রচার–প্রসার কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করুন। আপনার এলাকার স্বচ্ছতার বার্তাবাহক হোন আপনি নিজে। প্রশাসনকে সহযোগিতা করুন জেলাকে এই অভিশাপ থেকে মুক্ত হতে। আপনার গ্রামে একটি পরিবারও যদি বাইরে শৌচকর্ম করে তাহলে আপনার গ্রামের কোনও পরিবার সুরক্ষিত নয়।

সেরা পুজো

মহকুমাশ্রী : কলকাতা জুড়ে যখন দুর্গা পুজোর পুরস্কারের ঝড় উঠেছে তখন আলিপুর বার্তা সেরা বাছতে পৌঁছে গিয়েছে মহকুমাগুলিতে। এই বাছাই পর্বে আলিপুর মহকুমায় সেরা পুজো হিসেবে পুরস্কার পেল কালীনগর সার্বজনীন দুর্গোৎসব। পুজোর সম্পাদক তথা দক্ষিণ ২৪ পরগনার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ তরুণ রায়ের (বাঁ দিকে) হাতে পুরস্কার তুলে দিলেন আলিপুর বার্তার সহ–সম্পাদক কুণাল মালিক (মাঝখানে)। –নিজস্ব চিত্র

শিক্ষার্থীদের সাইকেল অবাস্তব পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা মহানগরীর সর্বমোট ৫৭৫টি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চলতি শিক্ষাবর্ষের দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের রাজ্য সরকার সাইকেল দেবে। কলকাতা শহরের এই দুই শ্রেণির মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ৭৬ হাজার। সরকারের ভাবনা, প্রথমে বিভিন্ন সাইকেল প্রস্তুতকারক সংস্থা থেকে সাইকেলের যন্ত্রাংশ কলকাতা পুরসভার ১৪৪টি ওয়ার্ডে সরবরাহ করা হবে। দ্বিতীয়ত, এই যন্ত্রাংশগুলিকে জোড়ার কাজ ওই ১৪৪টি পুর ওয়ার্ডের নির্দিষ্ট কোনও স্থানে হবে। সেখান থেকে শহরের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী সাইকেলগুলি সরবরাহ হবে। সম্প্রতি মহানাগরিক ও পুর প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক বৈঠকে এই অভিনব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

কিন্তু যাদের জন্য এই মহতী পরিকল্পনা তাদের তো এখন 'টেস্ট' পরীক্ষা চলছে। শারদোৎসবের পর থেকে তারা আর বিদ্যালয়মুখী হবে না। দশম শ্রেণি শিক্ষার্থীরা ২০১৬–র পয়লা ফেব্রুয়ারি থেমে মাধ্যমিক পরীক্ষার ও দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষার্থীরা ওই বছরের ১৫ ফেব্রয়ারি থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জোরদার প্রস্তুতি শুরু করে দেবে। তাহলে প্রশ্ন, সরকার তাদের কবে নাগাদ সাইকেলগুলি দেবে? সরাসরি সাইকেল কিনে না দিয়ে এই পরিকল্পনা কেন? এক আধিকারিক জানালেন, তাতে খরচ বেশি পড়বে। যন্ত্রাংশ কিনে ফিটিং করে নিলে সস্তায় হবে সাইকেল। এত হ্যাপা পুইয়ে এই উদ্যোগ কি আদৌ সফল হবে। সেটাই এখন প্রশ্ন।

নোদাখালী থানার পালা ''আমি যুধিষ্ঠির''

নিজস্ব প্রতিনিধি : দক্ষিণ শহরতলীর নোদাখালী থানা সমন্বয় কমিটি এবছর দ্বিতীয় যাত্রাপালা প্রযোজনা করছে। গত ৬ নভেম্বর বজবজ ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে নতুন যাত্রাপালা উৎপল রায় রচিত 'আমি যুধিষ্ঠির' এর শুভ মহরৎ হয়ে গেল। রামকৃষ্ণ ও তারা মা–র পূজার্চনা করে নতুন যাত্রাপালার মহড়া শুরু হয়। নারকেল ফাটান পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়। গত বছর সাত টাকার সন্তান যাত্রাপালা সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছিল। এবারের যাত্রাপালায় অভিনয় করছেন নোদাখালী থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা, জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, সাংবাদিক কুনাল মালিক, সমিতির কর্মাধ্যক্ষ তুষার সরদার, তাপস সামন্ত, জেলা পরিষদের সদস্য প্রবীর দাস, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বাসুদেব কাবড়ী, গৌতম প্রামাণিক, নবকুমার রায় পুলিশ অফিসার অলোক গুহ প্রমুখ।

পরিচালক ও অভিনেতা হিসাবে আছেন প্রদীপ দাস। যাত্রাপালা কমিটির সভাপতি তড়িৎ মণ্ডল, কোষাধ্যক্ষ হেমন্ত কাসওয়ানি এবং দল ম্যানেজারের দায়িত্বে আছেন বুচান বন্দ্যোপাধ্যায়। জানুয়ারি মাসে সঞ্চিতা মেলায় প্রথম মঞ্চস্থ হবে 'আমি যুধিষ্ঠির' যাত্রাপালা। সম্প্রতি প্রয়াত শঙ্কর প্রামাণিকের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এবারের যাত্রা উৎসর্গ করা হয়েছে।

থিম কন্যাশ্রী প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছে মুখ্যমন্ত্রীর ভাবনার কন্যাশ্রী প্রকল্প। সেই কন্যাশ্রী প্রকল্পকে নিয়ে এবারে গড়িয়া বোড়াল রক্ষিতের মোড়ে জগদ্ধাত্রী পুজোর আয়োজন করা হয়েছে। বোড়াল ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশন এবারে ২৩ বছরে পা দিল। ১৭ নভেম্বর ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যা ৬টার সময় জগদ্ধাত্রী পুজোর উদ্বোধন। এই কন্যাশ্রী থিমে থাকছে ন্যাশনাল লাইব্রেরি, রিডিং রুম, সাইকেল প্রদান, বাচ্ছাদের বই, পেন পেন্সিল বিতরণ। বোড়াল ট্রেডার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সঞ্জিত কুমার চ্যাটার্জী বলেন, এই দক্ষিণ ২৪ পরগনায় বহু থিমের পুজো হয়েছে বিভিন্ন রকমের, কিন্তু রাজ্য সরকারের কন্যাশ্রী প্রকল্পের কথা কারোর মাথায় আসেনি। যেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্ন ছিল গরিব ছাত্রীদের পড়াশুনা যাতে ভালো ভাবে হয়। সুতরাং সব দিক চিন্তা ভাবনা করে আমরা এবার কন্যাশ্রী থিমের আয়োজন করেছি। শিল্পীর নিপুণ হাতে গড়ে উঠেছে নিখুঁত কাজ। প্যান্ডেলের চারিদিকে ঘুরলে মনে হবে কন্যাশ্রী প্রকল্পের ভিতরে আছি। ওপরের দিকে তাকালে একটি বিশাল বিশ্ব দেখতে পাওয়া যাবে। প্যান্ডেলের বাইরে থাকবে কন্যাশ্রীর প্রকল্পের সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে থাকা সাইকেল। চারিদিকে বইয়ের পাহাড়, নিখুঁত ভাবে চারিদিকে সাজানো মনমাতানো নানা রংয়ের পেন পেন্সিল যা নিয়ে বাচ্ছারা পড়াশুনা করছে। সাধারণ সম্পাদক দীপেশ চক্রবর্তী ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক শীতল পাল চৌধুরী বলেন, রাজ্যে যে ভাবে কন্যাশ্রী গ্রামে গঞ্জে চারিদিকে ছেয়ে গিয়েছে সেই কারণে এই কন্যাশ্রী থিম শুনে মানুষের ভীড় বাড়বে।

২৮তম বর্ষে কাকদ্বীপের জোড়াপুল 'মা কালী সংঘের' ২৫ ফুট কালী প্রতিমা ছিল এলাকার বিশেষ আকর্ষণ। ছবি: বাপন মন্ডল

মহানগরে

সাইকেলে রাজ্যের লাভ জিরো

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিহার, ঝাড়খন্ড, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক, গুজরাত, রাজস্থান সরকারের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারও সরকারি অর্থ ব্যয়ে রাজ্যের দশম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির বর্তমান ২৪,৭৫,৩৫৭ জনের অধিক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাইকেল বন্টনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। তবে দুঃখের কথা, এই সাইকলে বিলিবন্টনে এ রাজ্যের কোনও সাইকেল সংস্থার লাভ হচ্ছে না। কারণ শ্রমিক–মালিক এবং সরকারি অসন্তোষে এ রাজ্যের সমস্ত সাইকেল ফ্যাক্টরি তাড়া খেয়ে দেশের পশ্চিমের রাজ্যগুলিতে ঘাঁটি গেড়েছে। এ রাজ্যে পঞ্জাব রাজ্যের লুধিয়ানা থেকে আনা যন্ত্রাংশ 'অ্যাসেম্বল' করে সাইকেলগুলি ছাত্রছাত্রীদের বিলি করবে। এজন্য প্রতিটি ব্লকে লুধিয়ানার সাইকেল কোম্পানিগুলিকে 'অ্যাসেম্বলে'র জন্য সরকারি জায়গা দেওয়া হয়েছে। শাসকদলের দাবি, এই সাইকেল বিলির জেরে পাড়ায় পাড়ায় সাইকেল মেরামতির দোকান খুলবে। স্কুলে সাইকেল রাখার শেষ তৈরি হবে। ফলে বহু বেকারের কর্মসংস্থান হবে।

অভ্যুদয়ের কালী স্বর্ণালী দশভূজা

বরুণ মণ্ডল

নানা রূপের কালী আরাধনায় মেতে ওঠে দক্ষিণ কলকাতা। থিমের টক্কর তো ছিলই, এরই সঙ্গে অধুনা প্রায় সকল উৎসবের নয়া আঙ্গিক দু'লাইনের 'টিজার'। 'পুতুল সাজে মূর্তিপূজা—স্বর্ণালী কালী দশভূজা।' প্রাক রজত জয়ন্তী বর্ষে বামাচরণ রায় রোডস্থিত (জয়শ্রী পার্ক) 'বেহালা অভ্যুদয়ে'র এবারের মণ্ডপ সজ্জার ভাবনা 'মধুবনী আঙ্গিক'। শক্তির আরাধনায় গত ২৪ বছর যাবৎ অভ্যুদয়ে'র প্রতিমার বিশেষত্ব 'দশভূজা কালী মা'। অভ্যুদয়ের সাধারণ সম্পাদক মনন চক্রবর্তী ও তার সঙ্গীসাথীরা ১৯টি রাত জেগে প্রতিফলিত করে তাদের 'ভাবনা'। অভ্যুদয়ের বর্ষব্যাপী বিবিধ কর্মযজ্ঞের যজ্ঞকর্তা, রূপকার মননবাবুর ভাবনা, ঈশ্বর বিশ্বাস, আমাদের মনে। যাকে ঈশ্বর ভেবে আমরা পুজো করি সে তো আসলে খড় মাটির পুতুল। মানুষের বিশ্বাসে সেই মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়, বন্দনা হয়, শেষে হয় বিসর্জন। এবার অভ্যুদয়ের সেই পুতুল খেলার আসর। পুতুলের ঈশ্বর হয়ে ওঠার গল্প। পুতুলের সমাহারে অভ্যুদয়ের কালী প্রতিমা। প্রতিমা স্বর্ণালী। সোনার ছটায় দশভূজা। পুতুলের বাসগৃহে মধুবনী চিত্রকরের তুলির ছোঁয়া। মধুবনী মিথিলার ছবি। মেয়ে সীতার বিবাহের সময় মিথিলা। রাজা জনক রাজা শিল্পীদের নির্দেশ দেন রাজ্যের সর্বত্র চিত্রে ভরিয়ে দিতে। রাজার নির্দেশে মিথিলার গৃহবধূরা গৃহের দেওয়াল ও আঙিনা চিত্রে ভরিয়ে তোলে। উজ্জ্বল ভেষজ রঙে ফুটে ওঠে বিবাহ সংক্রান্ত রীতি রেওয়াজ। মাছ, সরীসৃপ, পাখিদের মিলনদৃশ্য। দ্বার্থক চিত্রে ফুটে ওঠে একসঙ্গে পথ চলার গল্প। যুগে যুগে মধুবনী চিত্র একাধিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পথ হেঁটেছে। কিন্তু মূলে থেকে গিয়েছে সেই চিরাচরিত উর্বরতার আখ্যান। প্রতিমা শিল্পী জগাই ঘোষ, মণ্ডপ সজ্জায় মলয় মণ্ডল আর আলোক সজ্জায় চাঁদ পুরকাইত।

ছবি : বরুণ কুমার আচার্য

হাওড়া এবার সেজে উঠবে জাপানের ইউকোহোমার অনুকরণে

বৈশালী সাহা, হাওড়া

জাপানের ইউকোহোমা শহরের অনুকরণেই গড়ে উঠতে চলেছে হাওড়া। এই উন্নয়ন পরিকল্পনার জন্য পাঁচশো কোটি টাকা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ২ নভেম্বর জাপানের তিন সদস্যের একটি টিম আসে এবং মেয়রের ঘরে একটি বৈঠক হয়। সেখানে তাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন হাওড়ার মেয়র, পিডিডবলু নগর উন্নয়ন দপ্তর, কেন্দ্রীয় সচিব বিজয় জগন্নাথন এবং রাজ্য সরকারের আধিকারিকরা। বৈঠকের শেষে হাওড়া সিটি পুলিশের লঞ্চে এলাকার পরিদর্শনের জন্য রামকৃষ্ণপুর ঘাট থেকে রওনা দিয়ে বেলুড়মঠ ও শিবপুর এলাকার পরিদর্শন করেন। সেখানকার বিভিন্ন পরিকাঠামোগত নিকাশি ব্যবস্থা প্রযুক্তিগতভাবে উন্নয়ন করা, বর্জ্য পদার্থ থেকে কিভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় এবং শিবপুর এলাকার পদ্মপুকুর জল প্রকল্পের উৎপাদন বর্ধিত করা তারই একটা রিপোর্ট সিকোমিজোয়াম–এর তত্ত্বাবধানে জাপানের ইউকোহোমা শহরের মেয়রের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এই প্রকল্পের মধ্যে থাকছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোন্নয়ন করা যাচে চাকরির সুযোগ সুবিধা বাড়বে এবং গঙ্গাপাড়ে সৌন্দর্যায়নের সাথে সাথে থাকবে সকলের জন্য পিউরিফায়েড পানীয় জলের ব্যবস্থা। এছাড়াও হাওড়া থেকে কলকাতা ও বেলুড় মঠ যাওয়ার রোপওয়ে ব্যবস্থা করা হচ্ছে। বি জগন্নাথন এ বিষয়ে বলেছেন, ''ইউকোহামা শহরের সঙ্গে হাওড়া শহরের মিল আছে।

ইউকোহামা শহরে অনেক ছোট কারখানা ও শিল্প ছিল তা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ইউকোহামা ঘুরে দাড়িয়েছে এবার হাওড়াকেও ঘুরে দাঁড়ানোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এবং চাকরির সুযোগও মানুষকে করে দেওয়া হবে।''

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ৩ সংখ্যা, ১৪ নভেম্বর – ২০ নভেম্বর, ২০১৫

মৌজ–মস্তি এবং শারদোৎসব

পিতৃপক্ষের শেষ হতেই শুরু হয় অশুভ নিধন পর্ব। তাকে ঘিরেই আমাদের উৎসব। প্রথম অমাবস্যায় দশভূজা দুর্গার মহিষাসুর বধ। দ্বিতীয় অমাবস্যায় দেবী কালীকার অসুর নিধন। সমগ্র উৎসব জুড়ে নারী শক্তির উন্মেষ ও অশুভ বিনাশ যজ্ঞ। কিন্তু এখন ঘোর কলি। সারা বছর ধরেই অসুরের দাপাদাপি। শুভ শক্তি রোজই পরাস্ত হয় অশুভের কাছে। সদিচ্ছাও ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে কলির দাপটে। তাই আজকের শারদোৎসবে শিল্প নৈপুণ্যের আতিশয্য বেশি, ভক্তি কম। পুজো মানে এখন খাও দাও মৌজ কর। সেখানে অশুভ শক্তি বিনাশের প্রার্থনা ক্রমশ গৌণ হয়ে পড়েছে। অষ্টমীর দিন নিয়ম করে অঞ্জলি হয়। মায়ের সামনে হাত জোড় করে প্রণাম জানায় অগণিত মানুষ। কিন্তু অপরাধ কমে না। নারী জাতির অবমাননা কমে না। একদিকে ঢাক ঢোল পিটিয়ে আলোর রোশনাইতে নারী মূর্তির আরাধনা আর অন্যদিকে রক্ত মাংসের নারী জাতির লাঞ্ছনা। এই দুই কালচারের মিশেলে চোখ–কান–নাক বুজে কেটে যাচ্ছে আরামের দিনগুলি।

উৎসব শেষ। দেবী বিসর্জন পর্ব সারা। এবার ফের মেতে ওঠা শুরু কলির কলেবরে। আর্থিক কেলেঙ্কারি, ধর্ষণ, খুন, সংঘর্ষ ফের আকাশ বাতাস বিদীর্ণ করে তুলছে। তীব্র লোভ–লালসা আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে আমাদের। অশুভ বিনাশের এতবড় উৎসব কোনও ছাপই ফেলতে পারল না আমাদের হৃদয়ে। এত অর্থ খরচ করে উৎসব করেও কোনও পরিবর্তন এল না সমাজে। নিছক কয়েকদিনের খানা–পিনার মধ্যেই আবদ্ধ রয়ে গেল দেবীপক্ষের আবাহন থেকে বিসর্জন। এখন আর দেবী মূর্তির সামনে কেউ হাত জোড় করে প্রণাম করে না। নান্দনিক শিল্পকর্মকে ধরে রাখে মোবাইল ক্যামেরার নিজস্বীতে।

তবুও এর মধ্যে জাগিয়ে রাখতে হবে শুভ ইচ্ছার মাস্তুল। সমাজের সকল শ্রেণির মানুষই ভগবানের অংশ। এই অমৃতের পুত্রদের মনের মধ্যে আসুরিক প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা চলছে নিরন্তর। মনের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের অকাল বোধন–এর স্থান নিচ্ছে আর্টের দুর্গা, ঠাঁটের কালী, আলোর রোশনাই, নাচ–গান আর খানা–পিনা। একে রোধ করাই এখন একমাত্র কর্তব্য। এর বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে প্রতি মুহূর্তে। তবেই পুজো সার্থক হবে। বিশ্বায়নের ইতিবাচক দিকটা সামনে এলেও এর নেতিবাচক প্রভাব থেকে আমাদের মননশীলতা এবং কৃষ্টিকে সযত্নে আগলে রাখতে হবে। নচেৎ আত্মবিস্মৃতির জালে জড়িয়ে পড়বে সমাজ।

অমৃত কথা

শুদ্ধা বা নিষ্কাম ভক্তি। 'এই ভক্তিতে নিজের কোনও রকম আকাঙ্ক্ষা বা কামনা থাকে না, ভগবানের প্রীতিকর কাজ করা, তাঁরসুখ সম্পাদন আকাঙ্ক্ষা করাই'–এই ভক্তির উদ্দেশ্য। ধর্মাধর্ম ছাড়লে শুদ্ধাভক্তি লাভ হয়। এই ভক্তি বৃন্দাবনের গোপ গোপিনীদের ছিল। গোপ শিশুরা যখন কৃষ্ণকেসঙ্গে নিয়ে গোচারণে যেত তখন যাতেকৃষ্ণের কোনওরকম কষ্ট নাহয়, সেই রকম কাজই তারা করত, কোমল পায়ে যাতে কাঁটা ফুটে না যায়, তার জন্য তারা তাঁকে কাঁধে করে নিয়ে ঘুরে বেড়াত। প্রচণ্ড রোদের তাপ যাতে তাঁর মুখে না পড়ে।তাই তারা তাঁকে গাছের ছায়া ছাড়া অন্য জায়গা দিয়ে যেতে দিত না। এবং খুব প্রয়োজন হলেঘন পাতাযুক্ত গাছের ডাল ভেঙে তাঁর মাথার ওপর ধরতো।

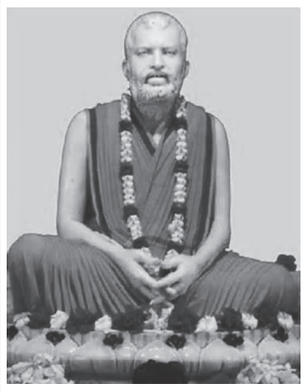

তেতো, কষা,টক ফল খেয়ে কৃষ্ণের শরীর যাতে খারাপ না হয় অথবা অসুখ না করে তার জন্য তারা আগে নিজেরা খেয়ে দেখতো, পরে তাঁকে খেতে দিত। তারা শ্রীকৃষ্ণকে জীবন–স্বরূপ জ্ঞান করতো, ভ্রমণে, উপবেশনে, শয়নে, স্বপনে কৃষ্ণ ব্যতীত আর কিছুই জানত না। আর গোপিনীদের তো কথাই নেই, তারা কৃষ্ণগত প্রাণ। গোপবালকেরা পুরুষ স্বভাববিশিষ্ট বোলে গোপিনীদের মতন কৃষ্ণকে ভক্তি করতে পারত না। কৃষ্ণ গোপালদের সঙ্গে বনে গিয়ে যেখানে মাটিতে পা রাখতো, গোপিনীরা সেখানে তাদের সুকোমল বক্ষস্থল পেতে দিত, এতেও গোপিনীদের তৃপ্তি হতো না। তারা মনে মনে এই বলে আক্ষেপ করতো যে, হে বিধাতা তুমি আমাদের কুচদ্বয় এতো কঠিন করেছ কেন? না জানি কৃষ্ণের কতই কষ্ট হয়েছে অথচ গোপিনীদের বক্ষপরি শ্রীকৃষ্ণের পদচিহ্ন দেখা যেতো। তারা কৃষ্ণের আদর্শন একতিল প্রমাণ কালও সহ্য করতে পারত না। কিন্তু কেন যে কৃষ্ণকে দর্শন করতে ভালোবাসতো, কেন যে তাদের ঘর ছেড়ে কৃষ্ণের কাছে থাকতে ইচ্ছা হতো, তার কোনও কারণ তারা জানত না। যাতে শ্রীমতী রাধিকাকে নানা বেশভূষায় সাজিয়ে শ্রীকৃষ্ণের বাঁ দিকে বসিয়ে নিজেরা যুগলরূপ পরিবেষ্টন করে তারা কেউ বা চামর, কেউ বা পুষ্পগুচ্ছ, কেউ বা তাম্বুলাধার ধারণ করে তাঁদের কাছে থাকতে পাবে এটাই তাদের একমাত্র কামনা ছিল। কৃষ্ণকে নিয়ে তারা কোনো রকম আত্মসুখ চরিতার্থ করবে গোপিনীদের এই রকম কোনও কামনাই ছিল না।

ফেসবুক বার্তা

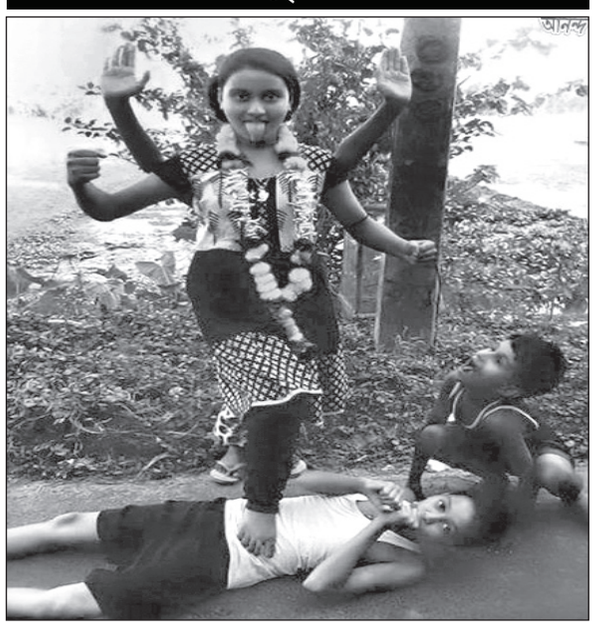

খেলার ছলে : খুঁদে কালীর পদতলে শিবরূপী বালখিল্য। বাদ যায়নি শৃগাল মহারাজও। আরও এক পুচকে শিয়াল মামার ভূমিকায়।

মানব সভ্যতা বাঁচাতেই গো–রক্ষা প্রয়োজন

বেদ গ্রন্থে গরু সম্বন্ধে বলা হয়েছে — 'মাতরঃ সর্বভূতানাম সর্ব সুখ প্রদাঃ। সর্বদেবময়ী গৌঃ' — গরুকে সমস্ত জীবের মাতা এবং সর্ব সুখ দাতা বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিভাবে গরু সমস্ত জীবের মাতা এবং সর্বসুখপ্রদাঃ। সেই বিষয়ে আলোচনা করেছেন ডাঃ সুবোধ চৌধুরী।

বর্তমানে সহিষ্ণুতা ও অসহিষ্ণুতা নিয়ে প্রতিদিন আলোচনা চলছে। কিছু কিছু তথাকথিত বিদগ্ধ ব্যক্তিরা পুরস্কার ফেরত দিয়ে সহিষ্ণুতার বাণী প্রচার করছেন। কোনটা হিংসা, কোনটা অহিংসা, কোনটা সহিষ্ণুতা আর কোনটা অসহিষ্ণুতা এর সঠিক সংজ্ঞা কে দেবে। এখন গোমাংস ভক্ষণ নিয়ে দেশে বিশাল বিতর্ক দেখে আশ্চর্য লাগে। গো মাংস মানুষ খাবে সেটা অন্যায় হবে না সেটা হিংসা হবে না। গো–হত্যা করে তার মাংস খাওটাই অহিংসা ও সহিষ্ণুতার সংজ্ঞা। কি আশ্চর্য সংজ্ঞা !

বেদে গরুকে গো মাতা বলা হয়েছে কেন? সবার আগে সেটা জানতে হবে। মা কি? সেটাও এখন শিক্ষার দরকার কারণ আমাদের দেশে অনেক সেলিব্রেটি আছেন যারা তাদের মাকে সম্মান করেন না। মাকে খেতে দেয় না। মাকে পরিচারিকা বলে রাস্তায় ফেলে দেন। তাই মা কি? তাও এখন শিক্ষার দরকার। শিশু যে ধর্মের বা যে দেশে জন্মাক না কেন তার প্রথম বুলি 'মা' 'মা' 'মা'। মা দিয়ে তার কথা শুরু হয়। Mother, বা আম্মা দিয়ে শুরু হয় না। ও গুলি শেখানো হয়।

শিশুর প্রথম বুলি মা আবার চরম বিপদে অজান্তে মা আসে। অন্য কোনও ভাষা আসে না — 'মা' শুধু 'মা'। তিনি তার সন্তানকে দুগ্ধ পান করান। মাতৃদুগ্ধে শিশু প্রতিপালিত হয়, কারণ শিশুর অন্য কোনও কিছু খাবার গ্রহণ করারও সামর্থ্য নেই। থাকে না তাই 'মা' মা প্রতি মুহূর্তে সে তার সন্তানকে সকল রকম বিপদ থেকে রক্ষা করে সন্তানের বিপদে মায়ের ব্যথা সমার থেকে বেশি। (যদিও আজকের দিনে তার প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে যাচ্ছে) কিন্তু এটা সত্য সন্তানের কষ্ট ''মা'' বেশি অনুভব করে। শিশুকালে মা–ই সন্তানের সব চেয়ে আপনার। সন্তানের জন্য মায়ের মন কাঁদে বেশি। মা তার সন্তানের সকল রকম কষ্ট নিরাময় করার সর্বোতভাবে চেষ্টা করে। তাই তো শাস্ত্রে 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরিয়সি' বলা হয় — 'মা' স্বর্গের থেকেও বড়। জননীর জন্য আমরা বলি প্রদত্ত।

আর গরুকে বেদ গো–মাতা বলে সম্বোধন করেছে — আজ থেকে ৫০০০ বছর আগে যখন সমাজে বেদের অপব্যাখ্যা করে পশু বলি দেওয়া হত তখন গৌতম বুদ্ধের জন্ম হয়। তিনি দেখলেন লোকে বেদের ব্যাখ্যা শুনবে না — তাই তিনি বেদকে অস্বীকার করে জীব হিংসা, জীব হত্যা বর্জন করে অহিংসার বাণী প্রচার করেছিলেন। জীব হত্যা করে তার মাংস খাওয়াটা হিংসা। সেটা সকল সময় সব মহামানব বলেছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন, 'সকল জীব আমার কাছে সমান।' জীব হত্যা করে অহিংসার বাণী প্রচার করা একটা ভন্ডামী ছাড়া আর কিছুই নয়। গৌতম বুদ্ধ জীবহত্যা বন্ধ করে অহিংসার বাণী প্রচার করেছেন আর আজকে জীব হত্যা করে নির্বিচারে তার মাংস ভক্ষণ করে — অহিংসা ও সহিষ্ণুতার বাণী প্রচার করা হচ্ছে। কি অদ্ভুত ও আশ্চর্য?

বেদে গরুকে গো মাতা বলা হয়েছে কেন? একজন শিশু জন্মাবার পর যদি তার মা মারা যান তখন গরুর দুধ শুধু গরুর দুধ খাওয়ান হয়। গোরুর দুধ খেয়ে ওই শিশু বড় হয়, মানুষ হয়। কিন্তু সময়ের কত নিষ্ঠুর, নির্মম ও পরিহাসের যে, যে গরুর দুধ খেয়ে যে শিশুটা বড় হল, মানুষ হল, সে পরে গো হত্যা করে তার মাংস খাবার স্বপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে অহিংসা ও সহিষ্ণুতার বাণী প্রচার করছে। হায়রে এ কি নিষ্ঠুরতা? কি আশ্চর্য হতে পারে এর পরে?

বেদে গরুকে গো মাতা বলা হয়েছে কেন? শিশু গরুর দুধ খেয়ে বড় হল মা যেমন তার সন্তানকে ভাল ভাল খাবার তৈরি করে খাওয়ান ও খাইয়ে আনন্দ পান গাভী গো–মাতাও সংসারে তার সন্তানদের জন্য যত রকম ভাল খাবার তৈরির জন্য দুধ দান করে দুধ থেকে দই। আবার দই থেকে কত রকম ভাল ভাল খাবার তৈরি হয়? দই রোগির পথ্যও বটে।

দুধ থেকে ছানা সেই ছানা থেকে যত রকম সুমিষ্ট খাবার আছে সবই তৈরি হয়।

দুধ থেকে মাখন ঘি তৈরি হয় সেটা থেকে কত রকম সুস্বাদু খাবার তৈরি করা যায়। তা বলে শেষ করা যাবে না।

দুধ থেকে পনির সেখান থেকে আমাদের পুষ্টিকর কত রকম খাবার হয়।

দুধ থেকে ক্ষীর ও রাবড়ি সে যে খেত কত সুন্দর তা বলার দরকার নেই।

এভাবে যে প্রাণীর দুধ থেকে এত সুস্বাদু খাবার তৈরি হয়। তাকেই 'মা' ছাড়া আর কি বলা যায়। আর সেই মাকে হত্যা করে তার মাংস খাবার যারা উৎসাহ দেয় তারা কারা? মানুষ না অন্য কিছু। মানুষ যতদিন বেঁচে থাকে গরু মাতা হিসাবে সবাইকে সে বিভিন্নভাবে পুষ্টি দান করেন। প্রতিদিন শুধু গরুর দুধ নানা ভাবে আমরা গ্রহণ করি। তাই ''মা''। মা যেমন সন্তানকে নানানভাবে প্রতিপালন করেন গরুও ঠিক সেভাবে আমাদেরকে প্রতিপালন করছে তাই সে ''মা'' – জননীতুল্য আর তার মাংস খাবার নিষেধ করলে অসহিষ্ণুতার ঝড় ওঠে — গোমাংস খাওয়া আর নিজের মায়ের মাংসের তফাৎ নাই। কারণ গরু, গরু নয়, গরু গোমাতা।

বেদ গরুকে গো মাতা বলেছেন কেন? এমন কোনও প্রাণী দেখাতে পারবেন না যার মলমূত্র পবিত্র। গরুর মলকে গোবর বলে। কাঁচা অবস্থায় তা উৎকৃষ্ট সার হিসাবে জমির চাষে ব্যবহার করা হয়। গোবরের থেকে উৎকৃষ্ট সার এখনও হয়নি হবে না। আবার গোবর শুকিয়ে গেলে বলে ঘুঁটে। সেও উৎকৃষ্ট জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। গোবর থেকে গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট থেকে জ্বালানী ও আলো পাওয়া যায়। গোরুর

প্রস্রাব সেও পবিত্র। গরুর প্রস্রাব থেকে কত রকমের ঔষধ তৈরি হয় – মানুষের রোগ নিরাময়ের জন্য। সনাতন ধর্মে গোময় ও গোমূত্র ব্যবহারের প্রচলন আছে। সকল রকম পুজোয় আজও গোবর বা গোময় ও গোমূত্র ব্যবহার হয়।

যার মূল মূত্র পবিত্র, মানুষ হাত দিতে ঘৃণা বোধ করে না আর ব্যবহার করলে কোনও রকম চর্ম রোগ হয়না সেই রকম প্রাণীকে হত্যা করে তার মাংস ভক্ষণ করা হিংসার পরিচয় নয় একি আশ্চর্য বিস্ময়! গো হত্যা নিষেধ করলে বলা হচ্ছে অসহিষ্ণুতা – একি প্রহসন চলছে সমাজে!

বেদে গরুকে গো মাতা বলেছেন – কেন? এমন কোন প্রাণী আছে যে মরে গেলেও পবিত্র ও তার চামড়া মানুষ ব্যবহার করে। মায়ের ভাবনা আমি মরে গেলে আমার সন্তানকে কে দেখবে তার পায়ে কাঁটা ফুটবে, পা হয়তো কেটে যাবে। তাই গরুর মৃত্যুর পর তার চামড়া দিয়ে জুতো তৈরি হল। মা মরে গিয়েও সন্তানের যাতো কোন কষ্ট না হয় তাই তার চামড়ায় জুতো তৈরি হল। তার মৃত্যুর পর কত প্রাণী তার মাংস খেয়ে প্রাণ ধারণ করে । গরুর হাড় মেশিনে পেস্ট করে সেগুলো বিভিন্ন প্রাণীদের পুষ্টিকর খাবার তৈরি করা হয়। তাই সে সকলের মাতা।

বেদ গোরুকে গো মাতা বলেছেন–কেন? অনাদি কাল থেকে গোমাতা তার সন্তানকে দুগ্ধ দিয়ে মানবজাতিকে পালন করছেন। তার পায়খানা প্রস্রাব উৎকৃষ্ট সার হিসাবে ব্যবহার করে জমির উর্বরতা বাড়াচ্ছে। তার চামড়া দিয়ে জুতো তৈরি হয়ে মানুষ বিপদের থেকে রক্ষা পাচ্ছে। মৃত্যুর পর তার হাড় মাংস খেয়ে কত পশুপাখী প্রাণ ধারণ করছে। জমি চাষ করে চাষিকে ফসল ফলাতে আজও গরু সাহায্য করছে তাইতো বেদে গরুকে গো মাতা বলা হয়েছে।

বেদে গরুকে গোমাতা বলা হয়েছে কেন? গরুর পায়খানা থেকে ধূপ শিল্প চলছে ধূপ তৈরিতে গোবর লাগে — গোবর ও গোচনা থেকে সাবান তৈরি ছাড়া কত রকম ঔষধাদি তৈরি হয় — এমন কোনও জীব আছে যার মল মূত্রও পবিত্র — সেটি একমাত্র গরু — মৃত গরুর মাংস খেয়ে শকুন নামক পাখি বেঁচে থাকে আজ আকাশে শকুন পাখি দেখা যায় না — কারণ মানুষ যদি গরুর মাংস খেয়ে ফেলে তাহলে পাখি শকুন কি খাবে? তাই আজ শকুন পাখি বিলুপ্তির পথে।

গরুকে মাতা বলে সম্বোধন করা হয়েছে কেন? গরুর চামড়া যেমন জুতো তৈরিতে লাগে তেমনি বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র তৈরিতে গরুর চামড়া ব্যবহার হয়। গরুর চামড়া নির্মিত বাদ্যযন্ত্রে শব্দ অতি মিষ্ট ও শ্রুতিমধুর। সেই বাদ্য যন্ত্রের শব্দে আকাশ–বাতাস পবিত্র হয় ও পুজে পুজো গন্ধ আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ে। সেই গরুকে সংরক্ষণ না করে সমাজে গোহত্যা প্ররোচনা দেওয়া হয় এটা মানব সমাজের কলঙ্ক। যে পশুর উপকারের কথা লিখে শেষ করা যায় না তাই বেদে বলা হয়েছে 'মাতরঃ সর্বভূতানাম্ সর্ব সুখ প্রদাঃ' তাকে হত্যা করার কথা সমাজের তথাকথিত শিক্ষিত মানুষেরা সমর্থন করে — একি আশ্চর্য! শ্রীমদ ভাগবত গীতায় ৫/১৮ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন–

'বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।

শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতা সমদর্শিনঃ।।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলছেন একজন ব্রাহ্মণ, একজন চণ্ডাল থেকে আলাদা হতে, পারে একটি কুকুর একটি গরু একটি হাতি জাতিগতভাবে আলাদা হতে পারে, কিন্তু জ্ঞানী ও বিদ্বান ব্যক্তির কাছে এই দেহজাত ভেদ নিরর্থক। আপনি কুকুরকে ভালবাসবেন আর ছাগল গরু বলি দিয়ে তার মাংস ভক্ষণ করবেন এই ধরনের বিদ্যা অবিদ্যার পরিচয় মাত্র।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল — গরু, কুকুর, হাতি সকল প্রাণীর প্রতি সমমনভাবাপন্ন (সমদর্শিন)সমানভাবে দেখতে বলেছেন। যিনি সেটা করতে পারেন তাকে জ্ঞানী বিদ্বান বলে পরিচয় দেওয়া যায়। নতুবা নয়। সমাজে যতই সহিষ্ণুতা বা অহিংসার বাণী প্রচার করি তা নিরর্থক কারণ আপনি জীবকে বলি দেবেন — তার মাংস খাবেন আর অহিংসার বাণী প্রচার করবেন এটা মিথ্যাচার ও ঘৃণ্যতার পরিচয়। তাই সকল জীবের প্রতি ভালবাসাই সমাজে সুখশান্তি আনতে পারে — অন্য কোনও ভাবে নয়। কারণ সকল জীবই ঈশ্বরের সন্তান।

ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গরুকে তার সঙ্গী করেছেন গোরুর দুধ থেকে যত রকম সুমিষ্ট খাদ্য তৈরি হয় এত উপকারী জন্তু তবুও তাকেই হত্যা করে মানুষ পৃথিবীতে অহিংসার বাণী প্রচার করতে চায় কি এই মানুষের ধর্ম। এই হল কলির ধর্ম।

কে এই কলি — কলি হল একজন মানুষ হয়ে দ্বাপরের শেষে ও যুগের শুরুতে জন্ম নেয়। মহাভারতের যুদ্ধের পর অর্জুনের প্রপৌত্র পরীক্ষিতের উপর রাজ্যভার দিয়ে পান্ডবরা মহা প্রস্থান করেন — ও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দ্বারকার লীলা সমাপন করেন। পরীক্ষিত এই মহাভারতের সম্রাট হন।

পরীক্ষিতের রাজত্বকালে কলি নামে এক ব্যক্তি প্রথম গোহত্যা করেছিলেন। সেই খবর যখন রাজা পরীক্ষিতের কাছে যায় তখন তিনি সেনাবাহিনী নিয়ে সেই কলিকে মৃত্যুদণ্ড দিতে চেয়েছিলেন। কলি মহারাজ পরীক্ষিতের কাছে ক্ষমা ও প্রাণ ভিক্ষা চাইলে পরীক্ষিত তাকে ক্ষমা করেন। কিন্তু রাজ্য ছাড়া করেছিলেন আর আজকের দিনে মানুষ গোহত্যা যাতে বেশি করে হয় তার প্রচার করছেন ও ব্যবস্থা করছেন। হায়রে নিষ্ঠুর সমাজ! যে প্রাণী মানুষের জন্য তার জন্ম থেকে মৃত্যু ও মৃত্যুর পরও উপকারে লাগে তাকেই হত্যা করে আনন্দ পেতে চায় এর থেকে নিষ্ঠুরতা আর কি হতে পারে? বিদ্বান পণ্ডিত বলে যারা নিজেদের মনে করেন তারা একবার ভাবুন– নমস্কার। হরে কৃষ্ণ।

পাহাড়ে খোদাই ভাস্কর্য – উনকোটি, এক হারানো সভ্যতার কথা

শুভাশিস চন্দ

উঁচুনিচু পাহাড়ি রাস্তা অতিক্রম করে গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে উঁকি মারা পাহাড়ি

ঝোরা এবং শীর্ণ নদী এবং একই সঙ্গে অদ্ভুত সব প্রজাতির প্রাণী ও গাছগাছালি ও অরণ্যের সন্তানরা শহুরে পর্যটকদের বিস্ময়ে হতবাক করে। প্রকৃতির এমনই এক অসামান্য সম্ভার উনকোটি। যেখানে ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, ধর্মীয় বৈশিষ্ট্য তার সব রূপ–রস আর গন্ধ নিয়ে পর্যটকদের আহ্বান করে। উনকোটি হচ্ছে মাঝারি উচ্চতার এক পর্বতমালা, যেখানে হিন্দুশাস্ত্রের হারানো সভ্যতার বিচিত্র সব চরিত্র পাহাড়ের বুকে খোদাই হয়ে আছে। উত্তর ত্রিপুরার শান্ত ও নিরিবিলি এক পরিবেশে এর অবস্থান।

রাজ্যের রাজধানী থেকে প্রায় ২৭০ কিমি দূরে উনকোটি পাহাড়েই রয়েছে অসংখ্য হিন্দু দেবদেবীর খোদাই করা মূর্তি। বিশাল আকৃতির এই মূর্তিগুলি পাথরের দেওয়াল জুড়ে যেন ছেনি আর বাটালি দিয়ে খোদাই করা হয়েছে। প্রতিমূর্তিগুলি বিভিন্ন উচ্চতায় এখানে–সেখানে তৈরি করা হয়েছে। এই পাহাড়ের পাথুরে মূর্তিগুলির পৌরাণিক গাথা বেশ আকর্ষণীয়। পৌরাণিক কাহিনীতে বলা হয়েছে দেবাদিদেব শিবের সঙ্গে দেবদেবীদের এক বিশাল সমাবেশ কোনও এক সময় কাশীর উদ্দেশে রওনা হওয়ার উদ্যোগ নিয়েছিল এই স্থান থেকে। তাই এই স্থানের নাম হয় উনকোটি।

উনকোটি পাহাড়ে দুই ধরনের দেবতার মূর্তি রয়েছে। এর মধ্যে কিছু রয়েছে পাহাড়ে খোদাই করা এবং অন্য অনেকগুলি প্রস্তরমূর্তি। পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা মূর্তিগুলির মধ্যে শিব ও গণেশের মূর্তিই প্রধান এর মধ্যে তিরিশ ফুট উচ্চতার বিশালকৃতির শিব মূর্তির মস্তক খাড়াই পাহাড়ে খোদাই করা হয়েছে, যার নাম উনকোটিশ্বর কালভৈরব এই মূর্তির মস্তকটি ১০ ফুট উঁচু, জটায় পরিপূর্ণ। এর কাছেই রয়েছে সিংহ বাহিনী দুর্গাদেবীর পাথরে কাটা মূর্তি। পাশেই রয়েছে মকর বাহনা গঙ্গাদেবীর এক মূর্তি এছাড়া পৌরাণিক নন্দী ষাঁড়ের অর্ধপ্রোথিত এক মূর্তিও এখানে রয়েছে। শিব মূর্তির কয়েক মিটার নিচেই রয়েছে দেব গণেশের তিনটি অসাধারণ দক্ষতায় খোদাই করা হয়েছে। এর দু'পাশে দন্ডায়মান তিনটি শুঁড়বিশিষ্ট ষড়ভূজ গণেশ এবং চারটি শুঁড়বিশিষ্ট অষ্টভূজ গণেশের মূর্তি দেখতে পাওয়া যায়। অন্যদিকে ত্রিনয়ন বিশিষ্ট একটি মূর্তিও সেখানে রয়েছে। এই মূর্তিটি সূর্যদেব অথবা বিষ্ণুদেবের বলে মনে করা হয়।

অন্যান্য যেসব মূর্তি এখানে দেখতে পাওয়া যায় তা হল চতুর্ভূজ শিবলিঙ্গ, নন্দী, নরসিংহ, শ্রীরাম, রাবণ, হনুমান এবং আরও বেশ কয়েকটি দেবতার মূর্তি যাঁদের নাম জানা যায় না। শোনা যায়, এই অঞ্চলের দেবস্থলে খোঁড়াখুঁড়ি করলেই শিব অথবা কোনও দেবতার প্রস্তরমূর্তি খুঁজে পাওয়া যায়। উনকোটি পাহাড়ের নিচে সীতাকুন্ড নামে একটি সুন্দর জলাশয় রয়েছে। পাহাড়ি ঝর্ণার জলে পুষ্ট এই কুন্ডের জলকে পবিত্র বলে মানা হয়। প্রতি বছর এপ্রিল মাসে অশোকাষ্টমী' তিথিতে এক বিরাট মেলা এখানে বসে। সেসময় হাজার হাজার পুণ্যার্থী এই স্থানে পুজো দিতে এবং সীতাকুন্ডে স্নান করতে আসেন। এক স্থানটিকে একটি আদর্শ পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার গুরুত্ব অনুধাবন করে কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রক ২০০৯–১০ অর্থবর্ষে ১ কোটি ১৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছিল। গন্তব্য উনকোটি উন্নয়ন প্রকল্প' নামে এই প্রকল্পে পর্যটকদের জন্য তথ্য কেন্দ্র, ক্যাফেটারিয়া, জনসুবিধাযুক্ত পরিকাঠামো, দ্রষ্টব্যগুলির জন্য নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্ম এবং এর ৫ কিলোমিটার ব্যাসার্ধের মধ্যে সুন্দর বাগান তৈরি করার জন্য এই অর্থ বরাদ্দ করা হয়। ত্রিপুরা পর্যটন দপ্তরের প্রকল্প আধিকারিকরা জানিয়েছেন যে, ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ–এর হাতে এই প্রকল্প রূপায়ণের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তারা খুব শীঘ্রই এখানে নতুন সুযোগ–সুবিধাও পরিকাঠামো নির্মাণের উদ্যোগ নেবে বলে জানানো হয়েছে।

ভারত ইতিহাসের মধ্যযুগের পাল রাজবংশের সময় সৃষ্ট ধর্মের প্রভাব উনকোটিতে রয়েছে বলে অনেকে মনে করেন। একইসঙ্গে প্রত্নতাত্ত্বিক বিস্ময়ের এই স্থানে তান্ত্রিক, শক্তি এবং হঠযোগীদের মতো অন্যান্য ধর্ম উপাসনার প্রভাবও পরিলক্ষিত হয়। ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ–এর হিসাবানুযায়ী উনকোটি তৈরি হয়েছিল অষ্টম–নবম শতকে। তবে, অন্য অনেকে আবার এই সময়কালের কথা বিশ্বাস করেন না। তাঁরা মনে করেন, উনকোটি আরও প্রাচীন এবং ভিন্ন ভিন্ন সময়ে মূর্তিগুলি খোদাই করা হয়েছে। যেহেতু উনকোটির ইতিহাস এবং কিংবদন্তী এমন রহস্যে আবৃত তাই ভারতীয় সভ্যতার এক বিস্মৃত অধ্যায়ের রহস্য উন্মোচনে ভারতের প্রত্নতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ এবং এই ধরনের অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে সুসংহত গবেষণার প্রয়োজন আছে।

স্বচ্ছ ভারত অভিযানে বাংলার সেরা ঘাটপাতিলা

পার্থ ঘোষ

নির্মল চক্রবর্তী বনগাঁ–র বাড়ি থেকে কর্মক্ষেত্র বাগদা–র ব্লক অফিসে যাওয়ার পথে বাসটা হরিনাথপুর পৌঁছব–পৌঁছব করছে, এমন সময় হঠাৎ দেখা এক পুরনো বন্ধুর সঙ্গে। আগের স্টপে বাসে ওঠা বাল্যবন্ধুর সঙ্গে নানা বিষয় নিয়ে কথা হতে হতে শেষ পর্যন্ত স্বচ্ছ ভারত অভিযানের কথা যখন উঠল, বন্ধুটি হঠাৎ বলে বসলেন, এখনও অনেক কাজ বাকি। এই এখানে ঘাটপাতিলাতেই তো এখনও লোকে বাঁওড়–এ যায় সকাল হতে না হতেই। বনগাঁ–বাগদা অঞ্চলের অধিবাসী মাত্রই বিলক্ষণ চেনেন বাঁওড়–কে, কেননা এই বাঁওড় অর্থাৎ, খাল সদৃশ এই জলাভূমি ওঁদের অনেকের জীবনের সঙ্গেই নানাভাবে জড়িয়ে আছে। বাঁওড়–এ লোকে মাছ ধরে আর আশেপাশের গ্রামের মানুষ দৈনন্দিন নানা কাজের জন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা বাঁওড়–এর জল ব্যবহার করে। কোথাও আবার শৌচকর্ম সারতেও সকাল না হতেই লোকে ছোটে বাঁওড়–এ। বাগদা ব্লকের নিকাশি ও স্বাস্থ্যবিধি বিভাগের কর্মী নির্মলবাবুর যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না কথাটা। এই ২০১৫ সালেও যে ওইরকম এলাকাতে লোকে মাঠে–ঘাটে শৌচকর্ম সারছে আর সেটা তাদের অজানাই রয়ে গিয়েছে সে কথা যেন মানতে পারছিলেন না উনি। তাই, বাসটা হরিনাথপুরে পৌঁছতে না পৌঁছতেই আচমকা নেমে পড়ে নির্মলবাবু ঠিক করলেন একবার নিজে চোখেই দেখবেন গোটা ব্যাপারটা। রাস্তার পাশেই হরিনাথপুর ছাড়িয়ে বেয়াড়া। আর

বি ডি ও শ্রীমতি মালবিকা খাটুয়া ঘাটপাতিলায় গ্রামবাসীদের বোঝাচ্ছেন

তারপরেই হল ঘাটপাতিলা। কখন যে পায়ে পায়ে পৌঁছে গিয়েছেন নির্মলবাবুর যেন খেয়ালই ছিল না। ঘাটপাতিলার মুখে পৌঁছে আচমকা যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে ভদ্রলোক দেখলেন, চারপাশের গ্রামগুলি যথেষ্ট সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও পারুইদের এই গ্রাম এখনও যেন যথেষ্ট দুরবস্থায়। গ্রামের ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বন্ধুর কথাগুলো মনে পড়ে যাচ্ছিল নির্মলবাবুর। আর সেইসঙ্গেই প্রায় নিশ্চিত হয়ে যাচ্ছিলেন ওঁর মন্তব্যের সত্যতা সম্পর্কে কারণ, এ পাড়া ও পাড়া ঘুরেও কারো বাড়িতেই কোনও শৌচাগার ওঁর চোখে পড়েনি সেদিন।

উত্তর ২৪ পরগনার প্রত্যন্ত ব্লকগুলোর একটা হল বাগদা। উত্তর আর পূবে বাংলাদেশ দিয়ে ঘেরা বাগদা ব্লক মূলত কৃষিপ্রধান। অবশ্য, এক অংশের মানুষ মাছ ধরেও জীবিকা নির্বাহ করেন। ২০১১–র জনগণনা অনুযায়ী, বাগদা ব্লকের জনসংখ্যা ২ লক্ষ ৪২ হাজার ৬৭৪। মূলত তপশিলি জাতি–প্রধান হওয়ায় এই বাগদা বিধানসভা কেন্দ্রটি তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত। এই ব্লকেই রয়েছে পারমাদন অভয়ারণ্য যার নাম আজ বিভূতি অভয়ারণ্য, বনগাঁ–র কাছে গোপালনগরে বড় হওয়া অরণ্যপ্রেমী লেখক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণে।

ব্লকের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের দায়িত্বে যিনি আছেন সেই বি ডি ও শ্রীমতি মালবিকা খাটুয়া অত্যন্ত কর্মতৎপর এক তরুণী। প্রধানমন্ত্রীর স্বচ্ছ ভারত প্রকল্প নাম পালটে যা এই বঙ্গে নির্মল বাংলা' নামে খ্যাত, সেই প্রকল্পের রূপায়ণে জেলাশাসক শ্রীমতী মনমিত নন্দা–র অনুপ্রেরণায় তিনি এই প্রকল্পকে নিজের ব্লকে সফল করে তুলতে রীতিমতো বদ্ধপরিকর। সেদিন ঘাটপাতিলা ফেরত নির্মল চক্রবর্তী সেইজন্যই ব্লক অফিসে এসেই সোজা ছুটে গিয়েছিলেন ওঁর বিডিও ম্যাডামের কাছে। ঘাটপাতিলার কথা ওঁকে জানাতেই বিডিও সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে চাইলেন। নির্মল চক্রবর্তীকে সঙ্গে নিয়ে মালবিকা খাটুয়া সোজা রওনা হলেন ঘাটপাতিলা অভিমুখে। সঙ্গে কর্মাধ্যক্ষ এবং আরও দু–একজন আধিকারিক। ব্লকের সর্বোচ্চ আধিকারিক আর অন্য সব পদাধিকারিদের দেখে ঘাটপাতিলার মানুষ তো অবাক। ব্যাপার কি বোঝার আগেই যখন জনে জনে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়ে গেল বাঁওড়–এ যাওয়া' নিয়ে, তখন সত্যি কথাটা স্বীকার না করে রামপদ, শিবনাথ আর নারায়ণ পাড়ুইদের কোন উপায়ই রইল না। পরিস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করে বি ডি ও ম্যাডামের তো চোখ কপালে ওঠার জোগাড়! গ্রামের ১৭৫টি পরিবারের কারোরই কোন শৌচাগার নেই !

মালবিকা অবশ্য ছেড়ে দেওয়ার পাত্রী নন। তাঁর ব্লক অফিস যেখানে ঝকঝকে–তকতকে, একটা গাছের পাতা পর্যন্ত পড়ে থাকে না, গোটা চত্বরে কেউ কোথাও নোংরা ফেলে না, পানের পিক আর বিড়ি–সিগারেটের টুকরো যেখানে আর পাঁচটা সরকারি দপ্তরের মতো চোখে পড়ে না, সেই বাগদা ব্লকে একটা গোটা গ্রাম শৌচালয় ছাড়া, এই সত্যিটা ওঁর পক্ষে মেনে নেওয়া শক্ত। তাই, চৈত্র শেষের সেই বিকেলেই অফিসে পৌঁছে রীতিমতো যুদ্ধকালীন তপরতায় পরবর্তী পরিকল্পনা সাজাতে শুরু করলেন মালবিকা। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আর যত বেশি সংখ্যায় পারা যায় শৌচাগার ঘাটপাতিলায় বানাতেই হবে কেননা, বর্ষা আসার আগেই ঘাটপাতিলায় ইনিংস শুরু করা চাই।

পরদিন থেকেই শুরু হয়ে গেল ঘাটপাতিলা অভিযান। ঘরে ঘরে গিয়ে ব্লকের কর্মী ও আধিকারিকরা বোঝাতে লাগলেন শৌচালয়ের উপযোগিতা। নির্মলবাবুকে সঙ্গে নিয়ে বিডিও নিজে প্রত্যেক ঘরে যেতে শুরু করলেন। সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ায় ব্যাপারটা যেন একটা চ্যালেঞ্জের মতোই দাঁড়িয়ে গেল বাগদা ব্লক অফিসের কাছে। নির্মল বাংলা' প্রকল্পের একটি পাকা শৌচাগারের নির্মাণ খরচ ধরা হয়েছে ১০,৯০০ টাকা। এর মধ্যে ৯০০ টাকা প্রাপক নিজে দিয়ে দিলেই সরকারি তরফে বাকি ১০ হাজার টাকা দিয়ে ঐ বাড়িতে শৌচাগারের ব্যবস্থা করা হবে। গোটা ব্যাপারটা গ্রামের মেয়েদের সামনে তুলে ধরতেই সাফল্য এল। মাঠে–ঘাটে শৌচকর্মের অসুবিধাটা যাদের সবথেকে বেশি সেই মেয়েরা আত্মসম্মান বাঁচানোর পাশাপাশি সন্তানদের নানা ধরনের সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করতে এমন সুযোগ পেয়ে সেটা যে আঁকড়ে ধরতে চাইবেন সেকথা বলাই বাহুল্য। তবে, সমস্যা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল শুরুর ঐ ৯০০ টাকাটা। পারুইপাড়ার মানুষ বড় কষ্টে–সৃষ্টে দিন চালায়, এক কথায় নগদ ৯০০ টাকা বার করে দেওয়াটা বড্ড মুশকিলের। এর মধ্যেও অবশ্য কেউ কেউ একটু অন্যরকম ভাবছিলেন। ওঁদেরই একজন সঞ্চয় ভেঙে ৯০০ টাকা বি ডি ও ম্যাডামের হাতে তুলে দিতেই এক লহমায় যেন একটা বিরাট পরিবর্তনের সূচনা হল। মহিলার দেখাদেখি প্রতিবেশিরাও আরও কেউ কেউ এগিয়ে এলেন। গ্রামে বেশ একটা সাড়া পড়ে গেল। এদিকে ওদিকেশৌচালয় তৈরি হতে দেখে গ্রামের অনেকেই বেশ উৎসাহী হয়ে উঠলেন। ওঁদের মধ্যে এক বৃদ্ধের দুই ছেলেই থাকে বাইরে। ওঁর সীমিত রোজগারে ইচ্ছা

বি ডি ও এবং কর্মাধ্যক্ষ নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু বাহিনী'র ছেলেদের নিয়ে

থাকলেও একবারে ৯০০ টাকা বের করে ফেলা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছিল না। খুড়ো' শেষ পর্যন্ত নির্মলবাবুকে দুঃখের কথাটা বলেই ফেললেন। বি ডি ও ম্যাডাম সে কথা শুনে ওঁকে কয়েক কিস্তিতে টাকাটা মেটানোর সুযোগ দিয়ে বাড়িতে শৌচাগার তৈরি করে দিলেন। আবার কানাই বিশ্বাসের যা অবস্থা তাতে ৯০০ টাকা তো দূরস্থান, তার অর্ধেক টাকাও মেটানোর সঙ্গতি ওঁর নেই। বি ডি ও–র কাছে দরবার করে কানাইবাবু নিজের শৌচাগার নিজের হাতেই বানালেন সরকারি উপকরণের সাহায্যে। গ্রামবাসীরা এতটাই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন যে পাড়ারই কয়েকজনের জুয়ার নেশায় সব টাকা উড়ে যাচ্ছে দেখে প্রশাসনের সহযোগিতায় সেই জুয়ার ঠেক ভেঙে দিতেও ওঁরা পিছপা হননি।

সমস্যাটা অবশ্য শুধুই শৌচাগার না থাকার নয়, দৃষ্টিভঙ্গি আর অভ্যাসটাও অবশ্যই মাথায় রাখা দরকার। এই কারণেই অনেকের মধ্যেই পাকা শৌচাগার ব্যবহারে অনাগ্রহ চোখে পড়ছিল। বি ডি ও গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে এই সত্যিটাও টের পেয়ে যান যে আজন্মলালিত অভ্যাস যাদের বাঁওড়–এ যাওয়া, তারা এক কথায় সে সব ছেড়ে চার দেওয়ালের ঘেরাটোপে ঢুকতে পারবে না। এর একটা অভিনব প্রতিকারের বুদ্ধিটাও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মাথায় খেলে যায় ওঁর। গ্রামেরই এক প্রান্তে থাকা স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিয়ে শ্রীমতী খাটুয়া দু–দুটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী গড়ে তোলেন। মেয়েদের বাহিনীটির নাম দেন রাণী ঝাঁসি গ্রুপ' আর ছেলেদেরটি নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসু গ্রুপ'। ওদের প্রত্যেককে উপহার দেন একটা করে টুপি আর বাঁশি। সকাল–সন্ধ্যা এই বাহিনীর সদস্যদের একটাই কাজ বাঁওড়–এর চারদিকে নজর রেখে কাউকে বিশেষ উদ্দেশ্যে যেতে দেখলেই বাঁশি বাজিয়ে দেওয়া। ওদের বাঁশির শব্দে আর নজরদারিতে অতিষ্ঠ হয়ে সেইসব মানুষ শেষ পর্যন্ত পুরনো অভ্যাস ছে।ে শৌচালয়ে অভ্যস্থ হয়েছেন ইদানিং। ঘাটপাতিলায় ৭৮টি শৌচালয় গড়ে তুলে ও সেগুলিকে কাজে লাগিয়ে কু–অভ্যাস বর্জন করে পরিচ্ছন্নতার লক্ষ্যে বাগদা ব্লককে জেলায় শীর্ষ স্থানে তুলে নিয়ে গেছেন বি ডি ও মালবিকা খাটুয়া ও তাঁর বাহিনী। একটা গোটা গ্রাম যেভাবে পরিচ্ছন্নতা ও সুন্দর অভ্যাসের বৃত্তে নিজেদের নিয়ে এসেছে তার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হল ঘাটপাতিলা। স্বচ্ছ ভারতই হোক বা নির্মল বাংলা, আজ সত্যিই পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠেছে ঘাটপাতিলা, নামে কি বা আসে যায় ! তপশিলি জাতি–প্রধান এই গ্রাম জেলার পরিচ্ছন্নতার মানচিত্রে নিজেদের উজ্জ্বল উপস্থিতি জানান দিচ্ছে ২০১৫না পেরোতেই। অদম্য ইচ্ছাশক্তি, ইতিবাচক মনোভাব আর দৃঢ়সংকল্প আমাদের কোথায় নিয়ে যেতে পারে তার অপর নাম ঘাটপাতিলা।

নাক কাটতে চান ঘাসফুলের

প্রথম পাতার পর

টালিগঞ্জের রূপকার হিসেবে পরিচিত পঙ্কজবাবু এবার সেখানে প্রার্থী হতে চলেছেন মুকুল রায়ের নয়া দল জাতীয়তাবাদী তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে। এই নাম কিছুটা হলেও শঙ্কা জাগাচ্ছে শাসক দলের অলিন্দে। শারীরিক সমস্যা কাটিয়ে পঙ্কজ বন্দ্যোপাধ্যায় যদি টালিগঞ্জে গোলাপ ফুল চিহ্ন (খুব সম্ভবত এই প্রতীক পেতে পারে মুকুল রায়ের দল)নিয়ে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পড়েন তবে মুশকিলে পড়তে পারে ঘাসফুল। নিজে না জিতে বিরোধীদের হাত শক্ত করতে পারেন পঙ্কজবাবু। একইভাবে বালিগঞ্জে তৃণমূলের দুর্গে ফাটল ধরাতে দিব্যেন্দু বিশ্বাস অস্ত্রে শান দিতে পারে মুকুল ব্রিগেড। নব্বইয়ের জমানায় সিপিএমের ভরপুর আধিপত্যের মধ্যেও তৎকালীন ডাকসাইটে বাম প্রার্থী রবীন দেবকে প্রায় হারিয়ে দিয়েছিলেন দিব্যেন্দুবাবু। সেই উপ–নির্বাচনে রবীন দেব কাস্তে– হাতুড়ি– তারা প্রতীক নিয়ে যে সামান্য মার্জিনে কংগ্রেস প্রার্থী দিব্যেন্দু বিশ্বাসকে হারিয়ে ছিলেন তা বিশাল প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখীন হয়েছিল। লোডশেডিংয়ের সুযোগে দিব্যেন্দুবাবুকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছিল বলে আজও অভিযোগ করা হয়। বস্তুত এরপরে রবীনদেবের নাম (পড়ুন বদনাম) হয়ে গিয়েছিল রিগিং দেব। বেশ কিছুদিনের নির্বাসন ভেঙে দিব্যেন্দু বিশ্বাস ফের ভোটপ্রার্থী হতে পারেন মুকুল রায়ের দলের হয়ে। দিব্যেন্দু বিশ্বাস যখন এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তখন বালিগঞ্জ কেন্দ্র অবিভক্ত ছিল। কেন্দ্র পুনর্বিন্যাসের পর আজ তা বালিগঞ্জ এবং কসবা কেন্দ্রে বিভক্ত। মুকুল মহলের খবর অনুযায়ী এই দুই কেন্দ্রের যে কোনও একটিতে লড়তে দেখা যেতে পারে দিব্যেন্দু বিশ্বাসকে।

এছাড়াও আরও দুই সংখ্যালঘু মুখ টিম মুকুলের হয়ে ভোটের ময়দানে সামিল হতে পারেন। এদের মধ্যে একজন তৃণমূল বিধায়ক। যিনি কদিন আগেই দিল্লিতে গিয়ে মুকুলবাবুর সঙ্গে বৈঠক সেরেছেন। তৃণমূল সূত্রের খবর অনুযায়ী তাঁকে এবার টিকিট দেবে না শাসক দল। এই প্রেক্ষিতে মুকুলবাবুর দলের হয়ে লড়ে শাসক দলের রথ আটকাতে চাইছেন তিনি। এছাড়াও কলকাতা পুরসভার প্রাক্তন ডেপুটি মেয়র ফরজানা আলমের পরিবারের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলেছে জাতীয়তাবাদী তৃণমূল কংগ্রেস। তাঁর কোনও ঘনিষ্ঠ আত্মীয় মুকুল রায়ের দলের হয়ে নির্বাচনী লড়াইয়ে নেমে যেতে পারেন। এছাড়াও বাতাসে ভাসছে প্রচুর নাম। একগাদা তৃণমূল বিধায়ক যারা এবার সম্ভবত প্রার্থীপদ পাবেন না ঘাসফুলে তারা গোলাপফুল চিহ্নে ঝুঁকতে পারেন।

এসইউসি নেতাকে পিটিয়ে খুন

প্রথম পাতার পর

শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় গভীর রাতে স্থানান্তরিত করা হয় ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে। ভোররাতে সেখানে সন্তোষের মৃত্যু হয়। নিহতের ছেলে প্রশান্ত মণ্ডলের অভিযোগ, 'বুধবার সকালে মাছ ধরার জন্য আমরা খাল পরিষ্কার করছিলাম। সে সময় খালের দখল নিতে চেয়ে তৃণমূলের লোকজনেরা এসে বাধা দেয়। পরে বাবাকে ডেকে নিয়ে যায় মীমাংসা করার জন্য। সেই মীমাংসা চলাকালীন পরিকল্পিতভাবে বাবাকে পিটিয়ে মেরে ফেলে হাকিম ও তাঁর দলবল।' সিপিএম নেতা কান্তি গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'কোনও রং না দেখে প্রকৃত তদন্ত করে দুষ্কৃতীদের দ্রুত গ্রেফতার করুক পুলিশ।' এসইউসি নেতা মনিরুল ইসলাম জানান, 'ওই এলাকায় দলের সংগঠন ধরে রেখেছিল সন্তোষ। তাই পরিকল্পনা করে তৃণমূল নেতারা দলের কর্মীদের দিয়ে সন্তোষকে পিটিয়ে খুন করেছে। এই খুনের প্রতিবাদে আগামী শনিবার ১২ ঘন্টার বনধ ডাকা হয়েছে। পুলিশ দ্রুত অভিযুক্তদের গ্রেফতার না করলে দল বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে।' জেলার এক পুলিশ কর্তা জানান, 'আট অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ চালিয়ে বাকি অভিযুক্তদের খোঁজ চলছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে।'

ঠাকুরনগরে ক্ষুদ্র হস্ত শিল্প ও বাণিজ্য মেলা

অরিন্দম রায়চৌধুরী : ঠাকুরনগর রেল স্টেশন সংলগ্ন খেলার মাঠে ৩১শে ডিসেম্বর বিকাল চারটায় হস্ত শিল্প বাণিজ্য মেলা সোসাইটির উদ্যোগে বনগাঁ মহকুমা ক্ষুদ্র ও হস্ত শিল্প, শিল্প বাণিজ্য মেলা এবং বাগিচা প্রদর্শনী ২০১৫–১৬ এর উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় সরকারের সচিব এম প্রভাকরণ। উল্লেখ্য এদিন সকাল সাতটায় ম্যারাথন দৌড় হয় ছাত্রছাত্রীদের। গাইঘাটা থেকে ঠাকুরনগর পর্যন্ত। সকাল ৮টায় সংস্থার পতাকা উত্তোলন করেন মেলা কমিটির সভাপতি কৃষ্ণ ঘোষ। জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন প্রাক্তন সাংসদ মেলা কমিটির পৃষ্ঠপোষক ডঃ অসীম বালা। শিল্প কর্মশালা প্রশিক্ষণ শিবির ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন অনিমেষ হালদার। এদিনের অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন মেলা কমিটির সভাপতি অ্যাডভোকেট কৃষ্ণ ঘোষ। প্রধান অতিথি ছিলেন সাংবাদিক নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশেষ অতিথিদের মধ্যে মঞ্চে ছিলেন ডঃ অসীম বালা, বিদ্যুৎ মণ্ডল, মানব বিশ্বাস, সারদানাথ (এজিএম নাবার্ড) ও মেলা কমিটির সম্পাদক বিধান রায় প্রমুখ।

স্বাগত ভাষণে বিধান রায় এই শিল্প মেলার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে আলোকপাত মানুষকে শিল্প নিয়ে আগ্রহী হয়ে উৎপাদনমুখী ও কর্মমুখী হওয়ার দক্ষতা ও প্রশিক্ষণে অভিজ্ঞ হওয়ার আহ্বান জানান।

উদ্বোধক ভারত সরকারের শিল্প মন্ত্রকের পদস্থ কর্মকর্তা এম প্রভাকরণ এধরনের মেলার উপযোগিতা ও হস্তশিল্প সম্পর্কে এবং জ্ঞানগর্ভ বোধমূলক আলোচনায় মানুষকে অর্থনৈতিক সংকট থেকে পরিত্রাণের এক কর্মসূচি উৎপাদনশীল উদ্যোগ ও প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে সুদক্ষ শিল্পী হয়ে ওঠার ও তাঁর বাণিজ্যিক সাফল্যের নানাদিক আলোচনায় তুলে ধরেন।

সভাপতি অ্যাডভোকেট কৃষ্ণ ঘোষ বনগা মহকুমায় এ ধরনের মেলার আয়োজন ও প্রয়োজনীয়তার উপর মেলা আয়োজকদের ধন্যাবদ ও উৎসাহ প্রদান করে এ মেলার প্রাসঙ্গিকতার সবিস্তার আলোচনা করেন। উপস্থিত সকলকে এ মেলার সাফল্যের জন্য সকলের সহযোগিতা ও মেলায় অংশ গ্রহণের জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান।

সঙ্গীতে ছিলেন সুস্মিতা ঠাকুর, রিতা মজুমদার, উৎসব মজুমদার, মধুমিতা রায়, সজল বিশ্বাস, সুচিত্রা মজুমদার, অর্ণব জ্যোতি মল্লিক, মধুমিতা বিশ্বাস, নৃত্যে ছিলেন পিযুষ ঘোষ প্রমুখ। শীতের ঠিক আগে যখন সবেমাত্র গরমের অসহ্য বাতাবরণ কাটিয়ে হাল্কা ঠান্ডার প্রলেপ ছড়িয়ে পড়ছে তখন এই ধরনের মেলার উদ্যোগ আলাদা ভূমিকা নিয়ে থাকে।

এবার পায়ে পায়ে চন্দননগর

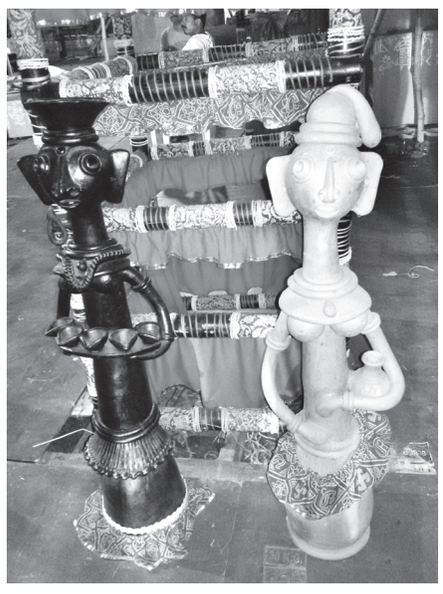

ভদ্রেশ্বর গৌরহাটি তেঁতুলতলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভদ্রেশ্বর গৌরহাটি তেঁতুলতলা ২২৩ বছরে পা রাখল। এখানে মায়ের করুণা লাভের জন্য লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থী ভক্তি রসে আপ্লুত হয়ে দূর দূরান্ত থেকে ভদ্রেশ্বর গৌরহাটি তেঁতুলতলার নাটমন্দিরে ছুটে আসেন। সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীর পুজো মহানবমীর দিন অনুষ্ঠিত হয়। তবে ভক্তবৃন্দের অনুরোধে বর্তমানে অষ্টমীর দিন পুজো হচ্ছে। অষ্টমীর রাত থেকেই লাইন পড়ে যায় মহানবমীর পুজো দেওয়ার জন্য। সারা রাত পুজোর ডালা হাতে পুরুষ ও মহিলা ভক্তরা ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকেন। অন্যদিকে মানসিক হিসাবে ছাগবলি দেওয়ার প্রথা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। প্রতিবছর ৭০০ থেকে ৮০০ মতো ছাগবলি হয় নবমীর দিন। এছাড়া ফুলের মালা, ফলমূল, বেনারসি শাড়ি, বাসনপত্র এমন কি সোনা রূপার অলঙ্কার মানত করে সফল হয়ে মায়ের কাছে হাজির হন। পুজো উপলক্ষে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। আবাল–বৃদ্ধ–বনিতার উপস্থিতিতে মেলা কার্যত জাতি ধর্ম–বর্ণ নির্বিশেষে মহামানবের মিলন মেলায় পরিণত হয়। দশমীতে প্রতিমার শোভাযাত্রা শুরু হলে ও একাদশীর দিন সকালে কয়লা ডিপো ঘাটের গঙ্গায় প্রতিমা বিসর্জন করা হয়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, এখানে প্রতিমার বরণ করে পুরুষরা শাড়ি পরে। নবমীর দিন অগণিত দর্শনার্থী ভোগপ্রসাদ গ্রহণ করেন।

মানকুন্ডু নিয়োগী বাগান, নব বালক সংঘ

মানকুন্ডু স্টেশন রোডে এই বারোয়ারি পুজো, এবারে ২৭ বছরে পদার্পণ করল। প্রতিবারেই এই পুজো মন্ডপটি নতুনত্ব লক্ষ্য করা যায়। যুগ্ম সম্পাদক নীলু কুন্ডু ও মোহিত লাল ঘোষ জানান, এবারে পোড়া মাটির পুতুল ও বাঁশ কঞ্চির মন্ডপ। মন্ডপের প্রবেশের মুখে বিরাট ঘোড়া, হাতি রয়েছে। এছাড়া দর্শনার্থীরা মণ্ডপের চারিদিকে দেখতে পাবেন বিভিন্ন সাইজের পুতুল। এই মন্ডপ নির্মাণে শিল্পী রয়েছেন গৌরাঙ্গ ক্যুইল্যা। মৃদু আলোয় চারিদিকের পরিবেশ অপূর্ব সৌন্দর্য্যে ফুটে উঠেছে। এই পুজোয় যুক্ত আছেন চন্দননগর কাউন্সিলার ও কর্পোরেশনের তথা এসআইসি পীযূষ বিশ্বাস। এদের শোভাযাত্রা বের হয় না। এখানে প্রতিবছর দর্শকদের সংখ্যা নজরে পড়ার মতো। মন্ডপের সামনে বাঁকুড়া জেলার পোড়া মাটির তৈরি ২০ ফুটের খাগড়া পুতুল থাকছে। উল্লেখ মন্ডপের পিছনে কমিটির তৈরি সদ্য নিজস্ব জগদ্ধাত্রী ভবন তৈরি হয়েছে।

মহাবীর সংঘ আরজি পার্টি

ভদ্রেশ্বর তেলিনীপাড়া চন্দ্রবাবুর বাজারের কাছে মহাবীর সংঘ জগদ্ধাত্রী পুজো কমিটি। এবারে ১১ বছরে পড়ল। এবারে মণ্ডপটি দর্শনীয়। আমেরিকার হোয়াইট হাউস' অনুকরণে তুলে ধরেছে। দর্শনার্থীরা প্রতিমা দর্শন করতে সিঁড়ি ভেঙে প্রায় ২২ ফুট উপরে উঠে তারপর প্রতিমার দর্শন পাবেন। সংগঠনের সম্পাদক রাজকুমার সাউ এবারে সদ্য নির্বাচিত বিরোধী কাউন্সিলার জানালেন, প্যান্ডেলের ভিতর বিভিন্ন কাঁচের কারুকার্য থাকছে। নবমীর দিন গণ নারায়ণ সেবা হবে। এই কমিটির সঙ্গে রয়েছেন লালবাবু সিং। এই বারোয়ারি কেন্দ্রীয় কমিটির আওতায় নেই। এই পুজোটা জুট মিল চত্বরে হওয়ার দরুন সন্ধ্যায় প্রচুর ভিড় হয়।

রক্তদান শিবির

অমিত মন্ডল, নামখানা : নামখানার মৌশুনীর সত্যনারায়ণ ক্লাবের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো এক রক্তদান শিবির। রবিবারের এই রক্তদান শিবির অনুষ্ঠানে সাগর বিধানসভার বিধায়ক বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শ্রীমন্ত মালি, জেলা পরিষদের সদস্য অখিলেশ বারুই, মৌশুনী গ্রামপঞ্চায়েতের প্রধান সেখ ইলিয়াস সহ উপস্থিত ছিলেন অনেকে। সকাল ৮টা থেকে চলে অনুষ্ঠান এবং শেষ হয় বেলা ২টা নাগাদ। এই অনুষ্ঠানে ২০২ জন রক্ত দান করেন। রক্তদান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমবাবুর ৫০ জন গ্রামবাসীকে শীত বস্ত্র দান করেন। এবং মৌসুনীর তিনটি প্রাথমিক স্কুলের তৃতীয় স্থান অধিকারী পর্যন্ত তিন'শ টাকা করে আর্থিক সাহায্য করেন। বঙ্কিমবাবু বলেন— শুধু রক্তদান নয়, প্রতিটি সমাজমূলক কাজের সঙ্গে মিলিত হওয়া আমাদের প্রতিটি মানুষের কর্তব্য।

চিকিৎসা

গল ব্লাডার স্টোন, কিডনি স্টোন, সিস্ট, ব্রেস্ট টিউমার, ইউটেরাইন ফাইব্রয়েড, টিউমার, সিস্ট সহ অন্যান্য জটিল রোগের চিকিৎসা ও পরামর্শ পেতে যোগাযোগ করুন:

ডাঃ এস কে চৌধুরী

বি.এসসি (ডি), ডি.এম.এস(ক্যাল) এফ.ডব্লু.টি (আই.আর.সি.এস)

প্রাক্তন সিনিয়র হাউস সার্জেন, সি.এইচ মেডিক্যাল কলেজ ও হসপিটাল

মোবাইল : 8697687252

বিজ্ঞপ্তি

কাকদ্বীপ সুসংহত শিশু বিকাশ সেবা প্রকল্পের অধীনস্ত অঙ্গনওয়াড়ী কর্মী পদের লিখিত পরীক্ষার দিন ২২/১১/২০১৫ তারিখে (রবিবার) সময় – দুপুর ১২টা থেকে ২.৩০ মিঃ পরীক্ষাকেন্দ্রে প্রবেশের ১ ঘন্টা পূর্বে আসল স্বচিত্র পরিচয় পত্র ও প্রবেশ পত্র ও স্বপ্রত্যায়িত কপি দেখাইয়া প্রবেশ করিতেহইবে। অন্যথায় পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবেনা। পরীক্ষা কেন্দ্রে মোবাইল, ক্যালকুলেটর ও ইলেকট্রনিক যন্ত্র আনা যাবেনা। পরীক্ষার্থী নির্দেশাবলী ও প্রবেশপত্র না পেয়ে থাকলে তাহারা আসল স্বচিত্র পরিচয় পত্র দেখাইয়া ১৬/১১/২০১৫ হইতে ১৯/১১/২০১৫ তারিখে বেলা ১১টা হইতে ৪টা পর্যন্ত নিম্নোক্ত অফিস হইতে উক্ত কপি গুলি সংগ্রহ করিতে পারিবেন।

এন. হালদার
শিশু বিকাশ প্রকল্প আধিকারিক
কাকদ্বীপ সুসহংত শিল্প বিকাশ সেবা প্রকল্প
কাকদ্বীপ, দক্ষিন ২৪ পরগণা

১২৮১(৩)/ জে.ত.স.দ / ২৪ পরঃ (দঃ)/০৯.১১.১৫

বস্ত্র বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ১১ নভেম্বর দীপাবলী উপলক্ষে সাতগাছিয়া বিধানসভার কামরায় ব্যানার্জী পাড়ায় কিশোর সংঘ দুঃস্থ মানুষদের বস্ত্র বিতরণের আয়োজন করেছিল। সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিধায়ক সোনালী গুহর প্রদান করা বস্ত্র বিতরণে উদ্যোগ নিয়েছিল কিশোর সংঘ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, নোদাখালী থানার আইসি শান্তিনাথ পাঁজা, জেলা পরিষদের স্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, কামরা পঞ্চায়েতের উপপ্রধান গোষ্ঠবিহারী বিশ্বাস এবং সংগঠনের মূল উদ্যোক্তা বুচান বন্দ্যোপাধ্যায়। অতিথিরা কিশোর সংঘের ভূমিকার প্রশংসা করেন। বুচান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, সারাবছর গ্রামের মানুষের আপদে বিপদে পাশে থাকতে হবে। এদিন প্রায় ২০০ মানুষকে বস্ত্রবিতরণ করা হয়।

লাটাগুড়ি, গোরুমারা ও চাপড়ামারি

সুমন্ত ভৌমিক

গোরুমারা জাতীয় উদ্যান একশৃঙ্গ গন্ডারের জন্য বিখ্যাত। মূর্তি ও জলঢাকা নদীর ৭৯.৯৯ বর্গ কিমি জুড়ে এই জাতীয় উদ্যানের ব্যাপ্তি।

এটি জাতীয় উদ্যানের স্বীকৃতি পায় ১৯৯৪ সালে। সারা জঙ্গল জুড়ে শাল, শিমূল, শিরীষ, বয়ড়া প্রভৃতি গাছের সমাহার। এছাড়া রয়েছে ময়ূর, বুনোটিয়া, হর্ণবিল, ময়নাসহ প্রায় ২০০ প্রজাতির পাখি। প্রাণীদের মধ্যে গন্ডার, বাইসন, চিতা, হরিণ, শম্বর, হাতি নিয়ে প্রায় ৪৮ প্রজাতির স্তন্যপায়ী। আর আছে ২২ প্রজাতির সরীসৃপ। অরণ্যের পশুপাখিদের গতিবিধি দেখার জন্য রয়েছে যাত্রাপ্রসাদ, চুকচুকি, চন্দ্রচূড়, রাইনো পয়েন্ট, মেদলা ওয়াচ টাওয়ার। জঙ্গল সাফারি হয় দিনে চারবার। মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর মাসে সাফারির সময় ৬.০০–৭.৩০মি, ৮.৩০–১০টা, দুপুর ২টা–৩.৩০ মি., ৪.৩০ মি.–সন্ধ্যা ৬টা। অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারির সাফারির সময় সকাল ৬.৩০–৮টা, ৯টা–১০.৩০ মি., দুপুর ১টা–২.৩০ মি, ৩টে–বিকাল ৫টা। প্রতি সাফারির ১ ঘন্টা আগে টিকিট দেওয়া হয়। বিভিন্ন ওয়াচ টাওয়ারের প্রবেশমূল্য বিভিন্ন।

গরুমারা জাতীয় উদ্যান ও চাপরামারি অভরাণ্যে ভ্রমণের অনুমতি পত্রের মূল্য তালিকা হল–

বিভিন্ন ওয়াচ টাওয়ারের প্রবেশমূল্য– যাত্রা প্রসাদ ৮০ টাকা, চাপড়ামারি ৪০ টাকা, চুকচুকি ৪০ টাকা, চন্দ্রচূড় ৪০ টাকা, ট্রলি রাইড ১০০ টাকা, প্রতি জন প্রতি পর্বে।

গাড়ি ৮০ টাকা, গাইড ১০০ টাকা, ভিডিও ক্যামেরা ৫০০ টাকা, ডিজিটাল ক্যামেরা ৫০ টাকা। গরুর গাড়ি ২০ টাকা প্রতি জন।

বিভিন্ন জঙ্গলের প্রবেশ মূল্য – মেদলা ১০০ টাকা, চন্দ্রচূড় ১০০ টাকা, চুকচুকি ১০০ টাকা, চাপড়ামারি ১০০ টাকা ও যাত্রাপ্রসাদ ১৪০ টাকা

প্রতি পর্বে অনুমতি দেওয়া হয় ২৫ জন করে। ভারতীয়দের ৮ বছরের উর্দ্ধে এই মূল্য প্রদান করতে হয়। বিদেশী পর্যটকদের জন্য এই প্রবেশ মূল্য দ্বিগুণ।

জঙ্গলে সফরের সময়ে যেসব বিধিনিষেধ অবশ্যই মানতে হয়। (১) খাবারের প্যাকেট ও প্লাস্টিক সম্পূর্ণভাবে নিষেধ। ধরা পড়লে জরিমানা। (২) গাইড অবশ্যই নিতে হবে। (৩) গান বাজনা, জোরে আওয়াজ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। (৪) এক জনের নামে একটি গাড়ি ইস্যু করা হবে। (৫) কোন বন্য প্রাণীকে কোন প্রকার খাবার দেওয়া যাবে না। (৬) জঙ্গলে ধূমপান বা মদ খাওয়া নিষিদ্ধ। ভিডিও ফটোগ্রাফি করতে গেলে বনদফতরের অনুমতি প্রয়োজন। (৭) পরিচয় পত্র ভোটার আই কার্ড রাখতে হবে।

নিউ জলপাইগুড়ি যাওয়ার ট্রেন ও সময়সারণি

ট্রেন নং	ট্রেনের নাম	ছাড়ে	নিউ জলপাইগুড়ি পৌঁছায়	স্টেশন
১৩১৪১	তিস্তা–তোর্সা এক্সপ্রেস	১৩.৪০	০২.৪০	শিয়ালদহ
১৫৬৫৭	কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস	০৬.৩৫	১৮.১৫	শিয়ালদহ
১৩১৪৭	উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস	১৯.৩৫	০৭.০০	শিয়ালদহ
১৩১৪৯	কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস	২০.৩০	০৭.৩০	শিয়ালদহ
১২৩৪৩	দার্জিলিং মেল	২২.০৫	০৮.০০	শিয়ালদহ
১২৩৪৫	সরাইঘাট এক্সপ্রেস	১৫.৫০	০১.৪০	হাওড়া
১৫৯৫৯	কামরূপ এক্সপ্রেস	১৭.৩৫	০৬.১৫	হাওড়া
১২০৪১	শতাব্দী এক্সপ্রেস	১৪.১৫	২২.৪০	হাওড়া
১২৫১৭	গরিব রথ	২১.৪০	০৭.৪৫	কলকাতা
১২৩৭৭	পদাতিক এক্সপ্রেস	২২.৫৫	০৯.০৫	কলকাতা

কী ভাবে যাবেন

শিয়ালদহ বা হাওড়া থেকে ট্রেন ধরে নামুন এনজেপি বা নিউ মাল জংশন। এনজেপি থেকে গাড়ি ভাড়া করে পৌঁছে যান গোরুমারার প্রবেশদ্বার লাটাগুড়ি। এই যাত্রার দূরত্ব ৭৫ কিমি। অথবা নিউ কাল জংশন থেকে লাটাগুড়ির দূরত্ব মাত্র ২১ কিমি।

এছাড়া বাসেও যাওয়া যায়। ধর্মতলার দূরপাল্লার বাসস্ট্যান্ড থেকে সিএসটিসি ও এনবিএসটিসি সহ নানা ভলভো বাসও ছাড়ে।

কোথায় থাকবেন

এখানে অনেক হোটেল ও রিসর্ট আছে

(১) লেক ভিউ রিসর্ট (০৩৫৬১–২৬৬৪১৫) ভাড়া ৯০০–১১০০ টাকা (২) রিসর্ট ময়ূর (৯৪৩৪৮০৮৪৩৬) ভাড়া ৯০০–১৬০০ টাকা (৩) সিলভার রিজ রিসর্ট (৯৪৩৪১৭৬৭৯৫) ভাড়া ৮০০–১৫০০ টাকা (৪) পঞ্চবটী ফরেস্ট রিসর্ট (৯৪৭৪৩৮৩৮২৮) ১১০০–১৭০০ টাকা (৫) এলিফ্যান্টা রিসর্ট (৯৮৩০২৪২০৪৯) ১২৭৫–১৬৫০ টাকা (৬) টাসকার ডেন (০৩৫৬১–২৬৬২২২) ১০০০–১৩০০ টাকা (৭) হাতিয়ানা গ্রিন ক্যাসেল (০৩৫৬১–২৬৬৩৮৩) ১৫০০–৩৫০০ টাকা (৮) অরণ্য রিসর্ট (০৩৫৬১–২৬৬৩৪৬) ১৩০০–১৬০০ টাকা (৯) বনবিতান (৯৪৩৩৩২১৯৫০) ৫০০–১০০০ টাকা।

কী দেখবেন

গোরুমারার একেবারে গায়েই রয়েছে চাপড়ামারি অভয়ারণ্য। ১৯৭৬ সালে এটি অভয়ারণ্যের স্বীকৃতি পায়। মোট আয়তন ৯.৬০ বর্গ কিমি। এখানে বেশি দেখা যায় হাতির দল। এছাড়াও শম্বর, নীলগাই, বাইসন, হরিণ, ময়না, বনমুরগি তো আছেই। বনবিভাগের ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার থেকে গোরুমারা ও চাপড়ামারির টিকিট পাওয়া যায়। লাটাগুড়ি থেকেই ঘুরে নেওয়া যায় চাপড়ামারি। এই চাপড়ামারিতে সুন্দর সাহেবী আমলের একটি বনবাংলো আছে। সন্ধ্যায় হয় আদিবাসী নৃত্য।

লাটাগুড়ি থেকে গাড়ি নিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে পৌঁছান যায় রামসাই। এটি মেদলা ওয়াচ টাওয়ারের প্রবেশপথ। এখানে অনুমতি নিতে হবে। থাকার জন্য রয়েছে রামসাই রাইনো ক্যাম্প। এখানে মাছ ধরা ও বোটিংএর ব্যবস্থা আছে।

রামসাই থেকে গোরুর গাড়িতে করে যেতে হবে মেদনা ওয়াচ টাওয়ারে। রোমাঞ্চকর যাত্রা। ফিরে আসতেহবে কালীপুর ইকো ক্যাম্পে। পাশেই চা বাগান। চিতার খুব উপদ্রব। তাই সন্ধ্যার পর কটেজ ছেড়ে না বেরনোই ভালো। তাছাড়া আছে দামাল হাতির দলও। এছাড়া ঘুরে নেওয়া যায় মাদারিহাট থেকে ২৫ কিমি দূরে সাউথ খয়েরবাড়ি নেচার পার্ক। পাশ থেকে বয়ে চলেছে বুড়ি তোর্সা। পরিষ্কার জলে দেখা যায় মাছেদের আনাগোনা। এখানেও বোটিং এর ব্যবস্থা আছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পর্যটন বিভাগের কলকাতা অফিসের ঠিকানা : ৩/২ বিবাদি বাগ, লালবাজার, কলকাতা ৭০০ ০০১।

ফোন ০৩৩ ২২৪৩ ৬৪৪০

সময় : সকাল ১০টা থেকে রাত ১০টা।

মুড়াগাছার ‘পাটনি মাঝি’রা এখন কাঁসা–পেতল শিল্পী

দীপককুমার বড় পণ্ডা

বাঙলার কাঁসা ও পেতল শিল্পের নিদর্শনগুলি কি চমৎকার! না জানি হয়তো এসব শিল্পের উৎসভূমি – কাঁসা ও পেতল শিল্পের শিল্পীদের পাড়াগুলি চমৎকার, সবল, পুষ্ট আর্থিক বনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এমন ধারণা তিরতির করে কাঁপছে মনের ভেতর তখন, যখন শিয়ালদায় সকালের আটটা বারোর লালগোলা প্যাসেঞ্জার ট্রেনে উঠে বসলাম।

যাত্রার লক্ষ্যস্থল কৃষ্ণনগরের মুড়াগাছা স্টেশনের পার্শ্ববর্তী অঞ্জল। উদ্দেশ্য কাঁসা পেতল শিল্পীদের চোখের মায়ায়, হাতের জাদুতে তৈরি হয়ে ওঠা শিল্প নিদর্শনগুলির স্পর্শ ও দর্শনলাভ এবং শিল্পীদের নিকট সান্নিধ্যলাভ। বেলা বারোটায় রোদের তীব্রতার মতো আমার ভেতরেও শিল্পীদের বাড়ি যাওয়ার ইচ্ছার তীব্রতা তখন।

মুড়াগাছা স্টেশনে ট্রেন থেকে যে ক'জন নেমেছিলেন, তাঁরা হনহন করে তাঁদের গন্তব্যস্থলে চলে গেলেন। গাড়িতেও তেমন কোনো মানুষের সন্ধান পাইনি, যিনি শিল্পীদের ঠিকানা বলতে পারেন। অগত্যা প্ল্যাটফর্মের এক পান বিড়ির দোকানের সামনে দাঁড়ালাম। বললাম,

– বলতে পারেন কাঁসারি পাড়া কোন দিকে? ব্যবসায়ী তিনি, ব্যবসার কথাই ভাবেন বেশি। বললেন,

– কাঁসারি পাড়া? কার বাড়ি যাবেন? ও আপনি কাঁসার জিনিস কেনা বেচা করেন বুঝি? চলে যান– টিকিট ঘরের দিকে। হাত তুলে বললেন–ওখানে রিক্সাওয়ালারা আছে। বলবেন সাধনপাড়া যাবো।

রিক্সা চলছে। মাঝখানে অতি ক্ষীণা গুড়গুড়ি নদী। নদী পেরোতেই রিক্সা চালকের প্রশ্ন – এবার বলুন, কার বাড়ি যাবেন? বললাম, কথাবার্তা ভাল বলবেন এমন কারোর বাড়ি নিয়ে চলুন। কিছুটা এগোতেই মাঝবয়সী এক ভদ্রলোককে দেখলাম। ঘরের ছাদে কাপড় শুকোতে দিচ্ছেন। নীচ থেকেই মনের কথা ওঁকে বললাম। আমার কথা শুনেই বলে উঠলেন–আমাদের কথা লিখবেন তো? এবিষয়ে কোনো কথা বলব না। এবিষয়ে জানতে হলে, আপনাকে বহিরগাছির কাঁসা পেতল শিল্পীদের সমিতির কেষ্ট ঠাকুরের সঙ্গে কথা বলতে হবে। ওঁর ভাল নাম কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

সাধনপাড়া থেকে বহিরগাছি – পায়ে চলা পথে পনেরো মিনিট লাগে। কৃষ্ণচন্দ্রবাবু ভারি সজ্জন। আমার উদ্দেশ্য শুনেই ধর্মদায় কাঁসা পেতল শিল্পীদের সমিতির সম্পাদক দেবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করলেন। যুবক দেবজ্যোতি বি–কম পাশ। বেশ গুছিয়ে কথা বলেন। যাওয়ার সময় রাস্তায় শঙ্কর দাসের কারখানা দেখেছি। এখন কাঁসা–পেতলের জিনিস বেশির ভাগই বিদ্যুৎ চালিত মেশিনে পালিশ হয়। কিন্তু একসময় তা হত না। আনুমানিক ১৯৫৫ সালের আগে এখানে হাতেই শিল্প দ্রব্য পালিশ করে উজ্জ্বল করা হতো। ১৯৫৫ এর পর

যাওয়া আসার পথে পথে

এখানে বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রের প্রচলন হয়েছে।

কিভাবে বিদ্যুৎচালিত মেশিন এল এখানে? তা নিয়ে শোনা গেল প্রচলিত এক কিংবদন্তির মতো কাহিনী। নাকাশিপাড়া থানার ধর্মদা গ্রামের শঙ্কর দাস এই কথা শুনিয়েছিলেন। শঙ্কর তখন কুড়ি বছরের যুবক। সেই বয়সেই কাঁসার বাসন তৈরির একটি কারখানা ছিল তাঁর। কিন্তু তাঁর কারখানা ঠিকমতো চলে না। কেননা কারিগর পাওয়া যায় না তেমন। চাষের কাজ করতেই লোকে বেশি আগ্রহী। একাজে পয়সাও নেই তেমন। সারাদিনে ৬–৭ জন কারিগর কাজ করলে খুব বেশি হলে ১৬ টা পর্যন্ত গ্লাস তৈরি হয়। এতে যে পয়সা পাওয়া যায় তাতে কারিগরদের বিশ্রাম দেওয়াই যায় না। শঙ্কর দাসের মতন মালিক খুব সমস্যায় পড়লেন। এইসময় শঙ্কর দাস–এর এক আত্মীয় একটি বিদ্যুৎ চালিত মেশিন কিনে পাঠালেন। তখন ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ। দারুণ বন্যা হল সেবার। সব ডুবে গেল। বন্ধ হল ব্যবসা। বিদ্যুৎচালিত মেশিনটি বিক্রি করে দিতে হল।

একবার মেশিনের সুবিধা পাওয়া গেছে – আর মেশিনের সুবিধা ছাড়া চলে না। ১৩৬৬ সালে আবার মেশিন এল। ধর্মদা, বহিরগাছি প্রভৃতি এলাকার অন্য কারিগরেরাও এখান থেকে প্রশিক্ষণ নিতে থাকলেন। ছড়িয়ে পড়ল বিদ্যুৎচালিত মেশিন। আজ তাই এই এলাকায় কানে ভেসে আসে বিদ্যুৎচালিত যন্ত্রের আওয়াজ– 'ঠকাঠক ঠাই কাঁদিছে নেহাই'–এর শব্দ এর চেয়ে কম।

মুড়াগাছার দেবজ্যোতি মুখোপাধ্যায় কাঁসা–পেতল শিল্পের উন্নয়নের প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'ল্যাবরেটরি' দরকার– মান্ধাতার আমলের ভাটি (উনুন) দিয়ে এখন চলে না। এতে প্রতিবার নতুন করে ছাঁচ তৈরি করতে হয়। ফলে জিনিসের দাম বেড়ে যায়। ল্যাবরেটরি পেলে ছাঁচের ব্যবস্থা করা যাবে। প্রতিবারে ছাঁচ বদলাতে হবে না। খরচ এক তৃতীয়াংশ হয়ে যাবে।

এই এলাকায় টোল (তামা এবং হোয়াইট মেটালের মিশ্রণে তৈরি হয়) মেটালের বিভিন্ন জিনিস তৈরি হয়। টোল মেটালের গ্লাস প্রতি কেজি ১৪০ টাকা। কাঁসার গ্লাস প্রতি কেজি ২৫০ টাকা। এখানকার কারিগররা নিজেদের কাজ অনুযায়ী টাকা পান। তাঁদের কেউ ছাঁচকারনদার, কেউ তারা সারনদার, কেউবা গড়নদার ইত্যাদি। এখানকার শিল্পীরা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ হিন্দু, পঞ্চাশ ভাগ মুসলমান। সেই হিন্দুদের মধ্যে নমঃশূদ্র, জেলে, ব্রাহ্মণ, কাঁসারি এবং গোয়ালা আছে।

এই শিল্পীরা বিশ্বকর্মা পুজো এবং অম্বুবাচীর দিন কাজ বন্ধ রাখেন। মুড়াগাছার শিল্পীরা শতকরা পঞ্চাশ ভাগ হিন্দু, বাকিটা মুসলমান। হিন্দুদের মধ্যে নামঃশূদ্র, জেলে, ব্রাহ্মণ, কাঁসারি এবং গোয়ালা আছে।

নাকাশিপাড়া থানার কাঁদোয়া গ্রামে কয়েক ঘর 'পাটনি' বাস করেন। আগে এঁরা নদীতে নৌকা পারাপারের কাজ করতেন। নদীর ওপর সেতু তৈরি হওয়ার ফলে নৌকোয় করে পারাপার বন্ধ হয়ে যায়। পাটনি মাঝিরা কাজ হারালেন। কিন্তু খেয়ে পরে বাঁচতে, কাঁসা পেতলের থালা তৈরি করতে শুরু করলেন তাঁরা। কাঁদোয়ার কালো দাস (৬৫), নন্দগোপাল দাস (৫৫), মদন দাস যাঁরা ছিলেন পাটনি মাঝি তাঁরা এখন কাঁসা–পেতল শিল্পী।

মাঙ্গলিকী

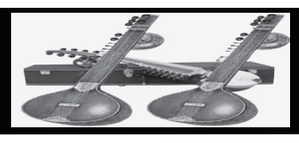

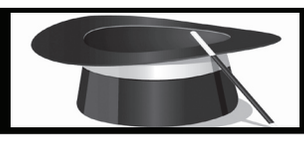

কৃষ্ণচূড়া 'ফুটলো'...

নিজস্ব প্রতিনিধি : লেখায় রেখায় অতি উজ্জ্বল ষান্মাসিক সাহিত্য পত্রিকা 'কৃষ্ণচূড়া'-র প্রথম সংখ্যার প্রকাশ ঘটল গত ২৭শে সেপ্টেম্বর। সারা দিন ব্যাপী এই উপলক্ষে সাহিত্য-সংস্কৃতির জমজমাট আসর বসল টালিগঞ্জের রাণীকুঠিতে অবস্থিত এক বিদ্যালয়ের সভাঘরে। পত্রিকায় যাঁদের লেখা প্রকাশিত হয়েছে তাঁরা ছাড়াও যাঁরা প্রকাশনা সংস্থা 'সাহিত্য সাথী'র সাথে যুক্ত, তাঁরাও এই সারাদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সর্বজন শ্রদ্ধেয় কবি রত্নেশ্বর হাজরা। তাঁর সাথে বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন পত্রিকা গোষ্ঠির সভাপতি, শিক্ষা সাহিত্য জগতের বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রবীর জানা, সঙ্গীতজ্ঞ গৌতম দেব। এছাড়াও মঞ্চে আমন্ত্রণ জানানো হয় আলিপুর বার্তার বরিষ্ঠ সাংবাদিক অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে (শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানানোর মাধ্যমে ৫০ বছরে পা দেওয়া আলিপুর বার্তার সাপ্তাহিক সংবাদপত্রকেই মান্যতা দেওয়া হল)।যথারীতি সভাপতি, বিশিষ্ট অতিথিদের পুষ্প স্তবক দিয়ে অনুষ্ঠানে বরণ করে নেওয়া হল। উদ্বোধনী 'ঐকতান' সঙ্গীত পেশ করলেন সাঁঝবাতির দল। অনুষ্ঠানে সকলকে স্বাগত জানালেন সাহিত্য সাথীর প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, কৃষ্ণচূড়ার সম্পাদক, কবি, সঙ্গীত শিল্পী সুজিত দেবনাথ। এর পরেই মোবাইলে পত্রিকাকে শুভেচ্ছা জানালেন বিশ্ববন্দিত জাদুকর (এবং কবি লেখক) পি সি সরকার জুনিয়র।

এরপর সাহিত্য সাথীর থিম সং শোনালেন গণেশ সরকার হারমোনিয়ামে সহযোগিতা করলেন সাহিত্য সাথীর 'জননী' সঙ্গীত শিল্পী জয়ন্তী দেবনাথ। এরপর স্মারক সম্মান প্রদান করা হল সন্তোষ সরকার, গৌতম দেবকে। মঞ্চে কৃষ্ণচূড়া-র আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করার পর পত্রিকাটির প্রতি শুভেচ্ছা বার্তা জানালেন সভাপতি, বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ।

অতঃপর শুরু হয়ে যায় সারাদিনব্যাপী সাহিত্য সংস্কৃতির আসর – বহু কবি, লেখক, তাঁদের বিবিধ রচনার পাঠে আসরকে জমিয়ে তোলেন। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বের সঞ্চালনা করেন মৌ গুহ, দ্বিতীয় পর্বের সঞ্চালনা করেন কবি, সঙ্গীত শিল্পী সুব্রতা সাহা – দুজনেরই সঞ্চালনা ছিল পেশাদারি ঔজ্জ্বল্যে উজ্জ্বল। আর সাহিত্য সাথীর অনুষ্ঠানে যেমন ৬ তাসের জাদু দেখিয়েছিলেন অতীতে তরুণ সাংবাদিক, জাদুকর প্রিয়ম গুহ, এদিনও তিনি সেই খেলাটি প্রদর্শনের মাধ্যমে জাদুকলাকে উজ্জ্বল করলেন।

আসরে উপস্থিত সকলকে 'লাঞ্চ প্যাকে' আপ্যায়ণ করলেন জয়ন্তী দেবনাথ। সভাঘর থেকে দূরে, স্কুলের প্রাঙ্গণেরই ভিতরে অনুষ্ঠানের 'দপ্তর' খুলে নূতন প্রকাশিত সাহিত্য পত্রিকা কৃষ্ণচূড়া বিনিময় মূল্যে সকলের হাতে তুলে দেওয়া হল – সভাঘরের ভিতরে নয়, যা সাধারণতঃ বিষদৃশ্য লাগে। সমগ্র অনুষ্ঠানের সুষ্ঠু নির্দেশনায় ছিলেন সুজিত দেবনাথ – তাঁকে আলিপুর বার্তার তরফে আন্তরিক অভিনন্দন। সাহিত্য সাথীর থিম সংটির রচয়িতা সুরকার সুজিত দেবনাথ।

জাদুকর জে পি ব্যানার্জীর সংবর্ধনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ছোট থেকেই জাদু সম্রাট পি সি সরকার সিনিয়রের জাদু দেখে জাদু শিখতে আগ্রহ হন। পেয়ে গেলেন গুরুও এবং যে সে জাদুকর নন ৫০-৬০এর দশকের নাম করা জাদুকর সুব্রত কুমার দাসকে, যিনি বাংলার জাদু জগতে জাদুকর এস কে দাস নামেই খ্যাত হন। যাঁর হাতে পরবর্তীকালে তৈরি হয়েছেন বাংলার আর এক দিকপাল জাদুকর গৌতম গুহ।

গুরু শিষ্য একই শহর কোন্নগরের বাসিন্দা। ফলে গুরুর কাছে তালিম নেওয়া সহজ হল। শহরের বিভিন্ন পল্লিতে জাদু প্রদর্শনীও শুরু করে দিলেন। আবার গুরুর জাদু প্রদর্শনীতে অংশ গ্রহণ করেন সহকারী হিসাবেই শুধু নয়, গুরুর প্রদর্শনীর ফাঁকে ফাঁকে নিজেও খেলা দেখাতে লাগলেন। জাদু সম্রাট পি সি সরকারের স্থাপিত জাদু সংগঠনের সদস্য পদও লাভ করেন। এরপর কর্মজীবনে প্রবেশ। নাম করা বেসরকারি কোম্পানিতে উঁচু পদেই সুদীর্ঘ চাকরি জীবন কাটান। চলতে থাকে নিয়মিত পেশাদারি জাদু প্রদর্শন। ক'বছর আগে চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। ফলে 'জাদু' নিয়ে আরও মেতে উঠেছেন। কোন্নগরে আজ তাঁর বাড়িতে জাদু আড্ডা পেরিয়ে গেছে ১৫ বছর । প্রতিটি আড্ডাতেই ৩০-৩৫ জন জাদুকর যোগদান করেন। কারণ শ্রীব্যানার্জীর বাড়িতে জাদু আড্ডা সব সময়েই হয় ''তোমার খোলা হাওয়ায়'' মাত্রায়। শ্রী ব্যানার্জীর জননী, সহধর্মিনী সমমর্মিনী, পুত্র, পুত্রবধূ সবাইকে আড্ডায় পরিবারের আপন করে নেন। এমন কি সংসারের অতি কনিষ্ঠা সদস্যা পৌত্রীও কোল বিচার না করে সবার কোলেই ঝাঁপায় (এই প্রসঙ্গে জানানো যায় সম্প্রতি তাঁকে না জানিয়েই ওই আসরে সংবর্ধনাও জানানো হয় শ্রী ব্যানার্জীকে ফলে তিনি বিস্মিত হলেন, আপ্লুতও হলেন!)।

জে পি ব্যানার্জী আজ সারা দেশের জাদু জগতে অতি পরিচিত ব্যক্তি। ভারতবর্ষের কোনও জায়গায় এমন কোনও

জাদুকর সম্মেলন হয় না যেখানে তিনি যোগদান করেননা এবং বহু সম্মেলনে বাংলা থেকে বরিষ্ঠ জাদুকর হিসাবে জাদু প্রদর্শনীর আমন্ত্রণ পান। এইসব প্রদর্শনী থেকে তিনি বিশেষ স্মারক সম্মানও পেয়েছেন। বাংলার বাইরে তিনি জাদু প্রদর্শনীর জন্য 'জাদু শিরোমণি' সম্মানও পেয়েছেন। সেই জাদুকর জে পি ব্যানার্জীকে গত ১১ অক্টোবর ১৩ বছর পার করা বড়িশার জাদু আড্ডায় সংবর্ধনা জানানো হল তাঁর হাতে বিশেষ মানপত্র, স্মারক পদক, জাদুর খেলা তুলে দিয়ে। তুলে দিলেন বরিষ্ঠ জাদুকর ভি এম ঘোষ, জাদুকর গোরা দত্ত (আড্ডার রেসিডেন্ট ম্যাজিসিয়ান, সংবর্ধনার পরিকল্পক), জাদুকর সমীর গুহ ঠাকুরতা (আড্ডার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক), জাদুকর অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় (আড্ডার সঞ্চালক), জাদুকর সতীপ্রসাদ সরকার (আড্ডার আহ্বায়ক) আর সাথে রইল আড্ডায় নিয়মিত অংশ গ্রহণকারি ক্ষুদে জাদুকর সূর্য। সবাই জে পি ব্যানার্জীর জাদুকর হিসাবে, মানুষ হিসাবে গুণাবলীর কথা বলেন। আর আসরে শ্রী ব্যানার্জীর সাথে উপস্থিত তার সহধর্মিনীর হাতে পুষ্প স্তবক তুলে দিয়ে সংবর্ধনা সম্পূর্ণ করা হল। বস্তুতঃ তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে শ্রীমতী ব্যানার্জী তাঁর স্বামীর প্রতি কপট রাগ প্রকাশ করলেন স্বামীর জাদু নিয়ে সারাজীবন 'পাগলামি'র জন্যে। বোঝা গেল, তিনি পাশে আছেন বলেই জেপি ব্যানার্জী 'জাদুকর জেপি ব্যানার্জী' হয়ে উঠতে পেরেছেন... পরে জে পি ব্যানার্জী বললেন, তিনি আজ যে সম্মান পেলেন তা তিনি তাঁর প্রয়াত গুরুকেই অর্পণ করলেন। পরে দেখালেন তাঁর নিয়মিত জাদু প্রদর্শনীর কিছু খেলা, সকলের করতালিতে ভূষিত হল তাঁর জাদু প্রদর্শন। এদিন আসরে বরিষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী অনিল দে (বয়স ৮৩) অসাধারণ বিভিন্ন গান শোনালেন, বললেন আধুনিক বাংলা গানের স্বর্ণযুগের কথা। অসীম গুহ ঠাকুরতা শোনালেন জাদু নিয়ে তার স্বরচিত স্বসুরাপিত হৃদয় ছোঁয়া গান। জাদু প্রেমী কবি বুদ্ধদেব নাগ মজুমদার শোনালেন তাঁর 'সিগনেচার পিস' কবিতা 'কলোনির সেকাল, একাল'। আসরে আরও জাদু দেখালেন অনুপ চক্রবর্তী, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ক্ষুদে জাদুকর সূর্য। অশ্রু থেকে জাদুকর শ্রীনিবাস এক সময়ে জাদুকর জে পি ব্যানার্জীকে ফোনে শ্রদ্ধা সমৃদ্ধ শুভেচ্ছা জানালেন। আড্ডার জননী শ্রীমতী গুহঠাকুরতা সকলকে প্রভূত জলযোগে নিজে আসরে উপস্থিত থেকে আসরকে করে তুললেন 'পারিবারিক আসর'।

গ্রন্থপ্রকাশ ও সাহিত্যবাসর অনুষ্ঠান গোবরডাঙায়

অরিন্দম রায়চৌধুরী : উত্তর ২৪ পরগনা জেলার গোবরডাঙা গবেষণা পরিষদের উদ্যোগে আয়োজিত হয় গ্রন্থ প্রকাশ ও সাহিত্যবাসর অনুষ্ঠান। ৫ অক্টোবর মহালয়ার দিন সংস্থার সভাগৃহে সাহিত্যিক গৌতম রায়ের 'ললিতা' ও 'ভিন্নরূপে নারী' উপন্যাস দুটির উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত লেখক কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর। এছাড়াও এদিন অর্চনা দে বিশ্বাসের লেখা 'ধর্মের প্রথায় ও আইনে ভারতীয় নারী' বইটির উদ্বোধন সহ রামমোহন দত্ত সম্পাদিত 'অনুপম সাথী'র শারদীয়া সংখ্যাও প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশনার উদ্বোধন করেন বিশিষ্ট পরিবেশবিদ দীপক কুমার দাঁ। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উত্তর চব্বিশ পরগণা সাহিত্য আকাদেমির সভাপতি কবি বিপ্লব চন্দ। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আকাশবাণীর নাট্য বিভাগের প্রধান আশিস গিরি, সাহিত্যিক ঋতুপর্ণ বিশ্বাস, কবি গোবিন্দ পান্তি, ভাস্কর শিল্পী সৌমেন কর, প্রাবন্ধিক সুনীলকৃষ্ণ মণ্ডল প্রমুখ।

উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন প্রয়াত সংগীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীত গবেষক ও সঙ্গীত শিল্পী তপন মুখোপাধ্যায়। স্বাগত ভাষণ পাঠ করেন প্রকাশিত উপন্যাস দুটির ভূমিকা লেখক তথা সাহিত্যিক ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়।এদিনেরসাহিত্যবাসরে স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন গৌরাঙ্গ দাস, সোফিয়ার রহমান, শংকর সাহা, শিল্পী দেবনাথ, সামিরুল হক, অপূর্ব মণ্ডল, সুশান্ত নাগ, রণজিৎ হালদার, দীপক মণ্ডল, অর্চনা দে বিশ্বাস, সুজাউদ্দিন মণ্ডল (বাপ্পা), পলাশ মণ্ডল, ড. জয়শ্রী মিত্র, রামমোহন দত্ত, ভাস্কর মণ্ডল প্রমুখ। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বাসুদেব মুখোপাধ্যায়।

কালের খবরের সাহিত্য সন্ধ্যা

যতীন্দ্রনাথ সরকার: গত ৫ই অক্টোবর সোমবার বিকেল ৫ টায় জীবনান্দ সভাঘরে 'কালের খবর'-এর উদ্যোগে এক মনোজ্ঞ সাহিত্য সভা আয়োজন হয়।

সমান্নীয় অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ও কবি কৃষ্ণা বসু, কবি কমল দে শিকদার, কবি পৃথ্বীরাজ সেন এবং পরিব্রাজক গৌতম বিশ্বাস।

প্রথমে সৌমলী রাহা রায়ের পরিবেশিত সংগীতের মধ্য দিয়ে সাহিত্য সভার উদ্বোধন হয়। এরপর মহুয়া হালদার, স্নিগ্ধা মিত্র মুখার্জী ও সুকুমার কর সংগীত পরিবেশন করেন। সংগীতের সুর মূর্ছনায় গোটা অনুষ্টানটি অন্যমাত্রা পায়। শর্মিষ্ঠা সেন ও গোপাল গাঙ্গুলীর যৌথ উদ্যোগে পরিবেশিত হল শ্রুতি নাটক যা অনবদ্য ও প্রশংসনীয়।

এরপর কালের খবরের পক্ষ থেকে সম্পাদক শ্রী অভিজিৎ গুপ্ত সংগীত রত্ন সম্মান প্রদান করেন সুকুমার কর, এবং অর্ধেক আকাশ সম্মানায় সংবর্ধনা জানান হয় সুচরিতা চক্রবর্তী ডা: সীমা ভৌমিক, শাশ্বতী ব্যানার্জী পাল, নন্দিতা ঘোষ, পিয়ালী পাল গুহ, সুমিতা চক্রবর্তী, শর্মিষ্ঠা সেন, ঋক রায়, ড: ভারতী বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়ন্তী আচার্য। বাংলাদেশ থেকে আগত কবি সোহেল মোহম্মাদ ফাকরুদ্দিন ও তার বন্ধুস্থানীয় আরেক কবি বিশেষ সম্মাননায় সংবর্ধনা জানানো হয় কালের খবরের পক্ষ থেকে।

সম্বর্ধনা পর্ব শেষ হলে উঠতি গায়ক সুকুমার করের আধুনিক বাংলা গানের অ্যালবাম পূজোয় মা দুর্গা এসেছে উদ্বোধন করলেন বিশিষ্ট কবি কৃষ্ণা বসু। রাগা মিউজিক নিবেদিত ৬ টি আধুনিক বাংলা গানের সংবলিত এই সিডিটির সঙ্গীতায়োজনে ছিলেন বিশিষ্ট তবলাবাদক অসীম সেনগুপ্ত ও কথা- সুর দিয়েছেন সুকুমার কর।

এই বর্ণা। সাহিত্য সভার অহ্বায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ ছিলেন মণীশ রঞ্জন চক্রবর্তী এবং কালিশংকর বাগচি ও সঞ্চালনায় ছিলেন স্নিগ্ধা মিত্র মুখার্জী। অবশেষে উপস্থিত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সমাপ্তি ঘটে।

পথচলা শুরু করল মাসিক পত্রিকা 'বিনোদন প্লাস'

নিজস্ব সংবাদদাতা : এই শারদীয়া দুর্গাপুজোয় আর একটি নতুন বাংলা রঙিন মাসিক পত্রিকার শুভ সূচনা হল। ''বিনোদন প্লাস'' পত্রিকাটির নাম। মুখবন্ধে বলা হয়েছে, 'সংবাদ সাংস্কৃতিক বিনোদনমূলক মাসিক পত্রিকা'। উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি হল গত ১৬ই অক্টোবর শুক্রবার ৩ ঘটিকায় বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভামঞ্চে। প্রদীপ জ্বালিয়ে শুভ সূচনা করলেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ড. সুমিত্রা চৌধুরী। শঙ্খ বাজান অভিষেক নস্কর। সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন প্রখ্যাত অভিনেতা ও শিক্ষাবিদ ড. শঙ্কর ঘোষ। প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ড. কানন বিহারী গোস্বামী। এছাড়া মঞ্চে ছিলেন অধ্যাপিকা ড. স্বস্তি মণ্ডল, অধ্যাপক পল্লব মুখোপাধ্যায়, সম্পাদক বাপ্পাই সিনহা।

অতিথিদের পুষ্প স্তবক দিয়ে বরণ করে দেন সৌমেন রায় ও অভিষেক নস্কর। প্রত্যেকে বক্তা

তাঁদের ভাষণে এমন একটি সর্বাঙ্গ সুন্দর পত্রিকার শ্রীবৃদ্ধি কামনা করলেন। সম্পাদক বাপ্পাই সিনহা জানালেন পরবর্তী সংখ্যাগুলি আরও বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠবে। একটি শক্তিশালী লেখক গোষ্ঠী রয়েছে এই পত্রিকায়। সভাপতি ড. শঙ্কর ঘোষ তাঁর বক্তব্যের পর শ্রোতাদের অনুরোধে শোনালেন 'আমি চেয়ে চেয়ে দেখি সারাদিন' গানটি। প্রধান অতিথি ড. কানন বিহারী গোস্বামী শোনালেন 'শঙ্খে শঙ্খে মঙ্গল গাও' গানটি। সুরকারদ্বয় অরূপ-প্রণয়ের যিনি প্রণয় ভট্টাচার্য, তিনিও কয়েকটি গান পরিবেশন করেন। পরিশেষে জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশন। মিষ্টি মুখের ব্যবস্থাও ছিল এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে।

বাবলু ভক্তা : একজন শবর কাঁকড়া শিকারি

শঙ্করকুমার প্রামাণিক

ব-চর নদীর বাঁধ ধরে হাঁটছি। এঁটেল মাটির বাঁধ। বর্ষায় বাঁধের ওপর দিয়ে যাতায়াত করার ফলে, পথটা এবড়োখেবড়ো হয়ে ছিল। পরে

শুকিয়ে সেগুলো শক্ত হয়েছে। হাঁটতে বেশ অসুবিধে হচ্ছিল। এখন ব-চর নদীকে, নদী মনে হয় না। চড়া পড়ে ক্ষীণকায়। বাঁধের দু'দিকে ছোটো ছোটো মাটির বাড়ি। বাঁধের পশ্চিমদিকের বাড়িগুলো ছাড় ছাড়। নদীর চড়ার ওপর। দখল করা জায়গায়। আর পূবদিকের বাড়িগুলো কতকটা গায় গায়। এগুলো কেনা জায়গায় ওপর।

মিনিট দশেক হাঁটার পর পশ্চিম দ্বারকাপুর খেয়া ঘাটে (পাথরপ্রতিমা থানায়) পৌঁছলাম। এখান থেকে ইঞ্জিন ভ্যানে করে বাস স্টপেজে যাব। সেখান থেকে বাস ধরে কলকাতায় ফিরব। এসে দেখি, একটা ভ্যান দাঁড়িয়ে আছে। ভ্যানওলা নেই।

– শবরদের গ্রামে।

– আপনি কি সাংবাদিক?

– না।

–ভ্যানের জন্যে আপেক্ষা করছেন?

– হ্যাঁ।

–ভ্যানের জন্যে অপেক্ষা করবেন না। কম করে পাঁচজন প্যাসেঞ্জার না হলে ভ্যান ছাড়ে না। আজ হাটবার নয়। হাটবার হলে লোক হয়ে যেত। এখন সে সম্ভাবনা নেই।

– তাহলে উপায় কী?

– এখান থেকে হেঁটে বাঁধের মোড়ে যান। মাইল দু'ই হবে।

তবে তাই করি বলে, হাঁটা শুরু করলাম। ইটের সোলিং করা রাস্তা। দু'দিকে ধান খেত। রাস্তার দু'দিকে লাইন দিয়ে সোনাঝুরি গাছ। মাঝে মধ্যে দু'চারটে ইউক্যালিপট্যাস। মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে। পথচারীদের স্যালুট করছে। অঘ্রান মাস। খেতের ধান পেকেছে। তার ওপর পড়েছে শীতের সকালের নরম রোদ্দুর। ধান কাটা শুরু হয়েছে। পুরুষ ও মহিলা পাশাপাশি ধান কাটছেন। আমি এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে চলেছি। আমার আগে আগে, বিশ-পঁচিশ হাত তফাতে, একজন মধ্যবয়সী পুরুষ, একটা বাচ্চা মেয়ের হাত ধরে হেঁটে চলেছেন। তাঁর পিঠে একটা বেশ বড়ো সিনথেটিক ব্যাগ। কাঁধে শাবলের মতো একটা বস্তুতে ঝুলিয়ে নিয়ে হাঁটছেন। আমার ইচ্ছে হল ওই ব্যক্তির সঙ্গে গল্প করতে করতে হাঁটব। দ্রুত পা চালিয়ে তাঁকে ধরে ফেললাম।

লোকটিকে দেখে আমার মন খুশিতে ভরে উঠল। এঁদের খোঁজে তো সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকাতে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ব্যক্তিটি তাঁর কাঁধে যে বস্তুতে পিঠের ব্যাগটি ঝুলিয়ে রেখেছেন, সেটাকে আমি চিনি। এটাকে বলে খোন্তা। আদিবাসীরা শিকে কাঁকড়া ধরার সময় এটা ব্যবহার করেন। আমি কাছে গিয়ে জিগ্যেস করলাম, কতদূর যাবেন?

– বাঁধের মোড়।

– চলুন একসঙ্গে যাই। বাচ্চাটা কে?

– আমার মেয়ে।

ওকে ওর পিসির বাড়ি রেখে, আমি আঠারোগাছি ঘাটে যাব। সেখান থেকে আমাদের নৌকো ছাড়বে। আমরা টাইগার ফরেস্টে কাঁকড়া ধরব (ব্যাঘ্র প্রকল্পের মধ্যে)। আমার সহপথচারী ব্যক্তিটির নাম বাবলু ভক্তা (৪৫)। শবর। বাবার নাম অতুল ভক্তা। থাকেন পশ্চিম দ্বারকাপুর আদিবাসী পাড়ায়। দুই মেয়ে। ঋতু (১৬) এবং সুষমা (৭)। বড়ো মেয়েটা পড়ে নবম শ্রেণিতে।

দু'টো বিষয় আমাকে চমকিত করেছে। এক, আমি দু'দিন ধরে আদিবাসী পাড়ায় শবরদের সঙ্গে ঘুরেছি। যাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে তাঁরা সবাই নিরক্ষর। দু-একজন ছিলেন, যাঁরা শুধু নাম সই করতে পারেন। দুই, আশি শতাংশের বেশি দম্পতির গড়ে পাঁচটা থেকে ছয়টা করে সন্তান। আমার দেখা বাবলু ভক্তাই একমাত্র ব্যতিক্রম।

ছোটোটা দ্বিতীয় শ্রেণিতে। দু'টো বিষয় আমাকে চমকিত করেছে। এক, আমি দু'দিন ধরে আদিবাসী পাড়ায় শবরদের সঙ্গে ঘুরেছি। যাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে তাঁরা সবাই নিরক্ষর। দু-একজন ছিলেন, যাঁরা শুধু নাম সই করতে পারেন। দুই, আশি শতাংশের বেশি দম্পতির গড়ে পাঁচটা থেকে ছয়টা করে সন্তান। আমার দেখা বাবলু ভক্তাই একমাত্র ব্যতিক্রম।

বাবলু ভক্তা জানালেন এবছর (২০১৫) কার্তিক মাসে ব্যাঘ্র প্রকল্পের মধ্যে ভারাবনি জঙ্গলে কাঁকড়া ধরতে গিয়েছিলেন। সেই দলে ছিলেন দশজন। তিন জন মহিলা। সাত জন পুরুষ। মহিলারাও পুরুষদের মতো কাঁকড়া ধরায় দক্ষ। এক ট্রিপে (৮ থেকে ১০ দিনে) ১ কুইন্টাল ৫০ কেজি কাঁকড়া ধরেছিলেন। বিক্রি করে ৩৫ হাজার টাকা হয়েছিল। বাবলু বললেন, কাঁকড়ার আড়তদারের কাছ থেকে দাদন নেওয়া না থাকলে আরও পাঁচ-সাত হাজার টাকা বেশি পাওয়া যেত। আড়তদারের দামেই আমাদের কাঁকড়া বেচতে হয়েছে। তিনি আরও জানালেন কাঁকড়া ধরতে গিয়ে তাঁদের রান্না, খাওয়া, শোয়া, বসা সবই নৌকোর ওপর। নৌকোতে আড়াআড়িভাবে শোয়া। এক দিকে মহিলা, অন্যদিকে পুরুষ। মাঝখানে কিছু গ্যাপ। জঙ্গলে মশার খুব উপদ্রপ বলে মশারি খাঁটাতে হয়। সাধারণত পুরুষ মহিলা আলাদা মশারি ব্যবহার করেন। বাবলু ভক্তা বলেন, মশারিটা যথেষ্ট লম্বা হলে একই মশারি পুরুষ-মহিলা উভয়ই ব্যবহার করেন। এ ব্যাপারে এঁদের মধ্যে কোনও দ্বিধা বা সংকোচ নেই। এ ধরনের জীবনযাত্রায় এঁরা অভ্যস্ত। সমস্ত জল-জঙ্গলজীবীরা নৌকোকে কাষ্ঠদেবীর মন্দির মনে করেন। কোন অবস্থাতেই এঁরা এই নৌকোর পবিত্রতা ক্ষুন্ন হতে দেন না।

সুন্দরবনের ডায়েরি

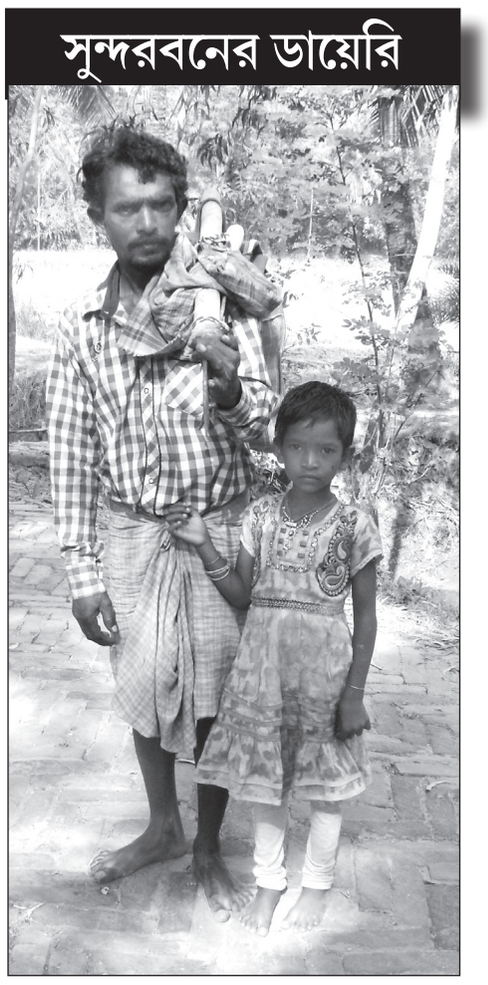

সুদীপের নাম ভাসছে জাতীয় মহলে

প্রজ্ঞানে মজে বাঙালির ক্রিকেট আঙিনা

কমল নস্কর

বাংলা ক্রিকেটে হঠাৎ করেই সুখের হাওয়া। কলকাতা তথা রাজ্যে শীত জাঁকিয়ে বসার কিছুদিন আগেই এই নয়া হাওয়ার উচ্ছ্বাসে প্রবাহিত হচ্ছে বাংলা। সৌজন্যে ভারতীয় দলের প্রাক্তন অফস্পিনার প্রজ্ঞান ওঝা। বস্তুত তার অসাধারণ বোলিং নৈপুণ্যে ভারতীয় ক্রিকেটের মেগা আসর রঞ্জি ট্রফিতে পাদপ্রদীপের আলোয় ফিরে এসে বাংলার ক্রিকেট দল। সুদীপ চট্টোপাধ্যায়ের দুর্দান্ত ব্যাটিং, মনোজ তিওয়ারির বুদ্ধিদীপ্ত অধিনায়কত্বকে পিছনে ফেলে টিআরপি তে এখন প্রজ্ঞানই বাংলার সেরা দীপাবলীর আইটেম। চাকিংয়ের অভিযোগে ভারতীয় ক্রিকেটের মূল বৃত্ত থেকে ছিটকে যাওয়ার পরেও যে এভাবে ফিরে আসা যায় তার সার্থক উদাহরণ এই প্রজ্ঞান। ভাবাই যায়নি এভাবে তার পুনরুত্থান ঘটবে। আর একবার যখন ঘুরে দাঁড়িয়েছেন পরের লক্ষ্য যে সটান ভারতীয় দলে প্রত্যাবর্তন তা কে না জানে। মুখে এই ব্যাপারে রা-ও কাটছেন না ওঝা। তার সাফ কথা এখন বাংলা নিয়েই ভাবছি আমি। দাদা ওরফে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁকে কলকাতায় এনে যে সম্মান দিয়েছেন এবং সুযোগ করে দিয়েছেন তা সুদে-আসলে ফিরিয়ে দিতে চাইছেন। মুখে যেটা বলছেন না তা হল, বাংলাকে জাতীয় মানে একটা বড় পর্যায় উত্তীর্ণ করার মাধ্যমে ধাপে ধাপে বিরাট কোহলির টিম ইন্ডিয়া সংসারে ঢুকতে চাইছেন তিনি। তাছাড়া সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় যিনি আবার প্রজ্ঞানের গাইডও বটে তিনি এখন রাজ্য ক্রিকেটের শেষ কথা। এমনকি শ্রীনিবাসন পরবর্তী যুগে আইসিসি টেকনিক্যাল কমিটির গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বেও সৌরভ। সবমিলিয়ে দাদা তাঁর ভাই প্রজ্ঞানের ওপর যে আশা ভরসা রেখেছেন তার পালটা দিয়ে ভারতীয় দলের রাস্তাও প্রশস্ত করা হচ্ছে।

এতো গেল ভবিষ্যতের গল্প। যা নিহীত হচ্ছে প্রজ্ঞানের বোলিং ভেলকির মাধ্যমে। কি সেই পারফরমেন্স যার জন্য এত তাড়াতাড়ি প্রজ্ঞান বাংলার হিরো হয়ে উঠেছেন। দেব-জিৎদের সঙ্গে রীতিমতো পাল্লা দিচ্ছেন এই ক্রিকেট তারকা। দীপাবলী মানাতে হায়দ্রাবাদে গিয়েও পরিবারের লোকেদের তিনি কলকাতার আদর-যত্নের ছবি দেখাচ্ছেন, ক্যামেরার সংগ্রহশালা খুলে দিয়ে। কলকাতার অলি-গলিতে মায় রাজ্যের যে কোনও প্রান্তে গেলেই এখন টিন-এজার সমর্থকদের আবেগে ভেসে যেতে হচ্ছে তাকে। অথচ এইবাংলাতেই প্রাক্তন যেসব জাতীয় দলের ক্রিকেটার খেলে গিয়েছিলেন তাদের এমন জনপ্রিয়তা ছিল বলে মনেই পড়ছে না। এই তো চেতন শর্মা, নরেন্দ্র হিরওয়ানিদের মতো কত স্টার ক্রিকেটার এখানে এসেছেন, ক্লাবে দলে খেলেছেন, বাংলার হয়ে মাঠেও নেমেছেন, কিন্তু বাঙালির হৃদয় জয় করতে পারেননি। সেদিক থেকে একেবারেই আলাদা এই প্রজ্ঞান। এসেই তিনি জয় করে নিয়েছেন বাংলার মন। ইতালিয়ান ভাষার শরণাপন্ন হয়ে বলাই যায়, ভিনি-ভিডি-ভিসি। অর্থাৎ এলাম, দেখলাম এবং জয় করলাম।

প্রজ্ঞান ওঝার কেরিয়ার গ্রাফটা দেশের হয়ে প্রথম দিকে বেশ উজ্জ্বলই ছিল। তার বিশেষ কিছু ডেলিভারি বিদেশি তারকাদেরও সমস্যায় ফেলেছে একাধিকবার। সেই স্পিনার হঠাৎকরে কেমন করে চাকার হয়েঙ উঠলেন? তাও আবার আন্তর্জাতিক আঙিনায়। এটা নিশ্চয়ই বড় প্রশ্ন দুনিয়ার ক্রিকেট প্রেমীদের কাছে। এখানকার ক্রিকেট ভক্তদের তো এই ঘটনা ভীষণ আঘাত পৌঁছেছিল। চাকার বদনাম ঘুঁচিয়ে ক্রিকেট বিশ্বে রাজ করার উদাহরণ হাতের সামনে ছিলও প্রজ্ঞানের। পড়শি দেশ শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন স্টার স্পিনার মাথাইয়া মুরলীধরনকে চাক করার জন্য আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে ছিটকে যেতে হয়েছিল। আবার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এই অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটেছিল যা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল মাথাইয়ার কাছে। সেই মুরলীই পরবর্তী ক্ষেত্রে অক্লান্ত পরিশ্রম করে বোলিং অ্যাকশন পালটে ক্রিকেট বিশ্বের মূল স্রোতে ফিরে আসেন। এই ধরণের নজির বোধহয় উদ্দীপ্ত করে থাকবে ওঝাকে। তাছাড়া সৌরভ এবং ভিভিএস লক্ষ্মণের প্রবল উৎসাহ যোগানোর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করছেন তিনি।

ভারতীয় দলে ফিরে আসতে হলে প্রথম যে কাজটি সার্থকভাবে করতে হত বোলিং অ্যাকশন চেঞ্জ করে তা ঘটিয়ে ফেলেছেন প্রজ্ঞান। এবার হল আসল পদক্ষেপ। এমনিতে পূর্বাঞ্চল নির্বাচক সাবা করিম তার হয়ে ভারতীয় দলের মিটিংয়ে কথা পারবেন তা বোঝাই যাচ্ছে। এছাড়াও সৌরভের আপডেট করা রিপোর্ট আরও বেশি ইতিবাচক হবে তার পক্ষে। যদিও বিরাট কোহলির নেতৃত্বাধীন টিম ইন্ডিয়া শিবিরে পুরোপুরি মাথা গলিয়ে ফেলতে হলে আরও অনেকটা এগোতে হবে। বাংলাকে নক আউট পর্যায়ে নিয়ে যাওয়া তার অন্যতম মিশন হতে চলেছে। যার ফলে রঞ্জির সেরা দলগুলির সেরা ব্যাটারদের মোকাবিলা করতে পারবেন ওঝা। যে আত্মবিশ্বাস তিনি সঞ্চয় করেছেন তার ওপর ভর করে পরের ঝামেলাগুলি কাটাতে পারবেন বলেও ধরে নেওয়া হচ্ছে একরকম। যেটা করতে পারলে ইন্ডিয়া ক্যাপ নিশ্চিত হওয়া একরকম সময়ের অপেক্ষা। বাংলার পরের ম্যাচগুলিতে যাওয়ার আগে বিদর্ভকে কিভাবে প্রজ্ঞান বধ করলেন তা দেখে নেওয়া যাক। সবথেকে বড় কথা যে ইডেনে প্রজ্ঞান তার বোলিং জাদু মেলে ধরলেন সেখানে কোনওভাবেই লাটু মার্কা স্পিন সহায়ক উইকেট ছিল না। যা কদিন আগেই পেয়েছে বিরাটবাহিনী। তাও শুধুমাত্র নিজস্ব বোলিং মুন্সিয়ানায় বিদর্ভকে একরকম পেরে ফেললেন তিনি। যা দীপাবলীর শুভ লগ্নে অনেক পাড় বাঙালির চেয়েও বেশি করে তুলেছে তাকে। টালা থেকে টালিগঞ্জ সবার প্রজ্ঞানদা তাই তিনি।

বুড়োদের ক্রিকেটে দাদার কীর্তি, বাপি বাড়ি যা

নিজস্ব প্রতিনিধি : টপ ফর্মের শচীন তেন্ডুলকর স্বপ্নেও নাকি তাড়া করত অজি তারকা শেন ওয়ার্নকে। শচীনের বেধড়ক ঠ্যাঙানির সামনে যাবতীয় প্রতিরোধ হারিয়ে স্বপ্নেই অস্ফুট চিৎকার করতেন বিশ্বের অন্যতম সেরা এই লেগস্পিনার। সেই ওয়ার্নের দলের কাছে অবশ্য মার্কিন মুলুকে রীতিমতো নাজেহাল হতে হচ্ছে শচীন বাহিনীকে। অবশ্য কোনও প্রতিযোগিতামূলক ইভেন্টে নয়, বলা ভালো বুড়োদের ক্রিকেটে। যদিও প্রাক্তন তারকাদের এই ক্রিকেটকে ঘিরে উৎসাহের অন্ত নেই সমর্থককূলের মধ্যে।

বরং কিছু কিছু ক্ষেত্রে আমেরিকার মাঠকে ভারতের মাঠ বা উপমহাদেশের মাঠ বলেও মতিভ্রম হতে পারে যে কারওরই। 'বুড়ো'দের এই ক্রিকেট প্রতিযোগিতা বা সিরিজে প্রথম থেকেই পিছিয়ে গিয়েছেন শচীন, অন্তত দল বাছাইয়ের দলে নিরিখে তো বটেই। তার দলে যেখানে সৌরভ, শোয়েবদের মতো বহুদিন আগে ক্রিকেট কিট গুছিয়ে ফেলা ক্রিকেটারের প্রাবল্য বেশি সেখানে শেনের ওয়ার্নি ব্রিগেডে সদ্য খেলা ছাড়া কুমার সঙ্গকারা বা জ্যাক কালিসরা প্রধান মুখ। বলাবাহুল্য তফাৎও গড়ে দিচ্ছেন এরাই। বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় ভোর রাত থেকে শচীন বনাম ওয়ার্নের লড়াইয়ের দিকে যারা চোখ রেখেছিলেন তাদের হতাশ করেছে বাংলার মহারাজ সৌরভের পারফরমেন্স। ব্যাটিং স্লটে শচীনের সঙ্গে যিনি নামার আব্দার জুড়েছিলেন সেই সৌরভ এই ম্যাচে করলেন সাকুল্যে ১২ রান। তবে জ্যাক কালিসের বলে লংয়ের ওপর দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া বিশাল ছক্কাটা এক পলকের জন্য হলেও তার জাত চিনিয়েছিল।

যদিও সৌরভোচিত রাজকীয় অফ-ড্রাইভ এদিন বেরোয়নি তাঁর হাত থেকে। সৌরভের মতো ব্যাট হাতে অতটা খারাপ ছিলেন না শচীন। আগের চেয়ে শ্লথ হয়ে গেলেও করলেন ৩৩, এবং অনেক কম বল খেলে। শচীনের দলের হয়ে এদিনও ছন্দে ছিলেন সদ্য ক্রিকেট ছাড়া বীরেন্দ্র সহবাগ। মূলত এর জেরেই ওয়ার্নের দলের বিশাল ২৬২ তাড়া করে ২০০ পার করতে পারল মাস্টার ব্লাস্টারের দল।

প্রথম ব্যাট করে শচীনের দলের

জেতার আশায় আগেই জল ঢেলে দিয়েছিল কুমার সঙ্গকারার বিধ্বংসী ৭০। তাও আবার ৩০ বলে। পাশাপাশি ওপেন করে জ্যাক কালিসের ৪৫, রিকি পন্টিংয়ের ৪১ যথেষ্ট বলার মতো স্কোর। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে এদিন ফিল্ডিংয়ে একরকম লোকাতে হচ্ছিল। কোনওরকমে একটা বল ধরলেন, তাও মুখে ফুটে উঠলো যন্ত্রণা। সৌরভের মতো অনেকদিন আগে খেলা ছাড়া রিকি পন্টিং ছিলেন অনেকটাই সাবলীল। এটা বোধহয় ভারতীয় আর অস্ট্রেলীয় ফিটনেসের পার্থক্য। বয়স্কদের ক্রিকেটে কে জিতল তা নিয়ে কেউই অবশ্য মাথা ঘামাচ্ছেন না। বরং তাদের বক্তব্য জিতল এখানে জেন্টলসম্যান গেম ক্রিকেটই। সৌরভের ছক্কাটাও এই ম্যাচের বিশাল প্রাপ্তি। এতদিন পরেও 'বাপি বাড়ি যা' নিয়ন্ত্রণে রয়েছে বাংলার দাপুটে মহারাজের।

আমরাও এবার হোয়াটস অ্যাপে

আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের অ্যাপস অ্যাকাউন্টে কারণ আপনারাই এখন

'অ্যাপস রিপোর্টার'

চিঠি মেলের দিন শেষ

এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে

আমাদের নম্বর ৯০৩৮৬৪০০৩০

মনের খেয়াল

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

পুরনো খামে

জে এন রায়

লেটার বক্সটা খুলে সেদিন অসীম একটা পুরনো খাম পেয়ে বেশ কৌতূহলী হয়ে উঠল। নাম ঠিকানার জায়গায় একটা সাদা কাগজ আঠা দিয়ে লাগানো। তাতে গোটা গোটা অক্ষরে ওর নাম লেখা। প্রেরকের নাম নেই।

অন্দরে প্রবেশ করে নজরে এল, পাপু আজ বেশ তাড়াতাড়িই পড়তে বসেছে। আজ তার গলার আওয়াজও বেশি। অফিসের পোষাক ছেড়ে বাথরুমে ঢুকল। চিঠিটার কথাটা মাথার মধ্যে ঘুরতে থাকে। চিঠিটাতে ডাকটিকিট নেই। তার মানে হয় কেউ এসে দিয়ে গিয়েছে কিংবা কুরিয়ারে পাঠানো। চিঠিটা সুমিত্রার সামনে খোলাটা ঠিক হবে না। পরে কোনও এক সময় খুললেই হবে।

চা জলখাপার খেয়ে খবরের কাগজটা নিয়ে বসল, সঙ্গে সেই খামখানা। চিঠিটা খুলে অবাক। চিঠির বিষয় বস্তুতে রাগ হবার কথা। কিন্তু, আজ কেন যেন তার খুব লজ্জা হল। তাইতো এই দিকটা ও কোনও দিন ভেবে দেখেনি। ওর নিজের স্বভাবের পরিবর্তন দরকার। সুমিত্রাকেও এই চিঠিটা পড়ানো প্রয়োজন। চিঠিটা এবার একটা নূতন খামে ঢুকিয়ে সুমিত্রার নাম লিখে বাড়ির ঠিকানা লিখল।

পরের দিন অফিস যাবার পথে এক ক্যুরিয়র অফিসে চিঠিটা দিয়ে বলল, দয়া করে আজই যেন চিঠিটা সুমিত্রাদেবীর হাতে পৌঁছয়।

সুমিত্রাও সেই চিঠিটা পেয়ে আশ্চর্য হয়ে গেল। তাতে লেখা –

শ্রীচরণেষু,

বাবা ও মা, তোমরা আমার প্রণাম নিও এবং আমার এই ধৃষ্টতার জন্য ক্ষমা করে দিও। নিতান্ত নিরুপায় হয়েই আমার এই চিঠি। আমি লক্ষ্য করেছি সামান্য তুচ্ছ কারণেও তোমরা কথাকাটাকাটি কর। এই ছোট্টা বাড়িতে সে গুলো আমার কানে পৌঁছে যায় এবং আমার মনে এমন একটা অস্থিরতার সৃষ্টি হয় যে আমার পক্ষে মন দিয়ে পড়াশুনো করাটা অসম্ভব হয়ে পড়ে। সামনেআমার মাধ্যমিক পরীক্ষা। তোমরা যদি আমার কথা ভেবে এভাবে অশান্তির সৃষ্টি না করো তো বড় ভালো হয়। দেখবে তোমাদের এই পাপু খুব ভালো রেজালজট করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে। এর জন্য চাই তোমাদের এই সামান্য সাহায্যটুকু। মতান্তর তো থাকতেই পারে। সেটা আলোচনা করে মিটিয়ে নাও, তার জন্য তো ভাতের থালা ছুঁড়ে ফেলে দেবার প্রয়োজন হয় না। আমি জানি মা, তুমি অনেক সময় রাগ করে দিনের পর দিন নিজে না খেয়েও আমাদের রান্না করে খাইয়েছ। ভেবে দেখ, আমার তখন কেমন লাগে মা? আমি মা, ভাল থাকতে চাই,তোমাদেরও ভালো রাখতে চাই। আশা করি তোমরাও চাও আমি তোমাদের মুখ উজ্জ্বল করি। চাও না? তাই আমার অনুরোধ, তোমরা অবুঝ না হয়ে আমার কথাটা ভাববে। ইতি- তোমাদের আদরের পাপু।

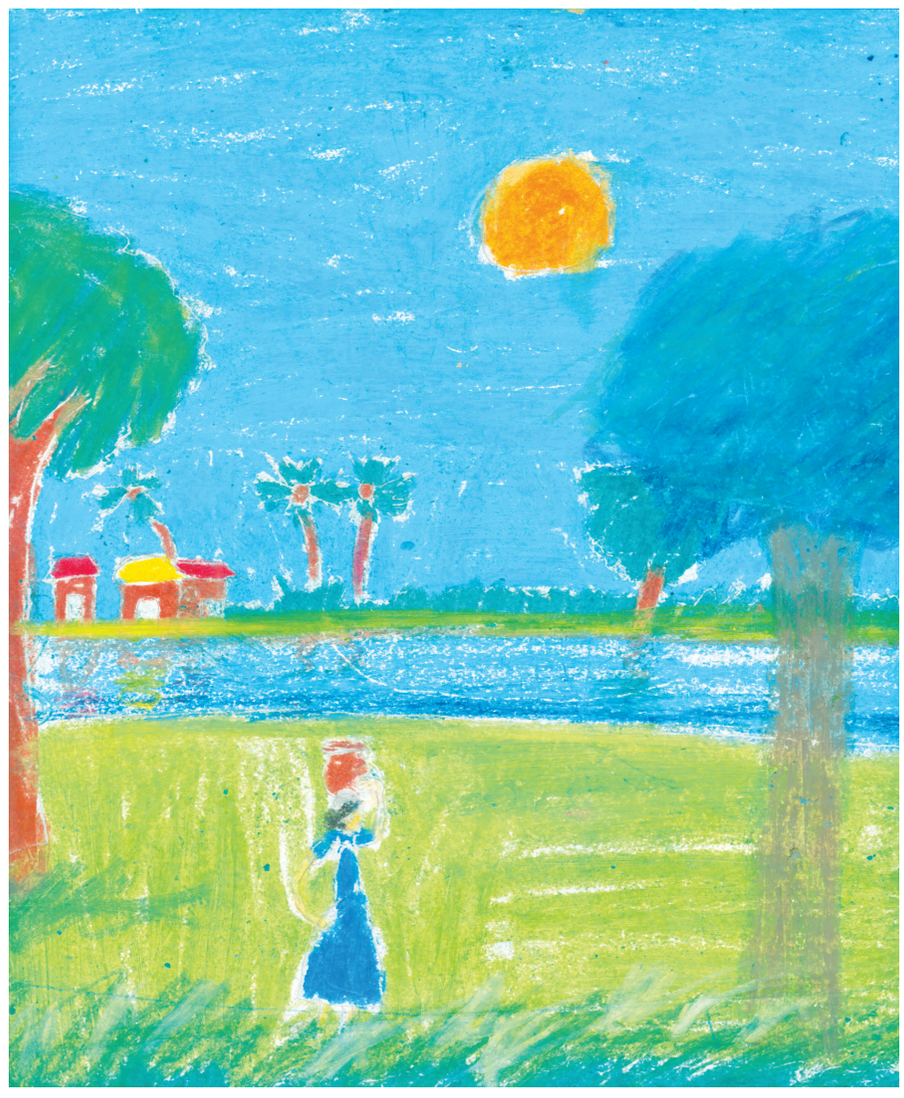

কল্পেশ্বর দাস, শ্রেণি – চতুর্থ, দি নিউ হরাজন হাই স্কুল

তোমরাও এমন ছোট ছোট গল্প ও কবিতা পাঠাও। ভালো হলে ছাপা হবে তোমাদের এই মনের খেয়াল বিভাগে। নাম জানাতে ভুলো না কিন্তু।

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com